



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
November 2023

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান পরস্পর ভাই-বোন, তোমাদের বৃত্তি শুদ্ধ, পবিত্র হওয়া উচিত"

*প্রশ্ন:- কোন্ বাচ্চাদের বোঝানোর প্রভাব অত্যন্ত ভালো পড়তে পারে?

*উত্তর:- যারা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমল(পদ্ম) ফুল সমান পবিত্র থাকে। এরকম অনুভাবী বাচ্চারা কাউকে বোঝালে, তাদের বোঝানোর প্রভাব অত্যন্ত ভালো পড়ে, কারণ বিবাহ করেও যদি অপবিত্র বৃত্তি না আসে - তবে তো লক্ষ্যও অনেক উঁচু। এতে বাচ্চাদের অনেক সাবধানে থাকতে হবে।

*গীত:- আমাদের তীর্থ অনুপম.....

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান, কারণ বাচ্চারা বাবাকে জানে। বাচ্চারা তো সবাই বাচ্চাই হয়, সব বাচ্চারা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। তোমরা জানো যে ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা হলো ভাই-বোন। সবাই এক পিতার সন্তান, তাই বোঝাতে হবে যে বাস্তবে আমরা আত্মারা হলাম ভাই-বোন। সবাই ভাই-ভাই। তোমরা জানো যে এখানে আমরা একই গ্র্যান্ড ফাদার এর (পিতামহ) এবং ফাদারের সন্তান। শিববাবার পৌত্র, ব্রহ্মার সন্তান। ঐনার (ব্রহ্মা) লৌকিক স্ত্রী, সেও নিজেকে ব্রহ্মাকুমারী বলে, তাহলে তার সম্পর্কও সেটাই হয়ে যায়। যেমন লৌকিক ভাই-বোন হলে সেখানে কোনো কু-দৃষ্টি পড়ে না। আজকাল তো সবাই খারাপ হয়ে গেছে। কারণ দুনিয়াই ডার্ট (নোংরা) হয়ে গেছে। তোমরা বাচ্চারা এখন বোঝো যে আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপ্টেড চিল্ড্রেন (দত্তক) হয়েছি, তাই ভাই-বোন। এও বোঝাতে হবে যে সন্ন্যাসও দুই প্রকারের হয়। সন্ন্যাস অর্থাৎ পবিত্র থাকা, ৫ বিকারকে ত্যাগ করা। ওরা হলো হঠযোগ সন্ন্যাসী, তাদের ডিপার্টমেন্টই আলাদা। প্রবৃত্তি মার্গের লোকেদের (নিজের সংসার) সাথে কানেকশনই (সম্পর্ক) ত্যাগ করে দেয়, তাদের নামই হলো হঠযোগ কর্ম-সন্ন্যাসী। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো হয় যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে দেহ-সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধ ত্যাগ করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ওরা তো ঘর-সংসারই ত্যাগ করে। মামা, চাচা, কাকা কেউ-ই থাকে না। মনে করে শুধু একজনই আছে, তাকেই স্মরণ করতে হবে বা জ্যোতি, পরমজ্যোতিতে বিলীন হয়ে যাবে। নির্বাণধামে যেতে হবে। তাদের ডিপার্টমেন্টও আলাদা, তাদের রীতি-রেওয়াজও আলাদা। তারা বলে স্ত্রী হলো নরকের দ্বার, আগুন আর কার্পাস(তুলো) একসঙ্গে থাকতে পারে না। আলাদা হলেই আমরা সুরক্ষিত থাকবো। ড্রামানুসারে, তাদের ধর্মই আলাদা। ওই স্থাপনা শংকরাচার্যের, তিনি হঠযোগ, কর্ম-সন্ন্যাস শেখান, রাজযোগ নয়। তোমরা জানো ড্রামা তৈরী হয়েই আছে তাও আবার নম্বরের ক্রমানুসারেই। ১০০ শতাংশ সেম্ভিবেল তো সবাইকে বলা যাবে না। তথাপি বলা হয় যে কেউ ১০০ শতাংশ সেম্ভিবেল আবার কেউ ১০০ শতাংশ নন্-সেম্ভিবেল। এমন তো হবেই। তোমরা জানো, আমরা বলি যে মাম্মা-বাবা তো পরস্পরের ভাই-বোন ছিল। খারাপ দৃষ্টি তো হওয়া উচিত নয়, ল'-ও(নিয়ম) তাই বলে। ভাই-বোনের পরস্পরের সঙ্গে কখনোই বিবাহ হতে পারে না। যদি ঘরে ভাই-বোনের মধ্যে কিছু ঘটে যায়, বাবা দেখেন এদের চাল-চলন খারাপ, (তার/তাদের জন্য) উদ্বেগ চলে আসে। এরা কোথা থেকে জন্ম নিল, কত ক্ষতি করে, তাদের অনেক শাসন করা হয়। আগে এইসব বিষয়ে সাবধান থাকতো। এখন তো ১০০ শতাংশই তমোপ্রধাণ, মায়া প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। পরমপিতার সন্তানদের সঙ্গেই তো মায়া প্রচন্ড লড়াই। বাবা বলেন - এরা হলো আমার সন্তান, আমি এদের স্বর্গে নিয়ে যাই। আর মায়া বলে - এরা আমার বাচ্চা, আমি এদের নরকে নিয়ে যাই। এখানে তো ধর্মরাজ বাবার হাতেই সবকিছু। তাই যারা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিত্র হয়ে থাকে তাদেরই অন্যদেরকে ভালো করে বোঝাতে হবে যে, আমরা কীভাবে একসাথে থেকেও পবিত্র হয়ে থাকি। যে কার্য হঠযোগী সন্ন্যাসীরাও করতে পারেনি, তা বাবা করছেন। সন্ন্যাসী কখনো রাজযোগ শেখাতে পারে না। বিবেকানন্দের লেখা একটি বইয়ের নাম ছিল 'রাজযোগ'। কিন্তু সন্ন্যাসী, যারা নিবৃত্তি মার্গে থাকে তারা রাজযোগ শেখাতে পারে না। তোমরা যারা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিত্র হয়ে থাকো, তারা যদি বোঝায়, তো তাঁর নিশানায় ভালো মতো লাগবে। বাবা সংবাদপত্রে দেখেছিলেন যে দিল্লীতে গাছপালার বিষয়ে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। তার উপরেও কিভাবে বোঝাবে, তোমরা এই জঙ্গলের গাছপালার ব্যাপারে এতো সচেতন, কিন্তু এই জিনিওলজিক্যাল ট্রি-র(মানবের বংশলতিকা, কল্পবৃক্ষ) কখনো খেয়াল রেখেছো যে এই মনুষ্য সৃষ্টির উৎপত্তি, পালনা কিভাবে হয়।

বাচ্চাদের এত বিশাল বুদ্ধি এখনো হয়নি। এত অ্যাটেনশন (সচেতনতা) নেই। কোনো না কোনো অসুখ লেগেই থাকে কিন্তু লৌকিক ঘরে ভাই-বোনের মধ্যে কখনো কোনো নোংরা বিচার আসে না। এখানে তো তোমরা সবাই এক পিতার সন্তানেরা হলে ভাই-বোন, ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। যদি কু-বুদ্ধি আসে তাহলে আর কীই বা বলা যেতে পারে? যারা নরকে বাস করে

তাদের থেকেও হাজার গুণ খারাপ বলে পরিগণিত হবে। বাচ্চাদের উপর অনেক রেসপন্সিবিলিটি (দায়িত্ব) আছে। যারা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিত্র হয়ে থাকে - তাদের অনেক পরিশ্রম আছে। দুনিয়া এই কথা জানে না। বাবা আসেন পবিত্র করতে তাই অবশ্যই বাচ্চারা প্রতিজ্ঞা করবে, রাখী তো বাঁধাই আছে। এতে অনেক পরিশ্রম আছে। বিয়ে করে পবিত্র থাকা অনেক বড় লক্ষ্য। এতটুকুও বুদ্ধি যাওয়া উচিত নয়। বিয়ে হয়ে গেলেই বিকারী হয়ে যায়। বাবা এসে নগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করেন। দ্রোপদীর কথাও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এইসব কথার কিছু তো রহস্য আছেই, তাই না ! এই শাস্ত্র ইত্যাদি ড্রামায় ফিক্সড হয়ে আছে - যা কিছুই পাস্ট হয়ে গেছে তা ড্রামায় ফিক্সড রয়েছে তাকে পুনরায় রিপিট হতে হবে। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গও ফিক্সড হয়ে আছে। তোমাদের বুদ্ধি এখন অনেক বড় হয়ে গেছে, যেমন বাবার বুদ্ধি তেমনই মুরব্বী (দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন) বাচ্চাদের বুদ্ধি, যারা শ্রীমতে চলে। অনেক বাচ্চা আছে। জানা যায় না যে ঠিক কত বাচ্চা আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত অবিনাশী উত্তরাধিকার পেতে পারে না। এখন তোমরা ব্রহ্মা-বংশীরাই পুনরায় গিয়ে সূর্যবংশীয় বা বিষ্ণুবংশীয় হবে। এখন হলে শিব-বংশীয়। শিব হলো দাদা (পিতামহ) আর ব্রহ্মা হলো বাবা। সব প্রজাদের প্রজাপিতা তো একজনই, তাই না। তারা জানেও, মনুষ্য সৃষ্টির যে ঝাড় আছে, তারও বীজ অবশ্যই হবে। সেখানে আদি (প্রথম) মানবও হবে যাকে নিউ ম্যান বলা হয়। নিউ ম্যান কে হবে? ব্রহ্মাই হবে। ব্রহ্মা আর সরস্বতী নিউ ম্যান বলে বিবেচিত হবে। একে বোঝার মত বিশাল বুদ্ধি চাই। আত্মাই বলে, ও গড় ফাদার, ও সুপ্রীম গড় ফাদার। আত্মা বলে যে তিনিই সকলের রচয়িতা, তাই না। তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম। এবার এসো মনুষ্য সৃষ্টিতে। সেখানে উঁচুতে কাকে রাখবে? প্রজাপিতা। একথা তো যে কেউ বুঝতে পারে যে মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়ের মুখ্য হলো ব্রহ্মা। শিব হলেন আত্মাদের পিতা, ব্রহ্মাকে মানুষের (ব্রাহ্মণ) রচয়িতা বলতে পারো। কিন্তু কার মতানুসারে করা হয়? বাবা বলেন, আমিই ব্রহ্মাকে অ্যাডপ্ট করি। নতুন ব্রহ্মা আবার কোথা থেকে আসবে। অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে ঐনার মধ্যে প্রবেশ করি। ঐনার নাম প্রজাপিতা ব্রহ্মা রাখি। এখন তোমরা জানো যে আমরাই হলাম ব্রহ্মার আসল বাচ্চা। শিববাবার থেকে নলেজ নিচ্ছি। আমরা বাবার কাছে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি, হেল্থ(স্বাস্থ্য), ওয়েল্থ(ঐশ্বর্য্য) নিতে এসেছি। ভারতে আমরাই সদা সুখী ছিলাম, এখন নেই। পুনরায় বাবা সেই আশীর্বাদী বর্ষা দিচ্ছেন। বাচ্চারা জানে, প্রথমেই হলো পবিত্রতা। রাখী কাদের পড়ানো হয়? যারাই অপবিত্র হয়ে যায় তারাই প্রতিজ্ঞা করে যে আমরা পবিত্র থাকবো। বাবা বোঝান যে এই লক্ষ্য অনেক উঁচু। প্রথম থেকেই যারা যুগল, তারাই বোঝাবে - আমরা কিভাবে একসাথে ভাই-বোনের মতো থাকি। হ্যাঁ, অবস্থা পাকা হতে সময় লাগে। বাচ্চারা লেখেও যে খুবই মায়ার তুফান আসে। তাই যারা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিত্র হয়ে থাকে সেই বাচ্চারা যদি ভাষণ দেয় তাহলে ভালো। কারণ এ হলো নতুন কথা। এ হলোই স্ব-রাজযোগ। এতেও সন্ন্যাস(ত্যাগ) আছে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে আমরা জীবনমুক্তি অর্থাৎ সদ্গতি পাবো। এখন তো জীবনবন্ধ। তোমাদের হলো স্বরাজ্য পদ। স্ব অর্থাৎ নিজের রাজ্য চাই। এখন তাদের রাজ্য নেই। আত্মাই বলে, আমরা রাজা ছিলাম, রানী ছিলাম আর এখন আমরাই বিকারী কাঙ্গাল হয়ে গেছি, আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই। এতো আত্মাই বলে, তাই না। তাই নিজেকে আত্মা, পরমপিতার সন্তান মনে করা উচিত। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, পরস্পরের মধ্যে অনেক ভালবাসা থাকা উচিত। আমরা সমগ্র দুনিয়াকে লাভলী(সুন্দর) তৈরী করি। রাম-রাজ্যে তো বাঘে-গরুতে একত্রে জল পান করতো, কখনো লড়াই করতো না। তাহলে বাচ্চারা, তোমাদের কত ভালবাসা থাকা উচিত। এই অবস্থা ধীরে ধীরে আসবে। লড়াই তো অনেক হয়, তাই না। পার্লামেন্টেও লড়াই হয়, সেখানে একে-অপরকে চেয়ার তুলে মারতে শুরু করে। ওটা তো আসুরী সভা। তোমাদের হলো ঐশ্বরীয় সভা, তাহলে কত নেশা থাকা উচিত। কিন্তু আসলে এ হলো স্কুল। লেখা-পড়ায় কেউ অনেক উপরে উঠে যায়, কেউ শিথিল(টিলা) হয়ে পড়ে। এই স্কুলও ওয়াল্ডারফুল, ওখানে তো স্কুল টিচার আলাদা আলাদা হয়, কিন্তু এখানে স্কুল-টিচার একজনই, স্কুলও একটাই। আত্মা শরীর ধারণ করে শিক্ষা লাভ করে। আত্মাকে শেখায়, আমরা হলাম আত্মা শরীর দ্বারা পড়ছি। এতোটা আত্ম-অভিমानी হতে হবে। আমরা হলাম আত্মা আর উনি হলেন পরমাত্মা। সারাদিন এ যেন বুদ্ধিতে দৌড়তে থাকে। দেহ-অভিমানের জন্যই ভুল হয়ে যায়। বাবা বার-বার বলেন দেহী-অভিমানী ভব। দেহ-অভিমানে এলেই মায়া আঘাত করবে। অনেকটা চড়াই চড়তে হবে। কত বিচার সাগর মন্থন করা উচিত। রাগেই বিচার-সাগর মন্থন হতে পারে। এভাবেই বিচার-সাগর মন্থন করতে করতে তোমরা বাবার সমান হয়ে যাবে।

বাচ্চারা, তোমাদের সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখতে হবে। গৃহস্থ জীবনে থেকে রাজযোগ শিখতে হবে। বুঝতে হবে যে এ হলো আমাদের রাজযোগ। আমাদের ব্রহ্মাকুমার-কুমারী কেন বলে? এই রহস্য বা ধাঁধা বুঝতেও হবে, বোঝাতেও হবে। বাস্তবে বি. কে. হলে তোমরাই। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো নতুন সৃষ্টি রচনা করে। নিউ ম্যান দ্বারা নিউ ওয়ার্ল্ড বানানো হয়। বাস্তবে, সত্যযুগের প্রথম বাচ্চা যে হবে তাকেই নিউ বলা হবে। এ কত আনন্দের কথা। ওখানে তো খুশীর বাজনা বাজতে থাকবে। ওখানে আত্মা আর শরীর দুই-ই পবিত্র। এখানে এখন ঐনার মধ্যে বাবা প্রবেশ করেছেন। এই নিউ ম্যান কিন্তু পবিত্র নয়, পুরোনোর মধ্যে বসেই ঐনাকে নিউ বানান। পুরোনো জিনিসকেই নতুন করে দেন। এখন নিউ ম্যান কাকে বলা হবে?

ব্রহ্মাকে বলা হবে কী? বুদ্ধির কাজ যেন চলতেই থাকে। ওরা খোড়াই জানে যে অ্যাডম- ইভ কে? নিউ ম্যান হলো শ্রীকৃষ্ণ, আবার তিনিই হলেন পুরানো ম্যান ব্রহ্মা। পুনরায় ওন্ড ম্যান ব্রহ্মাকে নব মানবে পরিণত করি। নিউ ওয়ার্ল্ডে নিউ ম্যান চাই। তিনি কোথা থেকে আসবেন? নিউ ম্যান হলো সত্যযুগের প্রিন্স। তাঁকেই সুন্দর বলা হয়। ইনি(ব্রহ্মা) হলেন শ্যামবর্ণ, ইনি নিউ ম্যান নন। সেই শ্রীকৃষ্ণই ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এখন অন্তিম জন্মে এসে গেছে, যাঁকে বাবা পুনরায় অ্যাডপ্ট করেন। পুরানোকেই নতুন বানায়। এ অতি গূহ্য কথা, বোঝার মত বিষয়। নিউ থেকে ওন্ড আবার ওন্ড থেকে নিউ। শ্যাম থেকে সুন্দর আবার সুন্দর থেকে শ্যামবর্ণ। যে সর্বাপেক্ষা পুরোনো সেই আবার নবীন থেকে নবীনতম হয়। তোমরা জানো যে বাবা আমাদের নবীন থেকে নবীনতম করে দেন। এ হলো অত্যন্ত বোঝার মত বিষয়। আর নিজের অবস্থাও বানাতে হবে। কুমার-কুমারীরা তো পবিত্রই থাকে। আর আমরা গৃহস্থে থেকে পদ্মফুল-সম হয়ে যাই, স্বদর্শন-চক্রধারী হই। বিষ্ণুবংশীয়-দের ত্রিকালদর্শীর নলেজ থাকে না। ওন্ড ম্যান (ব্রহ্মা) হলো ত্রিকালদর্শী। এ কতই না বিচিত্র কথা। ওন্ড ম্যানই নলেজ নিয়ে নিউ ম্যান হয়। বাবা বোঝান, ওটা হলো হঠযোগ আর এ হলো রাজযোগ। রাজযোগ অর্থাৎ স্বর্গের বাদশাহী (রাজত্ব)। সন্ন্যাসীরা বলে সুখ কাক-বিষ্ঠা সমান, তাই ঘৃণা করে। বাবা বলেন, নারীরাই হলো স্বর্গের দ্বার। মাতাদের উপরেই কলস(স্ত্রোনের) রাখি। তাই শুরু-শুরুতে বোঝাও শিবায়ে: নমঃ, ভগবানুবাচ। আওয়াজ যেন শক্তিশালী হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, এই নিশ্চয়ে পবিত্রতার ব্রতকে পালন করে নিজেদের মধ্যে স্নেহের সাথে থাকতে হবে। সবাইকে লাভলী বানাতে হবে।

২) বিশালবুদ্ধি ধারণ করে স্ত্রোনের গূহ্য রহস্যকে বুঝতে হবে, বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। মায়ার আঘাত থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্যে দেহ-অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ:- স্ত্রোণ অমৃতের বর্ষণ দ্বারা মহান হওয়া জীবন্মৃত ভব
তোমাদের মতো বাচ্চাদের উপরে বাবা স্ত্রোণ অমৃতের বর্ষণ করে তোমাদের মৃত থেকে মহান করে দিয়েছেন। স্বল্প চিতা থেকে উঠিয়ে জীবন্মৃত করে দিয়েছেন। স্ত্রোণ অমৃত পান করিয়ে অমর করে দিয়েছেন। মানুষ বলে থাকে, ভগবান মৃতকেও প্রাণ ফিরিয়ে দেন, কিন্তু তিনি তা কিভাবে করেন, তা মানুষ জানতো না । এখন খুশীর কথা হলো যে, দেহ বোধের কারণে আগে যারা মৃত মানুষের সমান ছিলো, এখন তারা সেই মৃত অবস্থা থেকে মহান হয়ে গেছে ।

স্নোগানঃ:- ধর্মে স্থিত হয়ে কর্ম যে করে, সেই হলো ধর্মাত্মা ।

এই মাসের সমস্ত ঐশ্বরীয় মহাবাক্য নিরাকার পরমাত্মা শিব ব্রহ্মা মুখকমল দ্বারা তাঁর ব্রহ্মাবৎস অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীদের সম্মুখে ১৮-০১-১৯৬৯ এর পূর্বে উচ্চারণ করেছিলেন। এ কেবল ব্রহ্মাকুমারীজ এর অধিকৃত টিচার বোনেদের দ্বারা নিয়মিত বি.কে বিদ্যার্থীদের শোনানোর জন্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণ রূপী ওষুধের দ্বারা নিজেকে নিরোগী বানাও, স্মরণ আর স্বদর্শন চক্র ঘোরানোর অভ্যাস করো, তাহলেই বিকর্মজিত হতে পারবে"

*প্রশ্ন:- যে বাচ্চাদের সর্বদা নিজের উন্নতির খেয়াল থাকে, তাদের নিদর্শন কি?

*উত্তর:- তাদের প্রতিটি কাজ শ্রীমতের আধারে হবে। বাবার শ্রীমং হলো -- বাচ্চারা, দেহ - ভাবে এসো না, স্মরণের যাত্রার চার্ট রাখো। নিজের হিসেব - নিকেশের পোতামেল (রেকর্ড) রাখো। চেক করো - কতটা সময় আমি বাবার স্মরণে থেকেছি, কতটা সময় কাকে বুঝিয়েছি?

*গীত:- তুমি প্রেমের সাগর...

ওম শান্তি। এখানে যখন বসো, তখন বাবার স্মরণে বসতে হবে। মায়া অনেককেই স্মরণ করতে দেয় না কেননা দেহ - ভাব থাকে। কারোর আত্মীয় পরিজন, কারোর আবার খাওয়া - দাওয়া ইত্যাদির কথা স্মরণে আসতে থাকে। এখানে যখন সবাই আসো তখন বাবার আহ্বান করা উচিত। লক্ষ্মীর পূজা হলে যেমন লক্ষ্মীকে আহ্বান করে, কোনো লক্ষ্মী কিন্তু আসে না। এ কথা শুধুই বলা হয়, তেমন তোমরাও বাবাকে স্মরণ করো অথবা আহ্বান করো, এ একই কথা। এই স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। অনেকের ধারণা হয় না, কারণ বিকর্ম তো অনেক করেছে, যেই কারণে বাবাকেও স্মরণ করতে পারে না। বাবাকে যতো স্মরণ করবে, ততই বিকর্মজিত হবে, সুস্বাস্থ্য পাবে। এ খুবই সহজ কিন্তু মায়া বা পূর্বের বিকর্ম বাধা দেয়। বাবা বলেন যে, তোমরা অর্ধকল্প অযথার্থ স্মরণ করেছে। এখন তো প্রত্যক্ষভাবে আহ্বান করো, কারণ তোমরা জানো যে তিনি আসবেন এবং মুরলী শোনাবেন। এই স্মরণের অভ্যাস কিন্তু হয়ে যাওয়া চাই। নিজেকে এভার নিরোগী বানানোর জন্য সার্জন ওষুধ দেন যে, আমাকে স্মরণ করো। এরপর তোমরা আমার সঙ্গে এসে মিলিত হবে। আমাকে স্মরণ করলেই অবিদ্যার উত্তরাধিকার পাবে। বাবা এবং সুইট হোমকে স্মরণ করতে হবে। যেখানে যেতে হবে, তা বুদ্ধিতে রাখতে হবে। বাবা এসেই এই প্রকৃত খবর দেন, আর কেউই প্রকৃত ঈশ্বরের খবর দেয় না। ওরা তো এখানে স্টেজে অভিনয় করতে আসে, আর ঈশ্বরকে ভুলে যায়। তারা ঈশ্বরের সন্ধান রাখেন না। বাস্তবে তাদের পয়গম্বর বা ম্যাসেঞ্জার বলা যাবে না। এই নাম তো মানুষ দিয়েছে। তাঁরা তো এখানে আসে, তাঁদের তো এই ভূমিকা পালন করতেই হবে। এখন তাহলে স্মরণ কিভাবে করবে? এই ভূমিকা পালন করতে করতে পতিত হতেই হবে। অবশেষে অন্তিম সময়ে পবিত্র হতে হবে। পবিত্র তো বাবা এসেই বানান। বাবার স্মরণেই পবিত্র হতে হবে। বাবা বলেন যে, পবিত্র হওয়ার একটাই উপায় - দেহ সহ, দেহের যা কিছু সম্বন্ধ আছে, তা ভুলে যেতে হবে।

তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা স্মরণের আদেশ (ফরমান) পেয়েছি। সেই নির্দেশে চললেই আত্মাকারী বলা হবে। যে যতটা পুরুষার্থ করে, ততটাই আত্মাকারী হয়। স্মরণ কম করলে কম আত্মাকারী হয়। আত্মাকারী সন্তান উঁচু পদ পায়। বাবার নির্দেশ হলো - এক তো আমি তোমাদের বাবা, আমাকে স্মরণ করো, দ্বিতীয় এই জ্ঞানকে ধারণ করো। স্মরণ না করলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে। স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকলে অনেক সম্পদ পাবে। ভগবান উবাচঃ - আমাকে স্মরণ করো আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাও অর্থাৎ ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানো। আমার দ্বারা আমাকে জানো আর সৃষ্টির সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের চক্রও জানো। এই দুটি বিষয়ই মুখ্য। এর উপরেই অ্যাটেনশন দিতে হবে। শ্রীমতে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিলে উঁচু পদ পাবে। তোমাদের দয়ালু হতে হবে, সবাইকে পথ বলে দিতে হবে, সকলের কল্যাণ করতে হবে। মিত্র - সম্বন্ধী ইত্যাদিদের প্রকৃত যাত্রায় নিয়ে যাওয়ার যুক্তি রচনা করতে হবে। সে হলো শরীরের যাত্রা আর এ হলো রূহানী যাত্রা। এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান কারোর কাছেই নেই। ওগুলো হলো সব শাস্ত্রের ফিলসফি। এ হলো রূহানী ঈশ্বরীয় জ্ঞান। সুপ্রীম আত্মা এই জ্ঞান দেন, আত্মাদের বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

কোনও কোনো বাচ্চা এখানে এসে বসে, কেউ আবার বাধ্য হয়েও বসে। নিজের উন্নতির কোনো খেয়ালই নেই। দেহ - ভাব অনেক বেশী। দেহী - অভিমানী হলে দয়ালু হবে এবং শ্রীমতেও চলবে। অনেকেই আত্মাকারী নয়। বাবা বলেন যে - নিজেদের চার্ট লেখো, তোমরা কতটা সময় স্মরণ করো? কোন্ - কোন্ সময়ে স্মরণ করো। আগে তোমরা চার্ট রাখতে। আত্মা, বাবাকে না দিলে, নিজেদের কাছে তো চার্ট রাখো। নিজেদের মুখ দেখতে হবে - আমরা লক্ষ্মীকে বরণের যোগ্য হয়েছি কি? ব্যবসায়ী মানুষেরা নিজেদের কাছে রেকর্ড (পোতামেল) রাখে, কোনো - কোনো মানুষ নিজেদের সারাদিনের

দিনচর্যা লেখে । এই লেখার একটা ইচ্ছা রাখে । এই হিসেব - নিকেশ রাখা তো খুব ভালো কথা যে, কতটা সময় আমরা বাবাকে স্মরণ করি ? কতটা সময় কাকে বুমিয়েছি ? এমন চার্ট রাখলে অনেক উল্লসিত হবে । বাবা মত দেন যে, এমন - এমন করো । বাচ্চাদের নিজেদের উল্লসিত করতে হবে । মালার দানা যারা হবে, তাদের অনেক পুরুষার্থ করতে হবে । বাবা বলেছিলেন - ব্রাহ্মণদের মালা এখন তৈরী হবে না, অন্তিম সময় তৈরী হবে, যখন রুদ্রের মালা তৈরী হবে । ব্রাহ্মণদের মালার দানার পরিবর্তন হতে থাকে । আজ যারা তিন বা চার নম্বরে আছে, কাল তারা শেষের দিকে চলে যায় । কত তফাত হয়ে যায় । কারোর যদি অধোগতি হয় তো, দুর্গতি হয়ে যায় । মালায় তো স্থান পায় না, এমনকি প্রজাতেও সম্পূর্ণ চণ্ডাল হয়ে যায় । মালাতে যদি গ্রথিত হতে হয়, তাহলে তারজন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে । বাবা খুব ভালো রায় দেন - নিজের উল্লসিত কিভাবে করবে ? তিনি সবার জন্য বলেন । কেউ যদি বাকহীনও হয়, তবুও ইশারাতেই কাউকে বাবার কথা মনে করিয়ে দিতে পারে । যারা মুখে বলবে অনেকসময় তাদের থেকেও ভালো বোঝাতে পারে । অন্ধ, প্রতিবন্ধী যাই হোক না কেন, সুস্থদের থেকেও ভালো পদ পেতে পারে । এক সেকেন্ডেই ইশারা দেওয়া যেতে পারে । সেকেন্ডে জীবনমুক্তির গায়ন তো আছে, তাই না । বাবার হলেই অবিনাশী বর্ষা তো পেয়েই যাবে, তাই না । এরপর তাতে নম্বরের অনুসারে পদ তো অবশ্যই আছে । বাচ্চার জন্ম হলেই সম্পত্তির অধিকারী হয়ে যায় । এখানে তোমরা আত্মারা তো হলেই পুত্র সন্তান । তাই বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে । এখানে সবকিছুই পুরুষার্থের উপরে নির্ভর করে । এরপর বলবে, আগের কল্পেও এমনই পুরুষার্থ করেছিলাম । এ হলো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ । পাণ্ডবদের তো মায়ী রাবণের সঙ্গেই লড়াই ছিলো । কেউ তো পুরুষার্থ করে বিশ্বের মালিক, ডবল মুকুটধারী হয়, কেউ আবার প্রজাতে চাকর - বাকরও হয় । সকলেই এখানে পড়ছে । এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, অ্যাটেনশন অবশ্যই সামনের দানার দিকেই যাবে । আট দানাতে কিভাবে আসে, তা পুরুষার্থের দ্বারাই জানা যায় । এমন নয় যে, তিনি অন্তর্যামী তাই সকলের মনের কথা পড়তে পারেন । তা নয়, অন্তর্যামী মানে, যিনি সব জানেন । এমন নয় যে, তিনি বসে সকলের মনের কথা জানতে পারেন । 'জানি জানানহার' অর্থাৎ নলেজফুল । তিনি এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানেন । এক একজনের মনকে তিনি খোঁড়াই বসে জানবেন । আমাকে কি খট রিডার মনে করেছে ? আমি 'জানি - জানানহার' অর্থাৎ নলেজফুল । অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎকেই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্ত বলা হয় । এই চক্র কিভাবে রিপিট হয়, আমি সেই রিপিটেশনকে জানি । বাচ্চারা, সেই জ্ঞানই আমি তোমাদের পড়াতে আসি । প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, কে কতটা সার্ভিস করছে আর কতটা পড়ছে ? এমন নয় যে, বাবা বসে এক একজনের কথা জানতে পারেন । বাবা খোঁড়াই বসে এমন কাজ করবেন । তিনি তো সর্বজ্ঞ, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, নলেজফুল । তিনি বলেন যে, তিনি মনুষ্য সৃষ্টির আদি - মধ্য, অন্ত আর যারা মুখ্য অভিনেতা তাদের জানেন । বাকি তো অনন্ত রচনা । এই 'জানি - জানানহার' অক্ষর তো পুরানো । আমি তো যে জ্ঞান জানি তাই তোমাদের পড়াই । বাকি তোমরা কি কি করো তা সারাদিন বসে দেখবো কি ? আমি তো সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান শেখাতে আসি । বাবা বলেন, বাচ্চারা তো অনেকই, আমি বাচ্চাদের সামনে প্রত্যক্ষ হয়েছি । আমার সমস্ত কাজই বাচ্চাদের সঙ্গে । যে আমার সন্তান হয়, আমি তারই বাবা হই । তারপর সে নামমাত্র সন্তান নাকি প্রকৃত সন্তান, তা আমি বুঝতে পারি । এ প্রত্যেকের জন্য পড়া । শ্রীমৎ অনুযায়ী ভূমিকা পালনের জন্য আসতে হবে । কল্যাণকারী হতে হবে । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বৃহস্পতিকে বৃষ্টিপতি ডে বলা হয় । বৃষ্টিপতি বা শিব, হলো তো একই । গুরুবারের দিন স্কুলে গেলে গুরু করে । যেমন সোমনাথের দিন সোমবার, শিববাবা সোমরস পান করান । এমনিতে তাঁর নাম তো শিব কিন্তু পড়ান, তাই সোমনাথ বলে দিয়েছে । রুদ্রও সোমনাথকেই বলা হয় । রুদ্র জ্ঞান যন্ত্রের রচনা করেছেন তাই জ্ঞান দাতা হয়ে গেছেন । অনেক নামই রেখে দিয়েছে । তাই এই কথাই বোঝানো হয় । শুরুর থেকেই এই এক যন্ত্র চলে, কেউই জানে না যে, সম্পূর্ণ পুরানো সৃষ্টির সামগ্রী এই যন্ত্রে স্বাধা হয়ে যাবে । যাই মানুষ আছে, যা কিছুই আছে, তত্ত্ব সহিত সব কিছুই পরিবর্তন হতে হবে । এও বাচ্চাদের দেখতে হবে, যারা দেখবে তাদের অনেক মহাবীর হতে হবে । যা কিছুই হবে, ভুলবে না । মনুষ্য তো হয় - হয়, গ্রাহি - গ্রাহি করতে থাকবে । প্রথমে তো বোঝাতে হবে - তোমরা সামান্য এইটুকু তো বোঝো, সত্যযুগে একই ভারত ছিলো, মানুষ খুব অল্প ছিলো, এক ধর্ম ছিলো, এখন কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত কত ধর্ম হয়েছে । এ কত পর্যন্ত চলবে ? কলিযুগের পরে অবশ্যই সত্যযুগ হবে । এখন এই সত্যযুগের স্থাপনা কে করবেন ? রচয়িতা তো একমাত্র বাবাই । সত্যযুগের স্থাপনা এবং কলিযুগের বিনাশ হয় । এই বিনাশ সামনে উপস্থিত । এখন তোমরা বাবার কাছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান পেয়েছো । এই স্বদর্শন চক্র তোমাদের ঘোরাতে হবে । বাবা এবং বাবার রচনাকে স্মরণ করতে হবে । এ কত সহজ কথা ।

গীত :-- তুমি প্রেমের সাগর.... ছবিতে জ্ঞানের সাগর, খুশীর সাগর লেখা হয়, সেখানে ভালোবাসার সাগর অক্ষর অবশ্যই আসা উচিত । বাবার মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা । সর্বব্যাপী বলে সেই মহিমাকেই সম্পূর্ণ শেষ করে দেয় । তাই ভালোবাসার সাগর এই অক্ষর অবশ্যই লিখতে হবে, এ হলো বেহদের মা - বাবার ভালোবাসা, যার জন্য গাওয়া হয়, তোমার কৃপাতেই

চরম সুখ, কিন্তু কিছুই জানে না। বাবা এখন বলছেন, তোমরা আমাকে জানলে সবকিছুই জেনে যাবে। আমিই তোমাদের সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান বুঝিয়ে বলবো। এক জন্মের কথা নয়, সমস্ত সৃষ্টির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা জানেন, তাহলে বুদ্ধিতে কতটা আসা উচিত। যারা দেহী - অভিমাত্রী হয় না, তাদের ধারণাও হয় না। সমস্ত কল্প ধরে দেহ বোধ চলে আসছে। সত্যযুগেও পরমাত্মার জ্ঞান থাকে না। এখানে অভিনয় করতে এসে পরমাত্মার জ্ঞান ভুলে গেছে। এ তো বুঝতেই পারো যে, আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। সত্যযুগে কিন্তু দুঃখের কোনো কথা নেই। এ হলো বাবার মহিমা, তিনি জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। এক ফোঁটাই হলো মনমনাভব, মধ্যাজী ভব... এটা প্রাপ্ত হলেই আমরা বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে চলে যাই। কথিত আছে যে - স্বর্গে দুধ - ঘিয়ের নদী বয়ে চলে। এ সবই হলো মহিমা। বাকি থোড়াই দুধ - ঘিয়ের নদী হতে পারে। বর্ষায় তো জলই বেরোবে। ঘি কোথা থেকে আসবে। এ কথা সুন্দর বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে। তোমরা এও জানো যে, স্বর্গ কাকে বলা হয়। যদিও আজমীরে মডেল আছে, তবুও কিছুই বুঝতে পারে না। তোমরা যে কাউকেই বোঝাও না কেন, ঝট করে বুঝে যাবে। বাবার যেমন আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আছে তেমনি বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতেও এই কথা ঘোরা উচিত। তোমাদের, বাবার পরিচয় দিতে হবে, তাঁর প্রকৃত মহিমা শোনাতে হবে, তাঁর মহিমা যে অপরমপার। সবাই এক সমান হতে পারে না। সবাই তার নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে। ভবিষ্যতে তোমরা দেখবে, দিব্য দৃষ্টির দ্বারা বাবা যা দেখিয়েছেন, তা আবার প্রত্যক্ষ হতে হবে। স্থাপনা আর বিনাশের করাতে থাকেন। অর্জুনকেও দিব্য দৃষ্টির দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়েছিলেন তারপর তারপর প্রত্যক্ষভাবে দেখেছিলেন। তোমরাও এই চোখেই বিনাশ দেখবে। তোমরা বৈকুণ্ঠের সাক্ষাৎকার করেছো, যখন প্রত্যক্ষভাবে যাবে তখন সাক্ষাৎকার বন্ধ হয়ে যাবে। বাবা কতো ভালো - ভালো বিষয় বোঝান যা বাচ্চারা, তোমাদের অন্যদের বোঝাতে হবে -- ভাই, বোনেরা, তোমরা এসে জ্ঞান আর যোগের দ্বারা বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নাও।

বাবা নিরন্তর পত্র গুলিকে সংশোধন করছেন। নীচে সহ করেন, তন - মন - ধনের দ্বারা এই কাজে ঈশ্বরীয় সেবায় উপস্থিত। ভবিষ্যতে মহিমা তো বের হবেই। আগের কল্পে যারা অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েছিল, তাদের আসতেই হবে। পরিশ্রম করতেই হবে। এরপর খুশির পারদ চড়তে চড়তে স্থায়ী হয়ে যাবে। তখন আর মুহূর্মুহু ঝিমিয়ে পড়বে না। ঝড়ঝঞ্ঝা তো অনেকই আসবে, তাকে পার করতে হবে। তোমরা শ্রীমতে চলতে থাকো। ব্যবহারিক জীবনকেও নির্বাহ করতে হবে। যতক্ষণ না সার্ভিসের প্রমাণ দেবে ততক্ষণ বাবা এই সার্ভিসে নিয়োজিত করবেন না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শ্রীমতের উপরে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিয়ে অন্যের কল্যাণ করতে হবে। সবাইকে প্রকৃত যাত্রা করাতে হবে, দয়ালু হতে হবে।

২) বাবার প্রতিটি ফরমানকে পালন করতে হবে। স্মরণ বা সেবার চার্ট অবশ্যই রাখতে হবে। স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে।

বরদান:- সত্য মনে সাহেবকে (বাবা) খুশী করিয়ে রাজযুক্ত (রহস্য), যুক্তিযুক্ত, যোগযুক্ত ভব বাপদাদার টাইটেল হলো দিলওয়ালা, দিলারাম। যারা স্বচ্ছ হৃদয়ের বাচ্চা হয়, তাদের উপরে সাহেব খুশী হয়ে যান। মন থেকে যারা বাবাকে স্মরণ করে তারা সহজেই বিন্দু রূপ হতে পারে। তারা বাবার বিশেষ আশীর্বাদের পাত্র হয়ে যায়। সত্যতার শক্তিতে সময় অনুযায়ী তাদের বুদ্ধি যুক্তিযুক্ত এবং স্বতঃতই যথার্থ কার্য করে। ভগবানকে খুশী করেছে তাই প্রতিটি সঞ্চল, বাণী এবং কর্ম যথার্থ হয়। তারা রাজযুক্ত, যুক্তিযুক্ত এবং যোগযুক্ত হয়ে যায়।

স্লোগান:- বাবার লভ-এ সদা লীন থাকো, তাহলেই অনেক প্রকারের দুঃখ এবং ধোঁকার থেকে বেঁচে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান যোগের শক্তির দ্বারা বায়ুমন্ডলকে শুদ্ধ বানাতে হবে, স্বদর্শন চক্রের দ্বারা মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ একটি কথায় প্রমাণিত হয়ে যায় যে আত্মা কখনও জ্যোতিতে লীন হয় না?

*উত্তরঃ - বলা হয় যা তৈরি রয়েছে তাই আবার তৈরি হচ্ছে..... সুতরাং আত্মা নিশ্চয়ই নিজের পার্ট রিপিট করে। যদি জ্যোতি, জ্যোতিতে লীন হয়ে যায়, তাহলে তো পার্ট শেষ হয়ে গেল। তখন অনাদি ড্রামা বলাটা ভুল হবে। আত্মা এক পুরানো দেহ ত্যাগ করে অন্য ধারণ করে, লীন হয় না।

*গীতঃ- ও দূরের পথিক....

ওম্ শান্তি। এখন যে যোগী ও জ্ঞানী বাচ্চারা আছে, যারা অন্যদের বোঝাতে পারে, তারা এই গীতের অর্থ যথার্থ ভাবে বুঝবে। মানুষ মাত্রই সবাই এখন কবরে আছে। কবরে থাকা তাদের বলা হয় যাদের জ্যোতি অনুজ্বল, যারা তমোপ্রধান হয়েছে। যারা স্থাপনা করেছে এবং জন্ম জন্ম রক্ষণাবেক্ষণের কার্যে নিমিত্ত হয়েছে, তারা সবাই নিজের জন্ম পূর্ণ করেছে। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কোন্ কোন্ ধর্মের স্থাপনা হয়েছে - তার হিসেব করা যায়। জাগতিক নাটকে ড্রামার মুখ্য ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, অ্যাক্টরদের বেশি মান থাকে। কত কত প্রাইজ দেওয়া হয় তাদের। তাদের সেরাটা তারা দেখায় কিনা। তোমাদের হলো জ্ঞান-যোগের নাটক। এখন মানুষ তো জানে না যে মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা এই ড্রামায় কত গুলি জন্ম গ্রহণ করি, কোথা থেকে আসি? সব জন্মের ডিটেল কাহিনী আমরা তো জানতে পারি না। যদিও এই সময়ে আমাদের পুরুষার্থ চলছে ভবিষ্যতের জন্য। দেবতা পদ তো প্রাপ্ত হবেই কিন্তু পদ মর্যাদা কি হবে তার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। তোমরা জানো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছেন। এবারে এনারা নিশ্চয়ই রাজা-রানী হবেন। ফিচার্সও জানা আছে। প্রাক্টিক্যাল সাফাংকার করানো হয়। ভক্তি মার্গেও সাফাংকার হয়। তারা তো যার ধ্যান করে তারই সাফাংকার হয়। কৃষ্ণের শ্যামল চিত্র দেখে, তাঁরই ধ্যান করলে সাফাংকার হয়ে যাবে। যদিও কৃষ্ণ এমন শ্যাম বর্ণ নন। এইসব কথার জ্ঞান মানুষের তো নেই। এখন তোমরা প্রাক্টিক্যাল আছে। সূক্ষ্ম বতনেও দেখো, বৈকুণ্ঠেও দেখে থাকো। আত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান আছে। আত্মার-ই সাফাংকার হয়। এখানে তোমরা যে সাফাংকার কর তোমাদের কাছে সেই সবার জ্ঞান আছে। বাইরে যারা থাকে তাদেরও আত্মার সাফাংকার যদিও বা হয় তবুও নলেজ নেই। তারা তো আত্মা কেই পরমাত্মা বলে দেয়। আত্মা স্টার তো বটেই। অনেক দেখা যায়। যত মানুষ ততই আত্মা। মানুষের শরীর দেখা যায় এই চোখের দ্বারা। আত্মাকে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখা যায়। মানুষের রঙ-রূপ ভিন্ন ভিন্ন হয়, আত্মা ভিন্ন হয়না, সবাই একরকম। শুধু পার্ট প্রতিটি আত্মার ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন মানুষ ছোট বড় হয় তেমনই আত্মা ছোট-বড় হয়না। আত্মার সাইজ এক। যদি আত্মা জ্যোতিতে বিলীন হয়ে যায় তাহলে পার্ট রিপিট করবে কিভাবে? গায়নও আছে যা তৈরি আছে তাই আবার তৈরি হচ্ছে..... এ হল অনাদি ওয়ার্ল্ড ড্রামা চক্র ঘুরতেই থাকে। এই কথা বাচ্চারা, তোমরা জানো। মশার মতন আত্মারা ফিরে যায়। মশাদের এই চোখ দিয়ে দেখা যায়। আত্মাকে দিব্য দৃষ্টি ছাড়া দেখতে পারবেনা। সত্যযুগে তো আত্মার সাফাংকারের দরকার থাকেনা। বুদ্ধিতে পারে যে আমরা আত্মা আমাদের এক শরীর ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর ধারণ করতে হবে। পরমাত্মাকে তো জানেই না। যদি পরমাত্মাকে জানে তাহলে সৃষ্টি চক্রের কথাও জানা উচিত।

সুতরাং গীতটিতে আছে - আমাদেরও সাথে নিয়ে চলো। শেষ সময়ে সবার দুঃখ হবে। নিমন্ত্রণ সবাই পায়। নিমন্ত্রণ দেওয়ার কত যুক্তি বের হচ্ছে।

পীস-পীস (শান্তি) সবাই বলে কিন্তু শান্তির অর্থ কেউ বোঝে না। পীস কীভাবে হবে, তোমরা তা জানো। যেমন ঘানিতে সর্ষে পেশাই হয় তেমনই সবার শরীর বিনাশে শেষ হয়। আত্মারা পিষবে না। তারা তো ফিরে যাবে। এমন লেখাও আছে যে আত্মারা মশার মতন উড়ে যায়। এমন নয় সব পরমাত্মারা উড়ে যাবে। মানুষ কিছু বোঝে না। আত্মা ও পরমাত্মার তফাৎ তারা জানে না। বলে আমরা হলাম ভাই-ভাই তাহলে ভাই-ভাই হয়ে থাকা উচিত। তারা এই কথা জানেনা যে সত্যযুগে ভাই-ভাই অথবা ভাই-বোন সবাই নিজেদের মধ্যে ক্ষীর খন্ড হয়ে চলে। সেখানে নোনা জল হওয়ার কথাই নেই। এখানে দেখো এখনই ক্ষীর খন্ড, পরক্ষণেই নোনা জলে পরিণত হয়। এক দিকে বলে হিন্দু-টীনি ভাই-ভাই তারপরে কাঠামো গড়ে আগুন দেয়। দৈহিক ভাইদের অবস্থা দেখো। রুহানী সম্পর্কের কথা তো জানেনা। তোমাদের বাবা বোঝান নিজেকে

আত্মা ভাবতে হবে। দেহ-অভিমাণে আসবেনা। অনেকে দেহ-অভিমাণে ফেঁসে যায়। বাবা বলেন দেহ সহ দেহের যে সম্বন্ধ গুলি আছে, সব ছাড়তে হবে। এই বাড়ি ইত্যাদি সবই ভুলে যেতে হবে। বাস্তবে তোমরা হলে পরম ধাম নিবাসী। এখনই তোমাদের সেখানে যেতে হবে, যেখান থেকে পাট করতে এসেছো, তারপরে আমি তোমাদের সুখের জগতে পাঠিয়ে দেবো। তাই বাবা বলেন উপযুক্ত হতে হবে। গড কিংডম স্থাপন করছেন। থাইল্যান্ডের কোনো কিংডম ছিলনা। তিনি হয়তো পরে যখন সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টান হয়েছে তখন কিংডম তৈরি করেছিলেন। এখানে তো নিমেষে সত্যযুগী রাজত্ব স্থাপন হয়। কতখানি সহজ কথা। যথাযথভাবে ভগবান এসে স্থাপনা করেছেন। কৃষ্ণের নাম দিয়ে সব ভুল হয়ে গেছে। গীতায় আছে প্রাচীন রাজযোগ ও জ্ঞান। সে তো প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। ইংরেজি ভাষার শব্দ গুলো ভালো। তোমরা বলতে পারো বাবা ইংরেজি জানেন না। বাবা বলেন আমি বসে সব ভাষায় আর কত বলবো। মুখ্য হলো হিন্দি। তাই আমি হিন্দিতে মুরলী বলি। যার শরীর ধারণ করি সেও হিন্দি জানে। তাই যা এনার ভাষা সেই ভাষাতেই বলি। আর কোনো ভাষায় আড়াই বলবো। আমি ক্রেঞ্চ ভাষায় কথা বললে ইনি (ব্রহ্মা) কীকরে বুঝবেন? মুখ্য বিষয় তো এনার-ই (ব্রহ্মার)। এনাকেই তো প্রথমে বুঝতে হবে, তাই না ! অন্য কারো শরীর তো ধারণ করার নেই।

গীতেও বলছে আমাকে নিয়ে চলো কারণ বাবা আর বাবার ঠিকানা তো কারো জানা নেই। নানান গালগল্প বলতে থাকে। বহু মানুষের বহু মত আছে সেইজন্যেই এই সুতোর গোলায় জট লেগেছে। বাবা দেখো কিভাবে বসে আছেন। এই চরণ দুটি কার ? সে তো আমার, তাই না ! আমি লোন দিয়েছি। শিববাবা টেম্পোরারি ব্যবহার করেন। যদিও চরণ দুটি তো আমার (ব্রহ্মাবাবার) তাই না ! শিবের মন্দিরে চরণ রাখা হয় না। চরণ রাখা হয় কৃষ্ণের। শিব তো হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, তাহলে ওঁনার চরণ আসবে কোথা থেকে। হ্যাঁ, শিববাবা ঋণ নিয়েছেন। চরণ তো হলো ব্রহ্মার। মন্দিরে ষাড় দেখানো হয়েছে। ষাড়ের উপরে বসে যাত্রা হবে কিভাবে ? ষাড়ের উপরে শিববাবা বসবেন কিভাবে ? শালগ্রাম আত্মা যাত্রা করে মনুষ্য দেহে বসে। বাবা বলেন আমি তোমাদের যে জ্ঞান বলি সেসব প্রায় লুপ্ত হয়েছে। এই জগতে যে জ্ঞান রয়েছে, তা হলো আটায় নুনের মতন। সেই জ্ঞান কেউ বুঝতে পারে না। আমি-ই এসে জ্ঞানের সার বোঝাই। আমি-ই শ্রীমৎ প্রদান করে সৃষ্টি চক্রের রহস্য বুঝিয়েছি, তারা সেইসব নিয়ে দেবতাদের স্বদর্শন চক্র দেখিয়েছে। তাদের কাছে তো জ্ঞান নেই। এ হলো সম্পূর্ণ জ্ঞানের কথা। আত্মা সৃষ্টি চক্রের নলেজ প্রাপ্ত করে যার দ্বারা মায়ার মাথা কাটা পড়ে। তারা আবার স্বদর্শন চক্র অসুরের গলা কাটা হয়েছে এমন দেখিয়েছে। এই স্বদর্শন চক্রের দ্বারা তোমরা মায়াকে পরাজিত করো। কোথাকার কথা কোথায় নিয়ে গেছে। তোমাদের মধ্যেও অনেক কমজন-ই এই কথা ধারণ করে অন্যদের বোঝাতে পারবে। অনেক উচ্চ এই নলেজ। এরজন্য সময় লাগে। শেষের দিকে তোমাদের মধ্যে জ্ঞান ও যোগের শক্তি থাকে। এই সব ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। তাদের বুদ্ধিও নরম হতে থাকে। তোমরা বায়ুমন্ডলকে শুদ্ধ করে থাকো। কতখানি গুপ্ত এই জ্ঞান। লেখা আছে অজামিল সম পাপীদের উদ্ধার হয় কিন্তু এর অর্থ বোঝেনা। তারা ভাবে যে জ্যোতি, জ্যোতিতে সমাহূ হয়ে গেলো। সাগরে নীন হয়ে যায়। পাঁচ পাণ্ডব হিমালয়ে গলে যায়। প্রলয় হয়। এক দিকে দেখানো হয় তারা রাজযোগ শিখছে অন্যদিকে প্রলয় দেখানো হয়েছে আর তারপরে দেখানো হয়েছে কৃষ্ণ অঙ্গুষ্ঠ মুখে নিয়ে অশ্বথ পাতায় শুয়ে আসছে। তার অর্থও বোঝেনা। কৃষ্ণ তো গর্ভ মহলে ছিল। অঙ্গুষ্ঠ তো শিশুরা মুখে নেয়। কোথাকার কথা কোথায় বলে দিয়েছে। মানুষ তো যা কিছু শোনে সত্য সত্য বলতে থাকে।

সত্যযুগের কথা কেউ জানে না। মিথ্যা তাকে বলা হয় যে জিনিসের অস্তিত্ব থাকে না। যেমন বলা হয় পরমাত্মার নাম-রূপ হয় না। কিন্তু তাঁর পূজা তো করা হয়। সুতরাং পরমাত্মা হলেন অতি সূক্ষ্ম। তাঁর মতন সূক্ষ্ম কিছু হয় না। একদম বিন্দু স্বরূপ। সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য কেউ তাঁর কথা জানেনা। যদিও আকাশও সূক্ষ্ম কিন্তু সেইটি হল শূন্য। পাঁচ তত্ত্ব আছে। পাঁচ তত্ত্বের শরীরে এসে প্রবেশ করে থাকে। সেটা কতো সূক্ষ্ম। একদম বিন্দু স্বরূপ। স্টার কত ক্ষুদ্র। এখানে পরমাত্মা স্টার পাশে এসে বসলে তবেই তো বলবেন। কত সূক্ষ্ম কথা। স্থূল বুদ্ধির মানুষ একটুও বুঝবেনা এই কথা। বাবা কত ভালো ভালো কথা বোঝান। ড্রামা অনুযায়ী কল্প পূর্বে যে পাট প্লে করা হয়েছে, সেই পাটই প্লে করা হয়। বাচ্চারা বোঝে বাবা এসে প্রতিদিন নতুন কথা বলেন, সুতরাং এই জ্ঞান হলো নতুন। তাই রোজ পড়তে হবে। যে রোজ ক্লাসে যায়না তো বন্ধুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আজ ক্লাসে কি হয়েছে ? এখানে তো পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। বলে অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের বর্সা চাইনা। আরে, পড়া ছেড়ে দিলে তোমাদের কি অবস্থা হবে ?))) বাবার কাছে কি বর্সা নেবে? ভাগ্যে নেই তাহলে। এখানে স্থূল সম্পত্তির কোনো কথা নেই, জ্ঞানের খাজানা বাবার কাছে প্রাপ্ত হয়। সেই সম্পত্তি ইত্যাদি তো সবকিছু বিনাশ হবে, সেই নেশা কেউ রাখতে পারবেনা। বাবার কাছেই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। তোমাদের কাছে যতই কোটি টাকার সম্পত্তি থাকুক, সেসব মাটিতে মিশে যাবে। এই সময়েরই সব কথা। এও তো লেখা আছে কারও সম্পত্তি ধূলায় মিশবে, কারও আগুনে পুড়বে এই সময়ের কথা পরের দিকে প্রচলিত হয়। বিনাশ তো এখন হবে। বিনাশের পরে হবে

স্থাপনা। এখন সেই স্থাপনার কাজ চলছে। সেটা হলো আমাদের রাজধানী। তোমরা অন্যের জন্য করছো না, যা করো নিজের জন্যই করছো। যে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবে সে মালিক হবে। তোমরা তো নতুন বিশ্বে নতুন ভারতের মালিক হও। নতুন বিশ্ব অর্থাৎ সত্যযুগে তোমরা মালিক ছিলে। এখন এই হল পুরানো যুগ পুনরায় তোমাদের পুরুষার্থ করানো হয় নতুন দুনিয়ার জন্যে। কত ভালো ভালো বিষয় আছে বুঝবার জন্যে। আত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান, সেল্ফ রিয়েলাইজেশন অর্থাৎ আত্ম বোধ। সেলফের (আত্মার) পিতা কে? বাবা বলেন আমি আসি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের শেখাতে। এখন ফাদারকে রিয়েলাইজ করা হয়েছে ফাদারের দ্বারা। বাবা বোঝান তোমরা হলে আমার হারানিধি সন্তান। কল্প বাদে আবার এসে মিলিত হয়েছে উত্তরাধিকার নিতে। তাই পুরুষার্থ তো করা উচিত তাইনা। তা নাহলে আফসোস হবে, অনেক দন্ড ভোগ করতে হবে। যারা সন্তান হয়ে কুর্কর্ম করে, তাদের কথা বলার নয়। ড্রামায় দেখো বাবার কত খানি পাট আছে। সবকিছু প্রদান করেন। বাবা বলেন ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্যে রিটার্ন দেব। প্রথমে তোমরা ইন্ডাইরেক্ট দান করতে তখন এক জন্মের ফল প্রদান করতাম। এখন ডাইরেক্ট দান কর তাই ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্যে ইনসিওর করি। ডাইরেক্ট, ইন্ - ডাইরেক্ট অনেক তফাৎ রয়েছে। তারা দ্বাপর-কলিযুগের জন্যে ইনসিওর করে ঈশ্বরের কাছে। তোমরা সত্যযুগ ত্রেতার জন্যে ইনসিওর কর। ডাইরেক্ট হওয়ার দরুন ২১ জন্মের জন্যে প্রাপ্ত কর। আত্মা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অবিনাশী বাবার কাছে অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের খাজানা প্রাপ্ত করে ভাগ্যবান হতে হবে। নতুন জ্ঞান, নতুন পাঠ রোজ পড়তে হবে। বায়ুমন্ডলকে শুদ্ধ বানানোর সেবা করতে হবে।

২) ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্যে নিজের সবকিছু ইনসিওর করে দিতে হবে। বাবার হয়ে যাওয়ার পরে কোনো কুর্কর্ম করবে না।

বরদানঃ:- স্বউন্নতির যথার্থ চশমা পরে এক্সাম্পল হয়ে উঠে অমনোযোগিতার থেকে মুক্ত ভব যে বাচ্চারা নিজেকে কেবল দাস্তিকতার নজর দিয়ে চেক করে থাকে তাদের চশমা অমনোযোগিতার হয়ে থাকে। তারা দেখতে পায় যে যতখানি করেছে অনেক করেছে। আমি এই এই আত্মাদের থেকে ভালো, একটু-আধটু ঘাটতি তো নামিদামিদেরও রয়েছে। কিন্তু যারা সত্য হৃদয়ের দ্বারা নিজেকে চেক করবে তাদের চশমা যথার্থ স্ব উন্নতির হওয়ার কারণে কেবল বাবা আর নিজেকেই তারা দেখবে অন্য দ্বিতীয়, তৃতীয় ব্যক্তি কি করছে তা দেখবে না। আমাকে বদলাতে হবে, কেবল এই একাগ্রতাতেই লেগে থাকবে। তারা অন্যদের কাছে এক্সাম্পল হয়ে ওঠে।

স্লোগানঃ:- সীমিত সবকিছুকে সর্ব বংশ সহ সমাপ্ত করে দাও তবে অসীমিতের বাদশাহীর নেশা থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - পবিত্র হয়ে গতি-সদগতির যোগ্য হও। পতিত আত্মা গতি-সদগতির যোগ্য নয়। অসীম জগতের বাবা তোমাদেরকে অসীম জগতের জন্য যোগ্য বানাচ্ছেন”

*প্রশ্নঃ - পিতারতা কাকে বলা হবে? তার মুখ্য লক্ষণগুলি বলো?

*উত্তরঃ - পিতারতা হলো সে, যে সম্পূর্ণরূপে বাবার শ্রীমতে চলে, অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করে, অব্যভিচারী স্মরণে থাকে, এইরকম সুপুত্র বাচ্চারাই প্রতিটি কথার ধারণা করতে পারে। সার্ভিসের প্রতি তার চিন্তা সর্বদা চলতে থাকবে। তার বুদ্ধি রূপী পাত্র পবিত্র হতে থাকবে। সে কখনও বাবার থেকে দূরে চলে যাবে না।

*গীতঃ- আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন যিনি...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা ধন্যবাদ জানায় সেই হিসেবেই, যার যার নিজের পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। সবাই একই প্রকারে ধন্যবাদ জানায় না। যে তেমন নিশ্চয় বুদ্ধির হবে ও মনপ্রাণ দিয়ে বাবার সেবা করবে, কেবল সে প্রেম পূর্বক হাজির হবে। সে হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাবে বাবাকে। সেই বাচ্চা বলবে-"বাবা সত্যি কি অলৌকিক দক্ষতা আপনার, আমরা এসবের কিছুই জানতাম না আগে। আমাদের কোনও যোগ্যতাই ছিল না-আপনার সাথে মিলিত হবার।" --তা ঠিকই বটে, মায়া সবাইকে অযোগ্য বানিয়েছে। লোকেরা তো জানেই না, স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন কে, আর নরকে টেনে আনে কে? -কিন্তু তারা একথা অবশ্যই জানে, গতি আর সদগতির উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারেন একমাত্র এই বাবা। উনি ছাড়া আর কেউ যে নেই। লোকেরা নিজেরাই তো তা বলে- "আমরা পতিত, এই দুনিয়াও পতিত।" এমন কি সাধু-সন্ন্যাসীরাও কেউ সঠিক রীতিতে বাবাকে জানে না। তাই বাবা স্বয়ং এখন নিজের পরিচয় জানাচ্ছেন আপন বাচ্চাদেরকে। (অবিনাশী নাটকের) নিয়মানুসারে বাবা এসে স্বয়ং ওনার পরিচয় দেবেন। আর বাবাকে এখানে এসেই বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়। সেখানে (পরমধামে) বসেই যদি পবিত্র বানানো যেত, তবে তো সেখানে বসেই তা করতেন, তবে কি আর তোমরা এত বিশাল সংখ্যক অযোগ্য বাচ্চা হতে?

বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের ক্রমানুসারে নিশ্চয়বুদ্ধির হও। সঠিক ভাবে বাবার পরিচয় কিভাবে দিতে হবে, তার জন্যও তেমন বুদ্ধির দরকার হয়। শিবায় নমঃ -একথা অবশ্যই বলতে হবে। একমাত্র উনি সবার মাতা ও পিতা, অর্থাৎ যিনি সর্বোচ্চ। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর এনারা তো রচনা। নিশ্চয়ই কোনও না কোনও পিতা এদের রচনা করেছেন, যার জন্য আবার মায়েরও প্রয়োজন। সবারই 'গড-ফাদার' যিনি, তিনি নিশ্চয় একজনই হবেন। নিরাকারকেই 'গড' বলা হয়। রচনাকার চিরকালই এই একজন। তাই, শুরুতে পরিচয় জানাবে সেই 'অল্ক'-এর। কিভাবে তা যুক্তিযুক্ত পরিচয় দিতে পারবে, তা খুব ভালোভাবে নিজেকেই বুঝে নিতে হবে। ভগবান যিনি জ্ঞানের সাগর, উনি স্বয়ং এসে রাজযোগ শেখান। কিন্তু সেই ভগবান আসলে কে? তাই সর্বাগ্রে 'অল্ক'-এর পরিচয় দিতে হবে। বাবা (পরমাত্মা) যেমন নিরাকার, আত্মাও তেমন নিরাকার। সেই নিরাকার বাবা এসেই বি.কে. বাচ্চাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন। প্রয়োজনে অন্যের সাহায্য নিয়েও বোঝাতে হবে। তা না হলে, রাজাদেরও রাজা হবে কিভাবে? সত্যযুগী রাজ্য কে স্থাপন করেছিল? স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা কে? তিনি নিশ্চয়ই 'হেভেনলী গড-ফাদার'-ই হবেন। প্রকৃত অর্থে তিনি নিরাকারই হবেন নিশ্চয়। তাই শুরুতেই বাবার পরিচয় জানানো উচিত। কৃষ্ণ আর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে কিন্তু পিতা বা ফাদার বলা যায় না। তাদেরকে তো রচনা করা হয়। যখন সূক্ষ্মবতন-বাসীদেরও রচনা করা হয়, তারাও হলো ক্রিয়েশন, তাহলে স্থূল-বতন-বাসীদের কি করে ভগবান বলা যাবে। বলা হয়ে থাকে দেবতায় নমঃ, আর তাঁর উদ্দেশ্যে হলো 'শিবায় নমঃ' -এটাই হলো মুখ্য কথা। কিন্তু প্রদর্শনীতে তো আর বারে-বারে একই কথা বোঝাতে যাবে না। তাই প্রত্যেককেই খুব সুন্দর রীতিতে তা বোঝাতে হবে। তাদের মধ্যে যেন সেই নিশ্চয় আসে। যে আসুক, শুরুতেই তাকে বলবে - আসুন, আপনাকে বাবার সাক্ষাৎকার করাই। ফাদারের থেকেই আপনি অবিনাশী উত্তরাধিকার পাবেন। ফাদারই গীতাতে রাজযোগ শিখিয়েছেন। কৃষ্ণ নয়। বাবা,ই হলেন গীতার ভগবান। নম্বর ওয়ান কথা হলো এটাই। শ্রীকৃষ্ণ 'ভগবান উবাচ' নয়, 'রুদ্র ভগবান উবাচ', বা 'সোমনাথ শিব ভগবানুবাচ' বলা হয়। প্রতিটি মানুষেরই তাদের নিজেদের জীবন কাহিনী ভিন্ন-ভিন্ন। একের সাথে অন্যের (হুবহু) কোনও মিল নেই। তাই যে কেউ আসুক না কেন, শুরুতে এই কথাগুলি বোঝাতে হবে। মূল এই কথাটিকেই বোঝাতে হবে - পরমপিতা পরমাত্মার অক্যুপেশন (কর্ম-কর্তব্য) গুলি কি কি আর বাচ্চাদের কি কি। উনি হলেন হেভেনলী গড-ফাদার আর ওনার বাচ্চারা হলো হেভেনলী প্রিন্স! এটা একেবারে ক্লিয়ারলি বোঝাতে হবে। মুখ্য হলো

গীতা, তার আধারেই অন্যান্য শাস্ত্র রচিত হয়েছে। সর্বশাস্ত্রের শিরোমনি হলো গীতা। সর্ব-শাস্ত্রের মা 'শিরোমনি ভগবৎ গীতা'। লোকেরা জানতে চায়, তোমরা বি.কে.-রা কি শাস্ত্র, বেদ ইত্যাদিকে মানো? আরে, প্রত্যেকেই তো নিজের ধর্মের শাস্ত্রকে মানবে। কিন্তু তাই বলে সব ধর্মের শাস্ত্রকে তো আর মানবে না। হ্যাঁ, সকল শাস্ত্র আছে ঠিকই। কিন্তু শাস্ত্রের জ্ঞানের চাইতে মুখ্য বিষয় হলো বাবাকে চেনা-জানা। যার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। উত্তরাধিকার শাস্ত্রের থেকে পাওয়া যাবে না। উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে বাবার থেকে। বাবা যে নলেজ দেন, যে অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন, তার পুস্তক বানানো হয়েছে। সবার আগে তো গীতার প্রসঙ্গ ওঠাতে হবে।

গীতার ভগবান কে? সেখানেই রাজযোগের কথা এসে যায়। রাজযোগ অবশ্যই নতুন দুনিয়ার জন্যই হবে। ভগবান এসে পতিত তো বানাবেন না। তিনি তো সবাইকে পবিত্র মহারাজা বানাবেন। সবার আগে বাবার পরিচয় দাও আর এটা লেখাও - 'অবশ্যই, আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত যে, ইনি হলেন আমাদের বাবা।' প্রথমে বোঝাতে হবে যে - 'শিবায় নমঃ, তুমি মাতা-পিতা... এইসকল মহিমাও হল সেই বাবার-ই।' ভগবানকে ভক্তির ফলও এখানেই এসে দিতে হয়। ভক্তির ফল কোনটি, এটা তোমরা বুঝে গেছো। যে অনেক ভক্তি করেছে, সে-ই ফল প্রাপ্ত করবে। এইসব কথা কোনো শাস্ত্রে নেই। তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে সবাই জানো। বোঝানো হয় যে - তোমাদের অসীমের (পারলৌকিক) মাতা-পিতা হলেন তিনি। জগত অশ্বা, জগত পিতাও গাওয়া হয়ে থাকে। আদম আর ইভ কে তো 'মানুষ' বলে মনে করে। ইভ-কে 'মা' বলে দেয়। রাইট ওয়ে-তে (সঠিক পদ্ধতিতে) ইভ কে? এটা কেউ জানে না। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। হ্যাঁ, কেউ ঝট করে তো বুঝতে পারবে না। পড়াশোনা করতে সময় লাগে। পড়াশোনা করে ব্যারিষ্টার হয়ে যায়। এইম্ অবজেক্ট অবশ্যই আছে, দেবতা হতে হবে, তাই সবার আগে বাবার পরিচয় দিতে হবে। গাইতেও থাকে - তুমি মাতা-পিতা... আবার এটাও বলে যে - হে পতিত-পাবন এসো। তো পতিত দুনিয়া আর পাবন দুনিয়া কাকে বলা যায়, কলিযুগ কি এখনও ৪০ হাজার বছর চলবে? আচ্ছা, যদিও পবিত্র করেন সেই এক বাবা, তাই না। হেভেনের স্থাপন কর্তা হলেন গড় ফাদার। শ্রীকৃষ্ণ তো হতে পারে না, সে তো হেভেনের উত্তরাধিকার গ্রহণ করে। শ্রীকৃষ্ণ হল হেভেনের প্রিন্স আর শিববাবা হলেন হেভেনের ক্রিয়েটর। শ্রীকৃষ্ণ হল ক্রিয়েশন, ফার্স্ট প্রিন্স। এটাও ক্লিয়ার করে বড়-বড় অক্ষরে লিখতে হবে, তাহলে তোমাদের বোঝাতে সহজ হবে। রচয়িতা আর রচনার বিষয়ে তারা বুঝতে পারবে। ক্রিয়েটর-ই হলেন নলেজফুল। তিনিই রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তিনি কোনো রাজা নন, তিনি রাজযোগ শিখিয়ে রাজাদেরও রাজা বানাচ্ছেন। ভগবান রাজযোগ শিখিয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ রাজপদ পেয়েছেন আবার হারিয়েছেন, পুনরায় তাকেই আবার প্রাপ্ত করতে হবে। চিত্র দেখিয়ে খুব ভালোভাবে বোঝানো যেতে পারে। বাবার অক্যুপেশন অবশ্যই জানাতে হবে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম দেওয়ার কারণে ভারত কড়িতুল্য হয়ে গেছে। শিববাবাকে জানার ফলে ভারত পুনরায় হিরেতুল্য হয়ে উঠছে। কিন্তু সেটা তখনই সম্ভব, যখন বুদ্ধিতে বসবে যে - ইনি হলেন আমাদের বাবা। বাবা-ই সর্বপ্রথম নতুন স্বর্গের দুনিয়া রচনা করেন। এখন তো হল পুরানো দুনিয়া। গীতাতে রাজযোগের উল্লেখ আছে। বিদেশীরাও রাজযোগ শিখতে চায়। গীতা থেকেই শিখেছে। এখন তোমরা জেনে গেছো, চেষ্টা করছো অন্যদেরকেও বোঝানোর, যে - ফাদার কে? তিনি সর্বব্যাপী নন। যদি সর্বব্যাপী হন, তাহলে রাজযোগ কিভাবে শেখাবেন? এই মিস্টেক (ভুল)- এর উপর খুব চিন্তন করতে হবে। যারা সেবাতে তৎপর থাকবে তাদেরই এই চিন্তন চলবে। ধারণাও তখন হবে যখন বাবার শ্রীমতে চলবে, অশরীরী ভব, মন্মনা ভব হয়ে থাকবে, পতিব্রতা বা পিতাব্রতা হবে অথবা সুপুত্র বাচ্চা হবে। বাবা আদেশ করছেন - স্মরণ করার সময়সীমা বৃদ্ধি করতে থকো। দেহ-অভিমাণে আসার কারণে তোমরা স্মরণ করতে পারো না আর বুদ্ধিও পবিত্র হয় না। বাঘিনীর দুধের জন্য সোনার পাত্র চাই। এক্ষেত্রেও পিতাব্রতা পাত্র চাই। অব্যভিচারী পিতাব্রতা খুব কম সংখ্যকই আছে। কেউ তো আবার কিছুই জানে না। যেন ছোটো বাচ্চা। যদিও এখানে বসে আছে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না। যেরকম, বাচ্চাদের ছোটোবেলাতেই বিবাহ দিয়ে দেয়। কোলে বাচ্চা নিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়। একে-অপরের বন্ধু হয়। অনেক প্রেম থাকলে তো শীঘ্রই বিয়ে-শাদী দিয়ে দেয়, তো এটাও এইরকম। বিয়ে করেছে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। আমরা মাম্মা-বাবার হয়েছি, তাঁর থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। কিছুই জানে না। আশ্চর্যের বিষয়, তাই না। ৫-৬ বছর বাবার কাছে থেকেও বাবাকে অথবা পতিকে ত্যাগ করে চলে যায়। মায়া অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করে।

তো সর্ব প্রথমে শোনাতে হবে - শিবায় নমঃ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরেরও রচয়িতা হলেন ইনি। জ্ঞানের সাগর হলেন এই শিব। তো এখন কি করা উচিত? ত্রিমূর্তির পাশে যে ফাঁকা জায়গা আছে, সেখানে লিখতে হবে যে শিববাবা আর শ্রীকৃষ্ণ দুজনের অক্যুপেশনই হল আলাদা। প্রথম কথা, এটা যখন বোঝাবে, তখন এদের ভাগ্য খুলবে। এই পড়াশোনা হল ভবিষ্যতের জন্য। এইরকম পড়া অন্য কোথাও হয় না। শাস্ত্র পড়ে এই অনুভব হতে পারে না। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা সত্যযুগ আদির জন্য পড়াশোনা করছি। পড়াশোনা কম্পিউট হলে আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা হবে। তারপর সেখানে গিয়ে

রাজ্য করবে। যারা গীতা পাঠ করে শোনায়, তারা এইসব কথা বোঝাতে পারবে না। প্রথমে তো বাবাকে জানতে হবে। বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। বাবা-ই হলেন ত্রিকালদর্শী, দুনিয়াতে আর কোনও মানুষ ত্রিকালদর্শী হতে পারে না। বাস্তবে যারা পূজ্য ছিল, তারাই পুনরায় পূজারী হয়। ভক্তিও তোমরাই করেছো, এটা আর কেউ জানেনা। যারা ভক্তি করেছিল, তারাই প্রথম নম্বরে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীতে আসে। এরাই আবার পূজ্য হয়। প্রথম নম্বরের পূজ্যই আবার প্রথম নম্বরের পূজারী হয়, পুনরায় পূজ্য হবে। ভক্তির ফলও প্রথমে তারাই প্রাপ্ত করে। ব্রাহ্মণই পড়াশোনা করে দেবতা হয় - এটা কোথাও লেখা নেই। এটা তো বোঝা গেছে যে ভীষ্ম পিতামহ প্রমুখদের প্রতি জ্ঞান বাণ চালানকারী অন্য কেউ আছে। এটা তো অবশ্যই বুঝতে পারে যে কোনো শক্তি নিশ্চই আছে। এখনও বলতে থাকে যে এমন কোনও শক্তি আছে যেটা এদেরকে শেখাচ্ছে।

বাবা দেখছেন - এইসব হল আমার বাচ্চা। এই চোখ দিয়েই দেখবেন। যেরকম পিন্ডি (শ্রদ্ধা) খাওয়ায়, তো আত্মা আসে আর দেখে - এ হল অমুক। খেলে তো চোখ ইত্যাদি তার মতো হয়ে যাবে। টেম্পরারী লোন নেয়। এইসব ভারতেই হয়। প্রাচীন ভারতে সর্ব প্রথমে রাধা-কৃষ্ণ আসবে। যারা তাদেরকে জন্ম দেবেন, তাদেরকে শ্রেষ্ঠ বলে গণনা করা হবে না। তারা তো কম নম্বরে পাশ হয়েছেন তাই না। মহিমা শুরু হয় শ্রীকৃষ্ণের থেকে। রাধা-কৃষ্ণ দুজন আলাদা আলাদা রাজধানীতে আসে। তাদের মা-বাবার থেকে বাচ্চার নাম অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করবে। কতোই না ওয়ান্ডারফুল বিষয়। গুপ্ত খুশী থাকে। বাবা বলছেন - আমি সাধারণ তনে (শরীরে) আসি। এতো মাতাদেরকে দেখাশোনা করতে হবে এইজন্য সাধারণ শরীর ধারণ করেছি, যার দ্বারা খরচা চলতে থাকে। এটা হল শিব বাবার ভাণ্ডার। ভোলা ভাণ্ডারী, অবিনাশী জ্ঞান রত্নেরও আছে আবার অ্যাডাপ্টেড (দতক নেওয়া) বাচ্চারাও আছে, তাদেরকেও দেখাশোনা করতে হয়। এটা তো বাচ্চারাই জানে।

প্রথমে যখন শুরু করবে তখন বলো - শিব ভগবানুবাচ - তিনি হলেন সকলের রচয়িতা পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান সাগর, গড় ফাদার কিভাবে বলে থাকে? লেখা এমনই ক্লিয়ার হবে যেটা পড়লে ভালোভাবে বুদ্ধিতে ধারণ হয়ে যাবে। কারো কারো তো দুই তিন বর্ষ লেগে যায় বুঝতে। ভগবানকে এসে ভক্তির ফল দিতে হয়। ব্রহ্মার দ্বারা বাবা যজ্ঞ রচনা করেছেন। ব্রাহ্মণদেরকে পড়িয়েছেন, ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা বানিয়েছেন। পুনরায় নিচে আসতেই হবে। বড়ই সুন্দর বোঝানো। প্রথমে এটা প্রমাণ করে বলতে হবে যে - শ্রীকৃষ্ণ হলেন হেবেনলি প্রিন্স, হেবেনলি গড় ফাদার নন। সর্বব্যাপীর জ্ঞানের দ্বারা একদমই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। যিনি বাদশাহী দিয়েছেন, তাঁকেই ভুলে গেছে। প্রত্যেক কল্পে বাবা রাজ্য প্রদান করেন আর আমরা পুনরায় বাবাকে ভুলে যাই। বড়ই ওয়ান্ডার লাগে। সারাদিন খুশীতে নাচতে হবে। বাবা আমাকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অব্যভিচারী পিতারতা হয়ে থাকতে হবে। স্মরণ করার সময়সীমা বৃদ্ধি করে বুদ্ধিকে পবিত্র বানাতে হবে।

২) যুক্তিযুক্ত ভাবে বাবার পরিচয় দেওয়ার বিধি বের করতে হবে। বিচার সাগর মন্বন করে 'অল্ফ'-কে প্রমাণ (সিদ্ধ) করতে হবে। নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে সেবা করতে হবে।

বরদানঃ:- স্ব-পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের নিমিত্ত হয়ে শ্রেষ্ঠ সেবাধারী ভব
তোমরা বাচ্চারা স্ব-পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন করার কন্ট্রাক্ট নিয়েছো। স্ব-পরিবর্তনই হলো বিশ্ব পরিবর্তনের আধার। স্ব-পরিবর্তন না করে কোনো আত্মার প্রতি যতই পরিশ্রম করো না কেন, পরিবর্তন হবে না। কারণ বর্তমান সময়ে কেবল শুনে পরিবর্তন হয় না, দেখে পরিবর্তন হয়। বন্ধনে জড়ানোর জন্য যদি কেউ আসে, তোমাদের জীবনে পরিবর্তন দেখে সে-ও বদলে যাবে। সুতরাং, করে দেখাও, পরিবর্তন হয়ে দেখানোই হলো শ্রেষ্ঠ সেবাধারী হওয়া।

স্লোগানঃ:- সময়, সংকল্প আর বাণীর এনার্জিকে ওয়েস্ট (ব্যর্থ) থেকে বেস্ট - এ পরিবর্তন করে দাও তাহলে শক্তিশালী হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"করনহার এবং 'করাবনহার' এর স্মৃতির দ্বারা কর্মাভীত স্থিতির অনুভব"

আজ কল্যাণকারী বাবা নিজের সাথী কল্যাণকারী বাচ্চাদের দেখছেন। সব বাচ্চা খুবই একাগ্রতার সাথে, ভালোবাসার সাথে বিশ্ব কল্যাণের কার্যে নিয়োজিত রয়েছে। এমন সাথীদের দেখে বাপদাদা সদা বাঃ সাথী বাচ্চার বাঃ! এই গীত গাইতে থাকেন। তোমরাও সবাই বাঃ বাঃ এর গীত গেয়ে থাকো, তাই না? আজ বাপদাদা চতুর্দিকের সেবার গতি দেখলেন। সেইসঙ্গে স্ব-পুরুষার্থেরও গতি দেখেছেন। তাহলে, সেবা আর স্ব-পুরুষার্থ দুইয়ের গতিতে তিনি কী দেখে থাকবেন? জানো তোমরা? সেবার গতি তীর নাকি স্ব-পুরুষার্থের গতি তীর? কোনটা? দুইয়ের ব্যালেন্স আছে? নেই? তাহলে, বিশ্ব পরিবর্তনের আলো এবং প্রকৃতি রেসিং কবে পাবে? কেননা, ব্যালেন্সের দ্বারা তোমাদের সকলের যে রেসিং প্রাপ্ত হয়ে থাকে তা অন্যদের প্রাপ্ত হবে। সুতরাং প্রভেদ কেন? তোমাদের কী বলা হয়ে থাকে - কর্মযোগী, নাকি শুধু যোগী? কর্মযোগী তো না! এটা নিশ্চিত, তাই না? তাহলে, সেবাও তো কর্ম! তোমরা যখন কর্ম করো, বলা কিংবা দৃষ্টি দাও, কোর্স করাও, মিউজিয়াম এর ব্যাপারে বোঝাও, সেই সব শ্রেষ্ঠ কর্ম অর্থাৎ সেবা। সুতরাং কর্মযোগী অর্থাৎ কর্মের সময়ও যোগের ব্যালেন্স। কিন্তু তোমরা নিজেরাই বলছ যে ব্যালেন্স কম হয়ে যায়। এর কারণ কী? খুব ভালো ভাবেই তোমরা জানো, নতুন বিষয় নয়। খুব পুরানো বিষয়। বাপদাদা দেখেছেন যে, সেবা এবং কর্ম ও স্ব-পুরুষার্থ অর্থাৎ যোগযুক্ত। তো দুইয়ের ব্যালেন্স রাখার জন্য একটাই বিশেষ শব্দ স্মরণে রাখো - সেটা কোনটা? বাবা 'করাবনহার' (করানোর মালিক) আর আমি আত্মা (আমি অমুক নই), আত্মা 'করনহার'। তো 'করন-করাবনহার', এই এক শব্দ তোমাদের ব্যালেন্স খুব সহজ করে দেবে। স্ব-পুরুষার্থের ব্যালেন্স কিংবা গতি কখনো যে কম হয়, তার কারণ কী? করনহারের পরিবর্তে নিজেকে 'করাবনহার' মনে করে নাও। আমি করছি, যে মায়াই হোক যে রকমেই আসে তার গেট কোনটা? মায়ার সবচাইতে ভালো আর সহজ গেট তো জানোই তোমরা - 'আমি'। তো এই গেট এখনো সম্পূর্ণ বন্ধ করনি তোমরা। এমনভাবে বন্ধ করো যা মায়া সহজেই খুলে নেয় আর এসে যায়। যদি 'করনহার' হই তবে যিনি করানোর তিনি অবশ্যই স্মরণ থাকবেন। করছি, কিন্তু বাবা করাচ্ছেন যিনি করানোর মালিক।

'করাবনহার' ব্যতীত 'করনহার' হতে পারো না। ডবল রূপে 'করাবনহারের' স্মৃতি থাকা উচিত। এক তো বাবা 'করাবনহার' আর দ্বিতীয়তঃ, আমি আত্মাও এই সকল কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করিয়ে থাকি। এতে কী হবে, কর্ম করলেও কর্মের ভালো বা মন্দের প্রভাবে প্রভাবিত হবে না। একেই বলে - কর্মাভীত অবস্থা।

তোমাদের সকলের লক্ষ্য কী? কর্মাভীত হতে চাও তো না! নাকি অল্প অল্প কর্মবন্ধন যদি থাকে তো কোনো ক্ষতি নেই! থাকা উচিত কি উচিত না? কর্মাভীত হতে চাও? বাবার প্রতি ভালোবাসার লক্ষণ হলো - কর্মাভীত হওয়া। সুতরাং 'করাবনহার' হয়ে কর্ম করো, করাও, কর্মেন্দ্রিয়সমূহ তোমাদের দিয়ে যেন না করায়, বরং তোমরা কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা করাও। একদম নিজেকে স্বতন্ত্র মনে করে কর্ম করিও - এই কন্সাসনেস যেন ইমার্জ রূপে থাকে। মর্জ রূপে নয়। মর্জ রূপে কখনো 'করাবনহার'-এর পরিবর্তে সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়ার অর্থাৎ মনের, বুদ্ধির, সংস্কারের বশ হয়ে যাও তোমরা। কারণ? আমি 'করাবনহার' আত্মা, আমি মালিক, বিশেষ আত্মা, মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মা, এই স্মৃতি মালিকভাবের পুনরুদ্ধার করে। নয়তো, কখনো মন তোমাদের চালনা করে আর কখনো তোমরা মনকে চালনা করো। সেইজন্য মন্বনাভব-র স্থিতি সদা ন্যাচারাল থাকে না। সম্পূর্ণভাবে আমি আলাদা, আর শুধু আলাদা নই বরং আমি মালিক, বাবাকে যখন স্মরণ করি তখন আমি বালক, আর আমি আত্মা যখন করাই তখন আমি মালিক। এখন এই অভ্যাসে অ্যাটেনশন কম। সেবাতে তোমরা খুব ভালো ভাবে নিয়োজিত রয়েছ, কিন্তু তোমাদের লক্ষ্য কী? সেবাধারী হওয়ার নাকি কর্মাভীত হওয়ার? নাকি দুটোই একসাথে হবে? এই অভ্যাস পাকা হয়েছে? এখনই এখনই অল্প সময়ের জন্য এই অভ্যাস করতে পারবে? পৃথক হতে পারবে? নাকি এমন অ্যাটাচড হয়ে গেছ যে ডিটাচ হওয়ার জন্য সময় চাই। কত সময়ে পৃথক হতে পারবে? ৫ মিনিট চাই, এক মিনিট চাই নাকি এক সেকেন্ড চাই? এক সেকেন্ডে হতে পারবে?

পাণ্ডব এক সেকেন্ডে সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারবে? আত্মা মালিক আলাদা আর সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়-কর্মচারী

আলাদা, এই অভ্যাস যখনই চাইবে তখনই হওয়া উচিত। আত্মা, এখনই এই মুহূর্তে এক সেকেন্ডের মধ্যে স্বতন্ত্র এবং

বাবার প্রিয় হয়ে যাও। পাওয়ারফুল অভ্যাস করো শুধু - আমি স্বতন্ত্রই। এই সমূহ কর্মেন্দ্রিয় আমার সাথী, কর্মের সাথী কিন্তু আমি স্বতন্ত্র হয়েও প্রিয়। এখন এক সেকেন্ডে আবার অভ্যাস করো। (ড্রিল) সহজ লাগে নাকি কঠিন? যদি সহজ হয় তো সারাদিনে কর্মের সময় এই স্মৃতি ইমার্জ করো, তবেই সহজভাবে কর্মাজীত স্থিতির অনুভব করতে পারবে। কেননা, সেবা অথবা কর্ম ছাড়তে পারো কী? ছাড়বে কী? করতেই হবে। তপস্যায় বসা এও তো কর্ম। সুতরাং কর্ম ব্যতীত অথবা সেবা ব্যতীত তোমরা থাকতে পারো না। আর থাকতেও হবে না। কারণ সময় কম আর সেবা এখনও অনেক আছে। সেবার রূপরেখা পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এখনো কোনো কোনো আত্মার অনুযোগ থেকে গেছে। সেইজন্য সেবা আর স্ব-পুরুষার্থ উভয়তঃ ব্যালেন্স রাখো। এমন নয় যে, সেবাতে বিজি ছিলাম তো না সেইজন্য স্ব-পুরুষার্থ কম হয়ে গেছে। না। সেবাতে আরোই স্ব-পুরুষার্থের অ্যাটেনশন বেশি প্রয়োজন। কেননা, সেবাতে বহু রকমে মায়ার আসার মার্জিন থেকে যায়। নামে সেবা কিন্তু থাকে স্বার্থ। নিজেকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু এগিয়ে যেতে গিয়ে ব্যালেন্স ভুলো না। কারণ সেবাতেই স্বভাব, সম্বন্ধের বিস্তার হয় এবং মায়া চাম্পও নেয়। সামান্য একটু ব্যালেন্স কম হলো আর মায়া নতুন নতুন রূপ ধারণ করে নেয়, পুরানো রূপে আসবে না। নতুন নতুন রূপে, নতুন নতুন পরিস্থিতির রূপে, সম্পর্কের রূপে আসে। সুতরাং, সেবা ছাড়িয়ে বাপদাদা যদি আলাদাভাবে বসিয়ে দেন, এক মাস বসান কি ১৫ দিন বসান তবে কী কর্মাজীত হয়ে যাবে? এক মাস দিলেন যে কিছু ক'রো না, শুধু বসে থাকো, তপস্যা করো, খাবারও শুধু একবার বানাও। তখন কী কর্মাজীত হয়ে যাবে? হবে না?

যদি ব্যালেন্সের অভ্যাস না থাকে তবে যতই করো এক মাস কি ! দুমাসও যদি বসে যাও তবুও মন বসবে না, তন বসে যাবে। কিন্তু বসাতে হবে মনকে, না শুধু তনকে। তনের সাথে মনকে বসাতে হবে, ব্যাস বসে যাবে - বাবা আর আমি দ্বিতীয় আর কেউ নয়। তো এক মাস এই রকম তপস্যা করতে পারো, নাকি সেবা মনে আসবে? বাপদাদা বা ড্রামা দেখাতেই থাকে যে, দিন-দিন সেবা বর্ধিত হওয়ারই আছে, তাহলে বসে যাবে কীভাবে? যে সেবা এক বছর আগে ছিল আর এই বছর যে সেবা করেছে তা' বেড়েছে নাকি কম হয়ে গেছে? বেড়ে গেছে, গেছে তো না! না চাইতেও সেবার বন্ধনে বাঁধা হয়ে আছে, কিন্তু ব্যালেন্স দ্বারা সেবার বন্ধন, বন্ধন নয় সম্বন্ধ হবে। যেমন, লৌকিক সম্বন্ধে তোমরা মনে করো, এক কর্মবন্ধন, আরেক হলো সেবার সম্বন্ধ। তাহলে বন্ধনের অনুভব হবে না, সেবার সুইট সম্বন্ধ থাকবে। তবে কী অ্যাটেনশন দেবে? সেবা আর স্ব-পুরুষার্থের ব্যালেন্স। সেবাতে সীমা পার করে যেয়ো না। শুধু আমাকেই করতে হবে, আমিই করতে পারি, না। যিনি করানোর তিনি করাচ্ছেন, আমি নিমিত্ত 'করনহার'। তাহলে, দায়িত্ব থাকলেও ক্লান্তি কম হবে। অনেক বাচ্চা বলে থাকে - অনেক সেবা করেছি তো না, সেইজন্য ক্লান্ত হয়ে গেছি, মাথা ভারী হয়ে গেছে। তো মাথা ভারী হবে না। বরং 'করাবনহার' বাবা আরোই খুব ভালো মাসাজ করবেন। আর মাথা আরোই ফ্রেশ হয়ে যাবে। পরিশ্রম হবে না, এক্সট্রা এনার্জি আসবে। যখন সায়েন্সের ওষুধে শরীরে এনার্জি আসতে পারে, তাহলে কি বাবার স্মরণে আত্মাতে এনার্জি আসতে পারে না? এছাড়া, আত্মাতে এনার্জি যদি আসে তো শরীরে তার প্রভাব অটোমেটিক্যালি পড়ে। তোমরা অনুভাবীও, কখনো কখনো তো অনুভব হয়। তারপর চলতে চলতে লাইন বদল হয়ে যায়। আর তোমরা জানতেও পারো না। যখন উৎসাহ হারিয়ে যায়, ক্লান্তি বা মাথা ভারী হয়ে যায়, তারপরই বোধ আর বুদ্ধি আসে, কী হয়েছে, কেন হয়েছে! কিন্তু শুধু একটা শব্দ 'করনহার' ও 'করাবনহার' স্মরণ করো, কঠিন নাকি সহজ? বলো "হাঁ জী"। আচ্ছা।

এখন ৯ লাখ প্রজা তৈরী করেছে? বিদেশে কতজন হয়েছে? ৯ লাখ হয়েছে? আর ভারতে হয়েছে? তৈরী হয়নি। তো তোমরাই সমাপ্তির কাঁটা সামনে এগোতে দিচ্ছে না। ব্যালেন্স রাখো। ডায়মন্ড জুবিলী না? তাহলে খুব সেবা করো, কিন্তু ব্যালেন্স রেখে সেবা করো, তাহলে দ্রুত প্রজা তৈরী হয়ে যাবে। টাইম লাগবে না। প্রকৃতিও এখন খুব ক্লান্ত, আত্মারাও নিরাশ হয়ে গেছে। আর যখন নিরাশ হয় তখন কাকে স্মরণ করে? ভগবান, বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় জানা না থাকার কারণে তোমাদেরকে, অর্থাৎ দেবী দেবতাদেরকে বেশী করে স্মরণ করতে থাকে। তো নিরাশ আত্মাদের ডাক তোমরা শুনতে পাচ্ছে না? শুনতে পাচ্ছে নাকি নিজের মধ্যেই এখনও ডুবে রয়েছে? মার্সিফুল না তোমরা? বাবাকেও কি বলা হয়? মার্সিফুল। অন্য সব ধর্মের লোকেরা অবশ্যই মার্সি প্রার্থনা করবে, সুখের প্রার্থনা নয়, বরং মার্সি সকলের চাই। তাহলে কে সেটা দেবে? তোমরাই তো দেবে তাই না? নাকি নেবে? নিয়ে তারপর দেবে। দাতার বাচ্চা তো তোমরা! নিজেদের ভাই বোনেদের উপরে ক্ষমাশীল হও আর ক্ষমাশীল হয়ে সেবা করলে তাতে নিমিত্ত ভাব স্বভাবতঃই থাকবে। যে যত খারাপই হোক না কেন, কিন্তু তুমি যদি তার প্রতি ক্ষমাশীল হও, তবে তার প্রতি কখনোই তোমার ঘৃণা কিম্বা ঈর্ষা বা ক্রোধের ভাবনা আসবে না। দয়ার ভাবনা সহজেই নিমিত্ত ভাবকে ইমার্জ করে দেয়। স্বার্থ কেন্দ্রিক দয়া নয়, সত্যিকারের দয়া। স্বার্থ কেন্দ্রিক দয়াও হয়ে থাকে। কোনও আত্মার প্রতি যদি মোহ থাকে, আর মনে করছে তার প্রতি দয়া করছে, সেটা হবে স্বার্থ কেন্দ্রিক দয়া। সত্যিকারের দয়া নয়, সত্যিকারের দয়াতে কোনো মোহ

থাকে না, কোনো জাগতিক ভাব নেই, আত্মা - আত্মার প্রতি দয়া করছে। দেহ অভিমান বা দেহের কোনো কোনো প্রকারের আকর্ষণের নামটুকুও থাকবে না। কারো আকর্ষণ বডি-তে থাকে আবার কারো আকর্ষণ গুণের প্রতিও থাকে, বিশেষত্বের প্রতিও থাকে। কিন্তু বিশেষত্ব বা গুণ প্রদানকারী কে? আত্মা যত বড়ই হোক না কেন কিন্তু সে নিয়ে থাকে বাবার থেকেই (লেবতা সে) তার নিজের নেই, বাবা দিয়েছেন। তবে তা বাবার থেকেই নেবো না কেন? সেইজন্য বলা হয় স্বার্থ কেন্দ্রিক দয়া নয়। কোনো কোনো বাচ্চা আবার মেকি ভানও করে, রয়েছে স্বার্থ কেন্দ্রিক দয়া অথচ মুখে বলবে আমার খুব দয়া হলো। আর কিছু তো না, একটু না হয় দয়াই করলাম। কিন্তু চেক করো - নিঃস্বার্থ দয়া রয়েছে? নাকি স্বার্থ কেন্দ্রিক দয়া? কোনো অল্পকালের প্রাপ্তির কারণে দয়া না তো? তারপরে বলবে, খুব ভালো আত্মা, খুবই ভালো, সেইজন্য একটু...

এতটুকুর জন্যও নয়। কর্মাতীত যদি হতে হয়, তবে এই যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যেগুলো বডি-কনশাসে নিয়ে যায়। সে খুব ভালো। কিন্তু তাকে ভালো বানিয়েছে কে? তার ভালোটাকে অবশ্যই ধারণ করো কিন্তু তাতে প্রভাবিত হয়ে যেও না। স্ব কিছুর থেকে পৃথক আর বাবার প্রিয়। যে বাবার প্রিয় হয়, সে সর্বদা সেফ থাকে। বুঝেছো?

সেবার বুদ্ধি যদি ঘটতে চাও, আর বুদ্ধি তো করতেই হবে, তবেই তো স্থাপনাকেও নিকটে আনতে পারবে? নাকি না? কে নিকটে আনবে? বাবা আনবেন? তোমরা সকলে আনবে। বাব র সার্থী তো তোমর না? বাবা একাও কিছু করতে পারেন না, বাচ্চাদেরকে ছাড়া। দেখো, বাবাকে যদি কিছু বোঝাতেও হয়, তবে তার জন্য শরীরের সাহায্য নিতে হয়। শরীরের সাহায্য ছাড়া কথা বলবেন কীভাবে? যদি পুরানো গাড়িও হয়, সেটাও চলবে, কারণ তার আধার নিতে হবে। আধার ছাড়া কথা বলতে পারবেন না। ব্রহ্মা বাবার সাহায্য নিয়েছেন না, তবেই তো তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছে। ব্রহ্মাকুমার বলতে পারছে নিজেদেরকে, শিব কুমার বলো না, কারণ নিরাকার বাবাকে সাকারের আধার নিতেই হয়। যেমন সাকার ব্রহ্মার আধার নিয়েছেন, এখনও ব্রহ্মার অব্যক্ত ফরিস্তা রূপের আধার না নিয়ে তোমাদেরকে প্রতিপালন করতে পারেন না। সাকার রূপই নিন কিম্বা আকার রূপই নিয়ে থাকুন, কিন্তু আত্মার আধার, সাহায্য তো নিতেই হয়েছে। এমনিতে তো তিনি হলেন অলমাইটি অথরিটি, জাদুকর যদি বিনাশী খেলা সেকেন্ডে দেখাতে পারে, তবে অলমাইটি অথরিটি যেটাই চান সেটা করতে পারেন না? করতে পারেন? এখনই এখনই বিনাশকে নিয়ে আসতে পারেন? একা নিয়ে আসতে পারেন? একা নিয়ে আসতে পারেন না। তিনি অলমাইটি অথরিটি হলেও, তাঁর সার্থী অর্থাৎ তোমাদের সাথে সম্বন্ধে বাঁধা রয়েছেন। তাহলে বাবার তোমাদের প্রতি কতখানি ভালোবাসা রয়েছে! চাইলেই করতে পারেন, কিন্তু করতে পারবেন না। জাদুকারি ঘোরাতে পারেন না কি? কিন্তু বাবা বলেন, রাজ্য অধিকারী কারা হবে? বাবা হবেন কি? তোমরা হবে। স্থাপনাও করতে পারেন, বিনাশও করতে পারেন, কিন্তু রাজত্ব করবে কারা? তোমাদেরকে ছাড়া কাজ হবে? সেইজন্য তোমাদের সবাইকে বাবার কর্মাতীত বানাতেই হবে। কর্মাতীত হতেই হবে নাকি বাবা বলপূর্বক বানাবেন? বাবাকে তো বানাতে হবে আর তোমাদের নিজেদেরকে হতেই হবে। এটাই হল সুইট ড্রামা। ড্রামা ভালো লাগে তো না? নাকি কখনো কখনো বিরক্ত হয়ে যাও যে এটা কেন বানানো হয়েছে? এটা বদলানো উচিত - এই রকম ভাবো নাকি? বাবাও বলেন - ড্রামা আগে থেকেই তৈরী হয়ে রয়েছে, এটাকে বদলানো সম্ভব নয়। রিপিট হবে, কিন্তু বদলাবে না। বাবা উইল করেছেন, সেইজন্য উইল পাওয়ার আছে। তাহলে কোন্ শব্দটিকে স্মরণে রাখবে? 'করন-করাবনহার'। পাচ্ছা ততো? নাকি প্লেনে যেতে যেতে ভুলে যাবে? ভুলও না।

এখন পুনরায় নিজেকে শরীরের বন্ধনের থেকে পৃথক কর্মাতীত স্টেজ, কর্ম করছি, কিন্তু ডিট্যাচ, দেখছি, কথা বলছি কিন্তু ডিট্যাচ। মালিক আর বাবার দ্বারা নিমিত্ত আত্মা আমি, এই স্মৃতিতে পুনরায় মন আর বুদ্ধিকে স্থিত করো। (ড্রিল)

আত্মা।

চতুর্দিকের সর্বদা সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনাতে থাকা সেবাধারী আত্মারা, সদা স্ব পুরুষার্থ আর সেবা দুয়ের ব্যালেন্স রেখে থাকা গ্লিসফুল আত্মারা, সদা নিঃস্বার্থ ক্ষমাশীল হয়ে সকল প্রতি সত্যিকারের দয়া করে থাকা বিশেষ আত্মাদেরকে, সদা সেকেন্ডে কর্মবন্ধন বা অনেক প্রকারের রয়্যাল বন্ধনের থেকে নিজেকে মুক্ত করে থাকা তীর পুরুষার্থী আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- আন্ত্যকারী হয়ে বাবার সহায়তা বা আশীর্বাদের অনুভবকারী সফলতার প্রতিমূর্তি ভব
বাবার আন্ত্য হলো "একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। এক বাবাই হলেন জগৎ সংসার, সেইজন্য হৃদয়ে কেবল

বাবা ছাড়া আর কোনো কিছুই যেন সমাহিত না থাকে। এক মত, এক বল, এক ভরসা... যেখানে সেই এক আছেন, সেখানে সকল কার্যই সফল। তার কাছে যে কোনো পরিস্থিতিকে মপার করা সহজ। আঞ্জা পালনকারী বাচ্চাদের, বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য কঠিন জিনিসও সহজ হয়ে যায়।

স্লোগান:-

নতুন ব্রাহ্মণ জীবনের স্মৃতিতে থাকো তাহলে পুরানো কোনো সংস্কারই ইমার্জ হতে পারবে না।

“মিষ্টি বাচ্চারা - দেহী-অভিমানী হওয়াতেই তোমাদের সেক্ষি (সুরক্ষা) রয়েছে, তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে আধ্যাত্মিক (রুহানি) সার্ভিস করতে লেগে পড়ো, তাহলে দেহ-অভিমান রূপী শত্রু আক্রমণ করবে না”

*প্রশ্ন:- মাথায় বিকর্মের বোঝা থাকলে তার লক্ষণ কেমন হবে? সেই বোঝাকে হাল্কা করার পদ্ধতি বলাও?

*উত্তর:- যতক্ষণ পর্যন্ত বিকর্মের বোঝা রয়েছে, ততক্ষণ জ্ঞানের ধারণা হবে না। এমন সব কর্ম করা হয়েছে, যেগুলো বারবার বাধা দেয়, আগে এগোতে দেয় না। এই বোঝাকে হাল্কা করার জন্য নিদ্রাকে জয় করে নিদ্রাজিৎ হও। রাত্রি জেগে বাবাকে স্মরণ করলে বোঝা হাল্কা হয়ে যাবে।

*গীত:- মাতা ও মাতা তুমিই বিশ্বের ভাগ্য বিধাতা...

ওম্ শান্তি । এটা আসলে জগৎ অস্বাভাবিক মহিমা। কারণ এ হলো নতুন রচনা। একেবারে নতুন রচনা তো কখনো হয় না। পুরাতন থেকে নতুন হয়। মৃত্যুপুরী থেকে অমরপুরীতে যেতে হবে। এটা হলো জীবন-মরণের প্রশ্ন। হয় মৃত্যুপুরীতে মরে গিয়ে বিনাশ হবে, অথবা জীবিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে (জীবন মুক্তি) অমরপুরীতে যাবে। জগতের মাতা অর্থাৎ যিনি জগৎ রচনা করেছেন। বাবা-ই হলেন স্বর্গের রচয়িতা, যিনি ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের রচনা করেন। বাবা বলেন, আমি সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন করি। আমাকে এই সঙ্গমযুগেই আসতে হয়। প্রতিকল্পের সঙ্গমযুগেই তিনি আসেন। ক্লিয়ার ভাবে বোঝাতে হবে। কেবল মানুষ ভুল করে নামটা পাঁলে দিয়েছে। ওরা যখন সর্বব্যাপী-র জ্ঞান শোনায়, তখন ওদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে এই জ্ঞান কে কবে শুনিয়েছে? এইসব কথা কোথায় লেখা আছে? আচ্ছা, গীতার ভগবান কে? তিনি কি এইরকম কথা বলেন? কিন্তু কৃষ্ণ তো দেহধারী। তার পক্ষে সর্বব্যাপী হওয়া সম্ভব নয়। কৃষ্ণের নাম বদলে গেলেই এইসব কথা বাবার জন্যই বলা হবে। কিন্তু বাবাকে তো উত্তরাধিকার দিতে হবে। তিনি বলেন, আমি সূর্যবংশের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য রাজযোগ শেখাই। নাহলে তাকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার কে দিয়েছিল? লেখাও আছে, ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের রচনা হয়েছিল এবং তারপর তাদেরকে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শুনিয়েছিল। যিনি জ্ঞান শোনান, তিনি নিশ্চয়ই বোঝানোর জন্য ছবিও বানিয়েছিলেন। বাস্তবে এইসব ছবির মধ্যে লেখাপড়া করার কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু এইসব কথা সহজভাবে বোঝানোর জন্য এইসব ছবি বানানো হয়েছে। এইসব ছবিগুলো দিয়ে অনেক কাজ হতে পারে। তাই জগৎ অস্বাভাবিক অনেক মহিমা। শিবশক্তিও বলা হয়। শক্তি কার কাছ থেকে পাওয়া যায়? ওয়ার্ল্ড অলমাইটি বাবার কাছ থেকে। তাঁর মহিমা বলার সময়ে ‘ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি’ কথাটির মহিমাও বলতে হবে। অথরিটি মানে সকল শাস্ত্র ইত্যাদির নলেজ, সব তিনি জানেন। তাঁর বোঝানোর অথরিটি রয়েছে। ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয় এবং বলা হয় যে ব্রহ্মার মুখ দ্বারা সকল বেদ-শাস্ত্রের সার কথা বোঝানো হয়। এটাই হল অথরিটি। তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে তিনি সকল বেদ-শাস্ত্রের সারকথা বোঝান। দুনিয়ার মানুষ জানে না যে কাকে ধর্মশাস্ত্র বলা হয়। বলা হয় যে ধর্ম আসলে চারটে। তার মধ্যে মুখ্য ধর্ম একটা, সেটা হল ফাউন্ডেশন। এক্ষেত্রে বোটানিক্যাল গার্ডেনের বটগাছের উদাহরণ দেওয়া হয়। এর ফাউন্ডেশন (মূল) নষ্ট হয়ে গেছে। কেবল শাখা-প্রশাখা দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই উদাহরণ রয়েছে। দুনিয়ায় বৃক্ষ তো অনেক রয়েছে। সত্যযুগেও বৃক্ষ থাকবে, তাই না ! কিন্তু জঙ্গল নয়, বাগান থাকবে। কাজের জিনিসপত্রের জন্য জঙ্গলও থাকবে। কাঠ ইত্যাদি তো চাই, তাই না ! জঙ্গলেও পশু-পক্ষী অনেক থাকে। কিন্তু সেখানে সমস্ত জিনিস ভালো ফলদায়ক হবে। পশু-পক্ষীও হলো শোভা, কিন্তু নোংরা করার মতো হবে না। এই পশু-পক্ষীর সৌন্দর্য্যও তো চাই, তাই না ! যখন সৃষ্টিই হলো সতোপ্রধান তখন সব জিনিসপত্রও সতোপ্রধান হয়। তাহলে বহিস্ত (স্বর্গ) আর কি ! সর্বপ্রথম মুখ্য কথা হলো -- উত্তরাধিকার নিতে হবে। চিত্র তৈরি হতে থাকে, সেখানেও লিখতে হবে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণুর দ্বারা পালনা - এই শব্দগুলি মানুষ বোঝে না যে সেইজন্য বিষ্ণুর দুটি রূপ হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ, পালনকারী। এরা তো বোঝে। কোটি-কোটির মধ্যে কেউই বুঝবে। তারপর এও লিখেছে -- আশ্চর্য্য হয়ে শুনন্তী(শোনে), কথন্তী(বলে)... পুরুষার্থের নম্বরের অনুক্রমে আপন পদ প্রাপ্ত করে। কোথাও না কোথাও এই কথা লেখা রয়েছে। ভগবানবাজ শব্দটিও সঠিক ভগবানের বায়োগ্রাফি যদি বিগড়ে যায় তখন সব শাস্ত্র খন্ডন খন্ডিত হয়ে যায় দেখা যায় বাবদ দিনে দিনে ভালো ভালো বয়স দিতে থাকেন। সর্ব প্রথমে তো নিশ্চয়ই করতে হবে যে ভগবান হলেন জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। চৈতন্য বীজের মধ্যে নলেজ কার হবে ? অবশ্যই বৃক্ষের(ঝাড়) হবে। তাহলে বাবা এসে নলেজ বোঝান ব্রহ্মার দ্বারা। ব্রহ্মাকুমার-কুমারী নাম ভালো। প্রজাপিতা ব্রহ্মার কুমার-কুমারী তো অগণিত রয়েছে। এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো কথা নেই। এত হলো রচনা, তাই না ! বাবা-মাম্মা অথবা তোমরা সকলেই মাতা-পিতা বলে

থাকো। জগদম্বা হলেন সরস্বতী, ব্রহ্মার কন্যা। বাস্তবে ইনি হলেন বি.কে.। কল্প পূর্বেও ব্রহ্মার দ্বারা নতুন সৃষ্টি রচনা করেছিলেন। এখন পুনরায় অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারাই রচনা হবে। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বাবাই বুঝিয়ে থাকেন। সেইজন্য এঁনাকে নলেজ ফুল বলা হয়। বীজে অবশ্যই সম্পূর্ণ বৃক্ষের নলেজ থাকবে। ওঁনার রচনা হলো চৈতন্য মনুষ্য সৃষ্টি। বাবা রাজযোগ শিখিয়ে থাকেন। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা বসে ব্রাহ্মণদের শিখিয়ে থাকেন। যে ব্রাহ্মণ পরে দেবতা হয়। শঙ্কনার সময় মজা তো সকলের আসে। কিন্তু দেহ অভিমানের কারণে ধারণা হয় না। এখান থেকে বাইরে গেলে আর শেষ। অনেক প্রকারের দেহ অভিমান আছে। এতে অনেক মেহনত চাই।

বাবা বলেন - নিদ্রার উপরে বিজয় প্রাপ্তকারী হও। দেহ-অভিমান ত্যাগ করো, দেহী-অভিমानी হও। রাতে জেগে স্মরণ করতে হবে কারণ তোমাদের মাথার উপর জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্মের বোঝা অনেক রয়েছে যা তোমাদেরকে ধারণা করতে দেয় না। এমন কর্ম করে রেখেছে, সেই কারণে দেহী-অভিমानी হয় না। গাল-গল্প অনেক করে, বড় বড় গল্পের চার্ট লিখে পাঠায় যে আমরা ৭৫ শতাংশ সময় স্মরণে থাকি। কিন্তু বাবা বলেন -- ইম্পসিবল (অসম্ভব)। সবথেকে আগে চলেন যিনি, তিনি স্বয়ং বলেন -- কতই না প্রচেষ্টা করি স্মরণ করার কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয়। ফলো করে না সেই জন্য চার্ট পাঠায় না। সত্যিকারের চার্ট লেখা উচিত। বাবাও বলে থাকেন, তাই না! তাহলে বাচ্চাদের ফলো করা উচিত। ফলো করে না, সেইজন্য চার্টও পাঠায় না। পুরুষার্থের জন্য সময় ধার্য করা রয়েছে। এই ধারণা কোনো মাসির বাড়ি (সহজ) নয়। এতে ক্লান্ত হয়ে পড়া চলবে না। কেউ বুঝতে সময় নেয়, আজ নয়তো কাল বুঝে যাবে। বাবা বলে দিয়েছেন যে যারা দেবী-দেবতা ধর্মের হবে, আর অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারা চলে আসবে। একদিন আফ্রিকান ইত্যাদিদেরও কনফারেন্স হবে। ভারত ভূখণ্ডে আসতে থাকবে। আগে কখনো আসতো না। এখন সকল গণমান্যরাই আসতে থাকে। জার্মানীর প্রিন্স ইত্যাদি এই সকলেরা কখনও বাইরে বেরোতো না। নেপালের যিনি রাজা ছিলেন তিনি কখনো রেল দেখেননি, নিজের সীমার বাইরে কোথাও যাওয়ার হুকুম ছিল না, পোপ কখনও বাইরে বেরোয়নি, এখন এসেছেন। আসবে সকলেই কারণ এই ভারত হলো সকল ধর্মাবলম্বীদের কাছে অনেক বড়র থেকেও বড় তীর্থ, সেইজন্য এই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়বে। তোমাদের সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের বলতে হবে, নিমন্ত্রণ করতে হবে। তথাপি জ্ঞান তারাই ওঠাবে যে দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরা কনভার্ট হয়ে গেছে। এরজন্য বোধশক্তি চাই। যদি বোঝে তাহলে শঙ্খধ্বনি অবশ্যই করবে। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, তাই না! আমাদের গীতাই শোনাতে হবে। অত্যন্ত সহজ, অসীম জগতের বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। ওঁনার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া আমাদের অধিকার। সকলের অধিকার রয়েছে নিজের বাপের বাড়ি(মুক্তিধামে) যাওয়ার। মুক্তি-জীবনমুক্তির অধিকার রয়েছে। জীবনমুক্তি সকলেরই প্রাপ্ত হবে। জীবনবন্ধ থেকে মুক্ত হয়ে শান্তিতে যায় তারপর যখন আসে তখন হলো জীবনমুক্ত। কিন্তু সকলেরই তো সত্যযুগে জীবনমুক্তি মেলেনা। সত্যযুগে জীবনমুক্তিতে ছিল দেবী-দেবতারা। পরে যারা আসে কম সুখ, কম দুঃখ পায়। এ হলো হিসেব-নিকেশ। সব থেকে কাঙাল ভারতই হয়েছে, যে ছিল সবচেয়ে উঁচু। বাবাও বলেন - এই দেবী-দেবতা ধর্ম অত্যন্ত সুখ প্রদান করবে। এ হলো পূর্ব-নির্ধারিত, সকলেই নিজের নিজের সময় অনুযায়ী আপন-আপন ভূমিকা পালন করে। হেভেনলি গডফাদারই হেভেন স্থাপন করেন আর কেউ করতে পারে না। ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে অবশ্যই বলা হয়ে থাকে হেভেন(স্বর্গ) ছিল, নতুন দুনিয়া ছিল। ক্রাইস্ট কি কখনো সেখানে থোড়াই আসবে! সে তো নিজের সময়ানুসারেই আসে। তারপর তাকে নিজের ভূমিকা রিপিট করতে হবে। এ'সব বুদ্ধিতে বসলে তখন শ্রীমৎ অনুসারে চলবে। সকলের বুদ্ধি একই রকমের হয় না। শ্রীমতে চলার জন্য হিম্মত চাই। তারপর শিববাবা ভূমি যা থাওয়াও, যা পড়াও..... ব্রহ্মা এবং জগদম্বার দ্বারা। ব্রহ্মার দ্বারাই সবকিছু করবেন, তাই না! তাহলে দুজনেই হলো কস্মাইন্ড। ব্রহ্মার দ্বারাই কর্তব্য করবেন। দুটি শরীর তো একত্রে নেই। বাবা কোনো-কোনো কস্মাইন্ড শরীরও দেখেছেন। সোল(আত্মা) তো দুজনের আলাদা-আলাদা হয়ে গেল। এঁনার মধ্যে বাবা প্রবেশ করেন, উনি হলেন নলেজফুল। তাহলে নলেজ কার মাধ্যমে দেবেন? শ্রীকৃষ্ণের চিত্র তো আলাদা। এখানে তো ব্রহ্মাকে চাই। বাস্তবে ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা কত,এ কোনো অন্ধশ্রদ্ধা তো নয়। অ্যাডপ্টেড চিলড্রেনদের ভগবান পড়ান। কল্প-পূর্বে যারা অ্যাডপ্ট হয়েছিল তারাই এখন থাকে। বাইরে অফিসে তো কেউ বলবে না যে আমরা হলাম বি.কে। এ হয়ে গেল গুপ্ত। শিববাবার সন্তান তো আছেই। এছাড়া রচনা নতুন সৃষ্টিরই করতে হয়। পুরোনোর থেকে নতুন তৈরি হয়। আত্মায় খাদ পড়ার কারণে পুরোনো হয়ে যায়। সোনাতেই খাদ পড়ে তখন আবার অশুদ্ধ হয়ে যায়। আত্মা অশুদ্ধ হলে তখন শরীরও অশুদ্ধ হয়ে যায়, পুনরায় বিশুদ্ধ কিভাবে হবে? অশুদ্ধ জিনিসকে আগুনে পোড়ায়, পবিত্র করার জন্য। তাহলে কত বড় বিনাশ সংঘটিত হয়। এই উৎসবাদিও সব ভারতেরই। এ'সব কাদের আর কবেকার, কেউ জানে না। নলেজ খুব কম তুলতে পারে। পরে যদি রাজত্ব প্রাপ্তও হয়, তাতে কি? সুখ অনেক কম হয়ে গেল, তাই না! দুঃখ তো ধীরে ধীরে শুরু হয়ে যায় সেইজন্য ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। কত নতুন বাচ্চারা তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে। পুরোনোরা অ্যাটেনশন দেয় না। দেহ-অভিমান অনেক আছে, সেবাধারীরাই হৃদয়ে অধিষ্ঠান করবে। বলা হয়ে থাকে, তাই

না ! ভিতরে এক, বাইরে অন্য। ভালো ভালো বাচ্চাদের বাবা অন্তর থেকে ভালবাসবেন। কেউ বাইরে থেকে ভালো, ভিতর খারাপ হয়। কেউ সার্ভিস করে না অঙ্কের লার্সি হয় না। এখন হলো মরা-বাঁচার প্রশ্ন। অমরপুরীতে উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে হবে। জানতে পারা যায়, কে-কে কল্প-পূর্বে পুরুষার্থ করে উচ্চ পদ পেয়েছে, সেসব দেখতে পাওয়া যায়। যতখানি দেহী-অভিমানী হবে ততই সেফটিতে(সুরক্ষিতভাবে) চলতে থাকবে। দেহ-অভিমান পরাজিত করে। বাবা তো বলবেন -- শ্রীমতানুসারে যতখানি রুহানী সার্ভিসে চলতে পারবে ততই ভালো। সকলকে বাবা বুঝিয়ে থাকেন। চিত্রের উপরে বোঝানো অতি সহজ। ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হলো সকলেই, ওই শিববাবা হলেন বড় বাবা। পুনরায় নতুন সৃষ্টি রচনা করেন। গাওয়া হয়ে থাকে -- মানুষ থেকে দেবতা..... শিখ ধর্মাবলম্বীরাও সেই ভগবানের মহিমা করে, গুরু নানকের অক্ষর(বাণী) অত্যন্ত ভালো। জপ করো সাহেবকে(ঈশ্বর), তবেই সুখ পাওয়া যাবে। এ হলো মূলকথা(সারকথা), সত্য-সাহেবকে স্মরণ করলে তখন সুখ পাবে অর্থাৎ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। মান্য তো করো, এক ওঙ্কার.... আত্মাকে কোনো কাল গ্রাস করতে পারে না। আত্মা ময়লা হয় কিন্তু বিনাশ হয় না সেইজন্য অকালমূর্তি বলা হয়ে থাকে। বাবা বোঝান -- আমি হলাম অকাল-মূর্তি, তাহলে আত্মারাও হলো অবিনাশী। হ্যাঁ, এছাড়া পুনর্জন্মে তো আসে। আমরা হলাম একরস(সদা একের স্মরণে স্থির)। পরিস্কারভাবে বলেন -- আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, আমি হলাম রূপ-বসন্তও। সেইজন্য এ'সমস্ত কথা বুঝে নিয়ে বোঝাতে হবে। অঙ্কের লার্সি হতে হবে। জীবনদান করতে হবে। তাহলে কখনও অকালমৃত্যু হবে না। তোমরা কালের উপর বিজয়প্রাপ্ত করো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রীমতানুসারে রুহানী সার্ভিস করতে হবে। অঙ্কের লার্সি হতে হবে। শঙ্খধ্বনি অবশ্যই করতে হবে।

২) দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য স্মরণের চার্ট রাখতে হবে। রাতে জেগে থেকে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হবে। স্মরণে ক্লান্ত হয়ে পড়া উচিত নয়।

বরদানঃ:- সদা নিজের শ্রেষ্ঠ গরিমায় থেকে উদ্বিগ্নতা সমাপ্তকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব
সর্বদা এই বরদান যেন স্মৃতিতে থাকে যে আমরা হলাম নিজেদের শ্রেষ্ঠ গরিমায় থাকা অন্যান্যদের উদ্বিগ্নতা সমাপ্তকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান। দুর্বল নই। শ্রেষ্ঠ গরিমার সিংহাসনে অধীন। যারা অকাল সিংহাসনাধীন হয়, বাবার হৃদয়-সিংহাসনে শ্রেষ্ঠ গরিমায় অবস্থান করে, তারা স্বপ্নেও কখনও উদ্বিগ্ন হতে পারে না। কেউ যতই হয়রান করুক কিন্তু নিজের শ্রেষ্ঠ গরিমাতেই থাকে।

স্লোগানঃ:- সর্বদা নিজের স্বমানে থাকো, তাহলে সকলের মান-সম্মান প্রাপ্ত হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সাবধান (সচেতন) হয়ে পড়ার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী হও, এমন ভেবোনা যে, আমার তো শিববাবার সাথে ডায়রেক্ট কানেকশন আছে, এটা বলাও দেহ-অভিমান"

*প্রশ্ন:- ভারত অবিনাশী তীর্থস্থান -- কিভাবে ?

*উত্তর:- ভারত বাবার বার্থপ্লেস হওয়ার কারণে অবিনাশী খন্ড, এই অবিনাশী খন্ডে সত্য যুগ আর ত্রেতা যুগে চৈতন্য দেবী-দেবতারা রাজত্ব করে, ঐ সময় ভারতকে শিবালয় বলা হয়। তারপর ভক্তি মার্গে জড় প্রতিমা তৈরি করে পূজা করে, শিবালয় ও অনেক নির্মাণ করে সুতরাং ঐ সময় ও তীর্থস্থান থাকে আর তাই ভারতকে অবিনাশী তীর্থ বলা হয়।

*গীত:- রাতের পখিক, হযো না ক্লাস্ত...

ওম্ শান্তি। ও রাতের পখিক ক্লাস্ত হযোনা এই সাবধান বাণী কে করেন? একথা শিববাবা বলেন। কিছু বাচ্চা এমনও আছে যারা মনে করে আমাদের তো শিববাবাই আছেন, যাঁর সাথে আমাদের কানেকশন আছে। কিন্তু উনিও তো ব্রহ্মা মুখ দ্বারাই শোনাবেন তাই না! কেউ কেউ ভাবে শিববাবা আমাদের ডায়রেক্ট প্রেরণা দিচ্ছেন। কিন্তু এমন মনে করা ভুল। শিববাবা তো শিক্ষা অবশ্যই ব্রহ্মা দ্বারাই দেবেন। তোমাদের বুঝিয়ে বলছেন যে বাচ্চারা ক্লাস্ত হয়ে পড়ো না। হলোই বা তোমাদের সাথে শিববাবার কানেকশন। শিববাবাও বলেন মনমনাভব। ব্রহ্মাও বলেন মনমনাভব। সুতরাং ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাও বলে মনমনাভব। কিন্তু সতর্ক করে দেবার জন্য মুখের তো প্রয়োজন, তাই না! কিছু বাচ্চা ভাবে আমাদের তো ওঁনার সাথে কানেকশন আছে। কিন্তু ডায়রেকশন তো ব্রহ্মা দ্বারাই দেবেন, তাই না! যদি ডায়রেকশন ইত্যাদি ডায়রেক্ট (সরাসরি) পাওয়া যায় তবে আর ওঁনার এখানে আসার দরকার কি? এমন এমন বাচ্চা আছে যাদের এই ভাবনা আসে -- শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা বলেন সুতরাং আমার দ্বারাও বলতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্মা ছাড়া তো কানেকশনই হবে না। কেউ ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের প্রতি রুষ্ট হলে এসব কথা বলতে থাকে। যোগ তো শিববাবার সাথে রাখতেই হবে। বাচ্চাদের শিক্ষা প্রদান করতে বাবাকে এই সাবধান বাণী দিতেই হয়। বাবা বুঝিয়ে বলেন তোমরা সময় মতো ক্লাসে আসো না, কে বলেন? শিববাবা আর ব্রহ্মা দাদা দুজনেই বলেন, কেননা দুজনেই একই শরীরে বিরাজ করেন। তাই সাবধান করে অধ্যয়নের প্রতি মনোযোগী হওয়ার কথা বলেন। উচ্চ থেকে উচ্চতর বাবা এসে পড়াচ্ছেন। সর্বপ্রথম মহিমা শিববাবারই করতে হবে। ওঁনার মহিমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অসীম অনন্ত তাঁর মহিমা। ওঁনার মহিমার জন্য অনেক ভালো - ভালো শব্দ আছে কিন্তু বাচ্চারা কখনও কখনও তা ভুলে যায়। বিচার সাগর মন্থন করে শিববাবার সম্পূর্ণ মহিমা লেখা উচিত।

নিউ ম্যান কাকে বলা হবে? প্রকৃতপক্ষে হেভেনলি নতুন মানুষ হলো কৃষ্ণ। কিন্তু এই সময় (সঙ্গমে) ব্রাহ্মণ চটিরই (শীর্ষ স্থান) গায়ন আছে। বাচ্চাদের রচনা করা হয় এবং তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। যদি লক্ষ্মী-নারায়ণকে নতুন মানুষ বলা হয় তবে তাদের শিক্ষা দেবার প্রয়োজন নেই। সুতরাং এখন নতুন মানুষ কে? এটাই বোঝার আর বোঝানোর ব্যাপার। ঐ বাবা হলেন সর্বশক্তিমান, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি। এই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি শব্দটি বাবার মহিমা লেখার সময় ভুলে যায়। ভারতের মহিমাও করা হয় যে, ভারত অবিনাশী তীর্থ, কিভাবে? তীর্থ তো ভক্তি মার্গে হয়। তবে ভারতকে অবিনাশী তীর্থ কিভাবে বলা যেতে পারে? অবিনাশী তীর্থ কিভাবে হয়? সত্য যুগেও কি আমরা একে তীর্থ বলতে পারি? যদি আমরা অবিনাশী তীর্থ লিখে থাকি তবে কিভাবে? পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে যে - হ্যাঁ, সত্যযুগ, ত্রেতাতেও এই ভারত তীর্থ ছিল, দ্বাপর - কলি যুগেও তীর্থ। অবিনাশী বলা হয় যখন চার যুগকেই প্রমাণ স্বরূপ বলতে হবে। তীর্থ ইত্যাদি তো শুরু হয় দ্বাপর থেকে। তারপরও কি আমরা লিখতে পারি যে ভারত অবিনাশী তীর্থ? সত্য, -ত্রেতাতেও তীর্থ, যেখানে চৈতন্য দেবী-দেবতা বাস করত। এখন কলি যুগ হলো জড় তীর্থ। সত্য যুগে হলো চৈতন্য প্রকৃত তীর্থ, যাকে শিবালয় বলা হয়। এসব কথা বাবাই বসে বোঝান। ভারত হলো অবিনাশী খন্ড। বাকি সব বিনাশ হয়ে যাবে। এসব কথা কোনও মানুষই জানেনা। পতিত-পাবন বাবা এখানে আসেন, যাদের পাবন দেবী-দেবতা বানান তারাই ঐ শিবালয়ে থাকে। এখানে তো বদ্রীনাথ, অমরনাথ যেতে হয়। ওখানে (সত্য যুগে) ভারতই তীর্থ। এমনও নয় যে ওখানে শিববাবা আছেন। শিববাবা তো এখন আছেন। সমস্ত মহিমা এ সময়ের জন্য। এটা (ভারত) শিববাবার বার্থপ্লেস। ব্রহ্মারও বার্থপ্লেস। শঙ্করের বার্থপ্লেস বলা হবে না। ওঁনার তো এখানে আসার দরকারই নেই। বিনাশ অর্থে তাকে নিমিত্ত

বানানো হয়েছে। বিষ্ণু আসেন যখন দুই রূপে রাজত্ব করেন, পালন করেন। বিষ্ণুর দুই রূপ যুগল (লক্ষ্মী-নারায়ণ) অর্থে দেখানো হয়েছে। বিষ্ণু রূপেই তাঁর মূর্তি। উনি তো সত্য যুগে আসেন। সুতরাং আমাদের এক বাবারই মহিমা করতে হবে। তিনিই সেভিয়রও (ত্রাণকর্তা)। ওরা তো ধর্ম স্থাপকদেরও সেভিয়র বলে দেয়। ক্রাইস্ট, বুদ্ধ ইত্যাদি যারাই আছে তাদেরও সেভিয়র বলে দেয়। ওরা ভাবে যে তারা শান্তি স্থাপন করতে এসেছে। কিন্তু ওরা শান্তি প্রদান করতে পারে না, কাউকে দুঃখ থেকে মুক্তিও দিতে পারে না। ওরা তো ধর্ম স্থাপনা করতে আসে। ওদের পিছনে অনেক ধর্মের মানুষ আসে। এই সেভিয়ার (ত্রাণকর্তা) শব্দটি সুন্দর। এই শব্দটি অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত। এই চিত্র যখন বিলেতে প্রত্যক্ষ হবে তখন সব ভাষাতেই তা প্রচার হবে। ওরা (ক্রাইস্ট) পোপ ইত্যাদির কত মহিমা করে। প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি কেউ মারা গেলে কত মহিমা করে। যে যত বিখ্যাত মানুষ তার তেমনই মহিমা। কিন্তু এই সময় সবাই এক সমান হয়ে গেছে। ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে দেয়। সব আত্মারা নিজেদেরকে বাবা বলে পিতাকে অপমান করে। এমন তো লৌকিক বাচ্চারাও বলতে পারেনা যে, আমিই বাবা। তবে হ্যাঁ, সে যখন নিজে কিছু ক্রিয়েশন করবে তখন তার বাবা হতে পারবে। এটা সম্ভবপর। এখানে তো সব আত্মাদের পিতা একজনই। আমরা তাঁর পিতা কখনওই হতে পারব না। ওঁনার বাচ্চা ও বলতে পারিনা। হ্যাঁ, এতো জ্ঞানের রমণ যেখানে আমরা বলতে পারি যে শিববাবা আমাদের সন্তান, উত্তরাধিকারী। এসব কথা কদাচিত্ অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ বুঝতে পারবে। শিবকে বালক রূপে উত্তরাধিকারী বানিয়ে তাঁর প্রতি বলিপ্রদত্ত হই। শিববাবার প্রতি বাচ্চারা বলিপ্রদত্ত (সমর্পণ) হয়। এই স্থান পরিবর্তন ও হয়। বর্সা প্রদান করার কত মহত্ব রয়েছে। বাবা বলেন দেহ সহ যা কিছু আছে তার সব কিছুই উত্তরাধিকারী আমাকে বানাও। কিন্তু দেহ-অভিমান ছিল হওয়া মুশকিল। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে তবেই দেহ-অভিমান ছিল হবে। দেহী-অভিমानी হওয়া বড়ো পরিশ্রম। আমরা আত্মা অবিনাশী। আমরা নিজেদের শরীর ভেবে বসে আছি। এখন আবার নিজেকে আত্মা মনে করা - এতেই পরিশ্রম রয়েছে। বড়'র থেকেও বড় রোগের কারণ হলো দেহ - অভিমান। নিজেকে আত্মা মনে করে যে পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে না তার বিকর্ম নাশ হয়না।

বাবা বুঝিয়ে বলেন ভালো করে পড়াশোনা করলে নবাব হতে পারবে। শ্রীমৎ-এ চলতে হবে, নয়তো শ্রী শ্রীর অন্তরে স্থান পাওয়া অসম্ভব। অন্তরে স্থান পেলেই সিংহাসনে বসার অধিকার প্রাপ্ত হবে। অনেক ক্ষমাশীল হতে হবে। মানুষ বড়ো দুঃখী। দেখলে বিত্তবান মনে হবে। দেখ পোপের কত সম্মান। বাবা বলেন আমি কত নিরহঙ্কারী। ওই লোকেরা খোড়াই বলবে আমাকে স্বাগত জানাতে এত খরচ কোর না। বাবা যেখানেই যান প্রথমেই লিখে দেন -- কোনও জাঁকজমক যেন না হয়, স্টেশনেও সবার আসার প্রয়োজন নেই, কেননা আমি হলাম গুপ্ত। কিছুই করার দরকার নেই। কেউ খোড়াই জানে কে ইনি। আরও সবাইকে জানে। শিববাবাকে একদমই জানেনা। সুতরাং গুপ্ত থাকাই শ্রেয়। যত নিরহঙ্কারী হবে ততই ভালো। তোমাদের নলেজই হলো চুপ করে থাকার। বসে শুধু বাবার মহিমা করতে হবে। এ থেকেই বুঝতে পারবে বাবা পতিত-পাবন সর্বশক্তিমান। বাবার থেকেই অবিনাশী বর্সা প্রাপ্তি হয়। এসব বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ বলতে পারবেনা। তোমরা বলবে শিববাবার কাছ থেকে আমরা নতুন দুনিয়ার বর্সা গ্রহণ করছি। চিত্র ও আছে। আমরা এই দেবতাদের মতো তৈরি হচ্ছি। শিববাবা আমাদের ব্রহ্মা দ্বারা বর্সা প্রদান করছেন, সেইজন্য শিববাবার মহিমা করি। এইম - অবজেক্ট একদম ক্লিয়ার। প্রদানকারী উনি। ব্রহ্মা দ্বারা শিক্ষা প্রদান করছেন। চিত্র দিয়ে বোঝাতে হবে। শিবেরও কত চিত্র বানিয়েছে। বাবা এসে পতিত থেকে পাবন বানিয়ে সবাইকে মুক্তি, জীবন-মুক্তিতে নিয়ে যান। চিত্রতেও ক্লিয়ার করে দেখানো হয়েছে, সেইজন্য বাবা জোর দিয়েছেন যে সবাইকে দিতে হবে যাতে তারা অধ্যয়ন করতে পারে। এখান থেকে জিনিস নিয়ে গিয়ে ওখানে ডেকোরেশন করে রাখে। এটা তো খুব ভালো জিনিস। কাপড়ের পর্দা অনেক কাজের। এই চিত্রতেও অনেক কারেকশন হতে থাকে। ত্রাণকর্তা শব্দটিও প্রয়োজনীয়। আর কেউ না সেভিয়র, না পতিত - পাবন। যদিও পবিত্র আত্মারা আসে, কিন্তু ওরা সবাইকে খোড়াই পবিত্র বানাবে। ওদের ধর্মের আত্মারা নীচের পাটে আসবে। এই পয়েন্ট গুলো সেমিবল বাচ্চা যারা আছে তারাই ধারণ করবে।

শ্রীমৎ অনুসারে চলেনা, পড়া করেনা তারপর ফেল করে যায়। স্কুলেও ম্যানার্স দেখা হয় যে - এর চালচলন কেমন? দেহ-অভিমান থেকেই সব বিকার আসে। ধারণা কিছুই হয়না। আন্তারিকারী বাচ্চাদের বাবা ভালোবাসেন। অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। কাউকে বোঝাতে হলে সর্বপ্রথম বাবার মহিমা করতে হবে। বাবার কাছ থেকে কিভাবে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হয়? বাবার মহিমা সম্পূর্ণ লিখতে হবে। চিত্রকে বদল করা সম্ভব নয়। বাকি শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে লিখতে হবে। বাবার মহিমা আলাদা। বাবার কাছ থেকে কৃষ্ণ বর্সা গ্রহণ করেছে তাই তাঁর মহিমা ও আলাদা। বাবাকে না জানার কারণে বোঝেনা যে ভারত বড়ো তীর্থক্ষেত্র। এটা প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে ভারত অবিনাশী তীর্থ। এভাবে বসে যদি তোমরা বাচ্চারা বোঝাও তবে মানুষ অবাক হয়ে যাবে। ভারত হীরে তুল্য ছিল তারপর ভারতকে কড়িহীন

বানিয়েছে কে ? এসব বোঝানোর জন্য বিচার সাগর মন্ডন করা খুব প্রয়োজন । বাবা তো ঝট করে বলে দেন, এতে কারেকশন হওয়া উচিত । বাচ্চারা বলেনা । বাবা তো কারেকশন চান । একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিল, সে বুঝতে পারেনি কেন মেশিন খারাপ হলো, তখন আরেকজন অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার বসে তাকে বোঝায় যে, মেশিনে এটা করলে ঠিক হয়ে যাবে আর সত্যি সত্যি সেই মেশিন ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আর সেই ইঞ্জিনিয়ার খুব খুশি হয়ে বলেছিল, একে তো পুরস্কার দেওয়া উচিত । তার বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছিল । বাবা বলেন তোমরা কারেকশন করলে আমিও বাহবা দেব । যেমন জগদীশ, সঞ্জয় (বাবা জগদীশ ভাই এর নাম সঞ্জয় দিয়েছিলেন) আছে কখনও কখনও সুন্দর পয়েন্টস বের করলে বাবাও খুশি হন । বাচ্চাদের সার্ভিসের নেশা থাকা উচিত । মেলা প্রদর্শনী তো হতেই থাকবে । যেখানেই কেউ প্রদর্শনী করবে সেখানে এই প্রদর্শনী স্থাপন করতে হবে । এখানে বুদ্ধির কপাট খোলা উচিত । সবাইকে সুখ দিতে হবে। স্কুলে নম্বর অনুসারে শিক্ষার্থী তো আছেই । পড়াশোনা না করলে ম্যানার্সও খারাপ হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কারও প্রতি রুষ্ট হয়ে পড়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় । দেহ-অভিমান ছেড়ে নিজের প্রতি ক্ষমাশীল হতে হবে । বাবার মতো নিরহঙ্কারী হতে হবে ।

২) ভালো ম্যানার্স ধারণ করতে হবে, সবাইকে সুখ দিতে হবে। আন্তরিক হতে হবে ।

বরদানঃ:- গুটিয়ে নেওয়ার শক্তির (Power to pack up) দ্বারা সেকেন্ডে ফুলস্টপ লাগাতে পারা নষ্টমোহ স্মৃতি স্বরূপ ভব
লাস্টে ফাইনাল পেপারের কোশ্চেন হবে – সেকেন্ডে ফুলস্টপ। আর কিছুই যেন স্মরণে না আসে। ব্যস্ বাবা আর আমি, তৃতীয় কোনো বিষয় নেই..... সেকেন্ডে আমার বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়... এটা ভাবতেও সময় লাগে কিন্তু তোমরা তাতে স্থির হয়ে যাবে, নড়বে না। যখন কেন, কি.... ইত্যাদি প্রশ্ন উৎপন্ন হবে না তখনই নষ্টমোহ স্মৃতি স্বরূপ হতে পারবে । সেইজন্যই অভ্যাস করো যখন ইচ্ছা বিস্তারে যাও যখন ইচ্ছা গুটিয়ে নাও । ব্রেক পাওয়ারফুল যেন হয় ।

স্লোগানঃ:- যার স্বমানের কোনো অহংকার নেই সে-ই সদা নম্র হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ সহ এই সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে, তাই তোমাদের পুরোনো দুনিয়ার সংবাদ শোনার প্রয়োজন নেই, তোমরা বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো"

*প্রশ্ন:- শ্রীমতের বিষয়ে কোন্ গায়ন রয়েছে? শ্রীমত অনুসরণকারীদের লক্ষণ কি হবে?

*উত্তর:- শ্রীমতের জন্য গায়ন রয়েছে - যা থাওয়াবে, যা পরাবে, যেখানে বসাবে..... সেটাই করবো। শ্রীমৎ অনুসারে চলা বাচ্চারা বাবার প্রতিটি আঙ্গা পালন করে। তাদের দ্বারা সর্বদা শ্রেষ্ঠ কর্মই হয়। তাদের ঠিক আর ভুল বোঝার ক্ষমতা আছে।

*গীত:- বনমালী (বনওয়ারী) রে বাঁচার আশাই (সাহারা) হলো তোমার নাম রে....

ওম্ শান্তি । এই গীত কার? বাচ্চাদের। কোনো কোনো গীত এমনও হয় যেখানে বাবা বাচ্চাদের বোঝান, কিন্তু এই গানে বাচ্চারা বলে যে বাবা, এখন তো আমরা বুঝেছি, কিন্তু দুনিয়া এ কথা জানে না যে কেমন করে এই দুনিয়া মিথ্যা, এই বন্ধন মিথ্যা। এখানে সবাই দুঃখী তাই তো ঈশ্বরকে স্মরণ করে। সত্যযুগে তো ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের কোনো কথাই নেই। এখানে দুঃখ আছে তাই আত্মাদের স্মরণে থাকে কিন্তু ড্রামা অনুসারে বাবা তখনই মিলিত হন যখন তিনি স্বয়ং আসেন। বাকী আর যা কিছু পুরুষার্থ করে তা সবই ব্যর্থ কারণ ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী মনে করে, ঈশ্বরের পথের দিশা ভুল দেখায়। যদি বলে যে ঈশ্বর আর তাঁর রচনার আদি, মধ্য, অন্ত-কে আমরা জানি না তো তাদের এ কথা বলা সত্য। পূর্বে ঋষি, মুনি ইত্যাদিরা সত্য বলতো, সেইসময় দুনিয়া মিথ্যা এ কথা বলা যাবে না। মিথ্যা দুনিয়া নরক, কলিযুগের অন্তকে বলা হয়। সঙ্গমেই বলা হবে - এটা হলো নরক আর ওটা হলো স্বর্গ। এমন নয় যে দ্বাপর-কে নরক বলা হয়। সেইসময় তবুও রজোপ্রধান বুদ্ধি ছিল। এখন তো সব তমোপ্রধান। তাই হেল (নরক) আর হেভেন (স্বর্গ) সঙ্গমেই লেখা হবে। আজ হেল তো কাল হেভেন হবে। একথাও বাবা এসেই বোঝান, দুনিয়া জানে না যে এই সময়ই হলো কলিযুগের অন্তিম সময়। সবাই নিজের নিজের হিসাব-কিতাব চুক্ত করে শেষে সতোপ্রধান হয়ে যায়, পুনরায় সতো, রজো, তমো-তে আসতেই হয়। যাদের এক-দুই জন্মের পাট থাকে তারাও সতো, রজো, তমো-তে আসে। তাদের পাটই কম থাকে। এ'কথা বুঝতে হলে অনেক বড় সমঝদার হতে হবে। দুনিয়ায় তো অনেক মতের মানুষ আছে। সবাই তো আর একই মতের হয় না। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের ধর্ম রয়েছে। নিজের নিজের মত রয়েছে। বাবার অক্যুপেশন আলাদা। প্রত্যেক আত্মারই আলাদা। ধর্মও আলাদা। তাই তাদের বোঝানোর রীতিও আলাদা হওয়া উচিত। নাম, রূপ, দেশ, কাল, সকলেরই আলাদা। দেখা যায় যে এই ধর্ম এই ব্যক্তির। হিন্দু ধর্ম তো সকলেই বলে কিন্তু তারমধ্যেও সবাই ভিন্ন-ভিন্ন হয়। কেউ আর্থ-সমাজের, কেউ সন্ন্যাসী, কেউ ব্রহ্ম-সমাজের। সন্ন্যাসী ইত্যাদি যারাই রয়েছে তারা সবাই হিন্দুধর্মকে মান্য করে। আমরা লিখি যে আমরা হলাম ব্রাহ্মণ ধর্মের অথবা দেবতা ধর্মের তাও তারা হিন্দু-ধর্মে ফেলে দেয় কারণ আর কোনো সেকশন তো তাদের কাছে নেই। তাই তাদের ফর্ম আলাদা- আলাদা হলে জানা যাবে। আর অন্য কোন ধর্মের মানুষেরা তো এই কথাগুলোকে মান্যতা দেবে না। তাই আবার তাদের একত্রিত করে বোঝানো কঠিন। তারা মনে করে যে এরা তো নিজের ধর্মের মহিমা করে। এর মধ্যেও দ্বিমত রয়েছে। যে বাচ্চারা বোঝায় তারাও নব্বরের ক্রমানুসারেই হয়। সবাই তো এক সমান হয় না তাই মহারথীদের ডাকতে হয়।

বাবা বোঝান - আমাকে স্মরণ করো, আমার শ্রীমতে চলো। এতে প্রেরণা ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। যদি প্রেরণার দ্বারাই কার্য সম্পন্ন হয়ে যায় তবে তো বাবার আসার প্রয়োজনই হয় না। শিববাবা তো এখানেই রয়েছে। তাহলে তাদের প্রেরণার কি প্রয়োজন। এখানে তো শুধু বাবার মতানুসারেই চলতে হয়। প্রেরণার কোনো ব্যাপার নেই। কোনো-কোনো সন্দেশী সন্দেশ (খবর) নিয়ে আসে, তাতেও অনেক মিথ্র হয়ে যায়। সন্দেশীরাও তো সব একইরকমের হয় না। মায়ার অনেক প্রতিবন্ধকতা আসে। তাই অন্য সন্দেশীর দ্বারা যাচাই করানো হয়। কেউ কেউ তো বলে যে আমার মধ্যেই বাবা আসে, মাশ্বা আসে তখন নিজের আলাদা সেন্টার খুলে বসে। মায়ার প্রবেশ ঘটে। এ হলো অনেক বোঝার মতো বিষয়। বাচ্চাদের অনেক সেন্সিবেল হওয়া উচিত। যারা সার্ভিসেবল (সেবাধারী) বাচ্চা, একমাত্র তারাই এই কথা বুঝতে পারবে। যারা শ্রীমতে চলে না, তারা এই কথা বুঝতেই পারবে না। শ্রীমতের জন্য গায়ন আছে যে - তুমি যা থাওয়াবে, যা পরাবে, যেখানে বসাবে, তাই করব। এমনও আছে যারা বাবার মতেই চলে, আবার কেউ অন্যের মতের প্রভাবেও এসে যায়। কোনো জিনিস না পেলে, কোনো কথা পছন্দ না হলে ঝট করে বিগড়ে যায়। সব বাচ্চারা একইরকমের সুপুত্র খোড়াই হতে

পারে। দুনিয়ায় তো অনেক মতাবলম্বী মানুষ রয়েছে। অজামিলের মতো পাপাত্মা, গণিকারাও (বেশ্যা) অনেক রয়েছে। এটাও বোঝাতে হয় যে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা ভুল। সর্বব্যাপী তো পাঁচ বিকার, তাই বাবা বলেন, এ হলো আসুরী দুনিয়া। সত্যযুগে পাঁচ বিকার হয় না। তারা বলে শাস্ত্রে তো একথা এভাবেই রয়েছে। কিন্তু শাস্ত্র তো সব মানুষেরই তৈরী করা। তাহলে উঁচু কে মানুষ না শাস্ত্র ? অবশ্যই যে শোনায়ে সেই উঁচু, তাই না ! লেখে তো লোকেরা, ব্যাসদেব লিখেছিল, সেও তো মানুষই ছিল, তাই না। একথা তো নিরাকার বাবা বসে বোঝান। ধর্ম-স্থাপকেরা যা এসে শুনিচ্ছে সেটাই আবার পরে শাস্ত্র হয়ে যায়। যেমন গুরুনানকও ঔনার মহিমা কীর্তন করেছিলেন - সকলের পিতা হলেন ওই একজন। বাবা বলেন - যাও, গিয়ে ধর্ম স্থাপন কর। এই বেহদের পিতা বলেন, আমাকে তো কেউ পাঠায় না। আমাকে ম্যাসেঞ্জার বা পয়গম্বর বলা যাবে না। আমি তো আসি বাচ্চাদের সুখ-শান্তি দিতে। আমাকে কেউ বলেনি, আমি স্বয়ং মালিক। এমনও আছে যারা মালিককে মানে কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, তোমরা মালিকের অর্থ বোঝো কি। তিনি হলেন মালিক, আমরা হলাম ঔনার বাচ্চা, তাই অবশ্যই আশীর্বাদ(বর্ষা) পাওয়া উচিত। বাচ্চারা বলে - আমাদের বাবা। তাই সম্পত্তির মালিক তোমরাই। "আমার বাবা" বাচ্চারা বলবে। বাবা আমার, তাই বাবার সম্পত্তি-ও আমার। এখন আমরা কি বলি? আমাদের শিববাবা। বাবাও বলবে এরা হলো আমার সন্তান। বাবার থেকে বাচ্চারা উত্তরাধিকার পায়। বাবার কাছে প্রপাটি থাকে। বেহদের বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। ভারতবাসীরাও প্রপাটি কার কাছ থেকে পায় ? শিববাবার থেকে। শিব-জয়ন্তীও পালন করা হয়। শিব-জয়ন্তীর পর আবার কৃষ্ণ-জয়ন্তী তারপর আবার রাম-জয়ন্তী। ব্যস, মাঝামাঝি-বাবার জয়ন্তী বা জগদম্বার জয়ন্তী-র তো কেউ গায়ন করে না। শিব-জয়ন্তীর পর আবার রাধা-কৃষ্ণের জয়ন্তী আবার রাম-সীতার জয়ন্তী।

যখন শিববাবা আসেন তখনই শূদ্র-রাজ্যের বিনাশ হয়। এই রহস্যও কেউ বোঝে না। বাবা বসে বোঝান। তিনি অবশ্যই আসেন। বাবাকে কেন ডাকা হয়? শ্রীকৃষ্ণ-পূরী স্থাপন করার জন্য। তোমরা জানো যে শিব-জয়ন্তী অবশ্যই হয়। শিববাবা নলেজ দিচ্ছেন। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। শিব-জয়ন্তী হলো সর্বাপেক্ষা বড় জয়ন্তী। তারপর হলো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর। আর এখন প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো মনুষ্য সৃষ্টি-তে আছেন। রচনায় আবার মুখ্য হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ। তাহলে শিব হলেন মাতা-পিতা, আবার মাতা-পিতা ব্রহ্মা-জগদম্বাও এসে যায়। এ হলো বোঝার ও ধারণ করার মতো বিষয়। সর্ব প্রথমে বোঝানো হয় - বাবা পরমপিতা পরমাত্মা আসেন পতিতদের পবিত্র (পাবন) বানাতে। তিনিই যদি নাম, রূপ থেকে পৃথক থাকেন তবে তাঁর জয়ন্তী কেমন করে হতে পারে। গড়-কে ফাদার বলা হয়। ফাদার-কে তো সবাই মান্যতা দেয়। নিরাকার তো হলো আত্মা আর পরমাত্মা। আত্মারা সাকারী শরীর পায়, এ হলো অত্যন্ত বোঝার মতো বিষয়। যারা শাস্ত্র ইত্যাদি কিছুই পড়েনি, তাদের কাছে এ হলো আরও সহজ। আত্মাদের পিতা হলেন তিনি, পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি স্বর্গ স্থাপন করেন। স্বর্গে হয় রাজত্ব, তাহলে তাঁকে অবশ্যই সঙ্গমে আসতে হয়। সত্যযুগে তো আসতে পারবে না। ওখানে হলো প্রালম্ব, ২১ জনের আশীর্বাদ সঙ্গমেই প্রাপ্ত করে। এই সঙ্গমযুগ হলো ব্রাহ্মণদের। ব্রাহ্মণ হলো শিখা (টিকি), তারপর দেবতাদের যুগ। প্রত্যেক যুগ ১২৫০ বর্ষের হয়। এখনই তিন ধর্মের স্থাপনা হয় - ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়। কারণ এরপর আধাকল্প কোনো ধর্মই থাকে না। সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয়রা পূজ্য ছিল তারপর আবার পূজারী হয়ে যায়। ওই ব্রাহ্মণ তো অনেক প্রকারের হয়।

এখন তোমরা ভাল কর্ম করছো যার ফলে পুনরায় সত্যযুগে এর প্রালম্ব পাবে। বাবা ভালো কর্ম শেখান। তোমরা জানো যে আমরা শ্রীমত অনুসারে যেমন কর্ম করব, অন্যদের নিজের সমান বানাবো তেমনই তার প্রালম্ব পাবো। এখন সমগ্র রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এখানে তো হলো প্রজার উপর প্রজার রাজ্য। পঞ্চায়েতী রাজ্য, অনেকের পঞ্চ (গ্রুপ) হয় আবার ৫ সদস্যের-ও পঞ্চ হয়। এখানে তো সব অনেক পঞ্চের (গ্রুপের) হয়। তাও আজ আছে তো কাল নেই। আজ মন্ত্রী তো কাল গদি থেকে নামিয়ে দেয়। এগ্রিমেন্ট করে আবার ক্যাম্পেল করে দেয়। এ হলো অল্প কালের ক্ষণভঙ্গুর রাজ্য। কাউকে নামিয়ে দিতে দেবী করে না। কত বড় দুনিয়া। সংবাদপত্র থেকে কিছু না কিছু জানাই যায়। এতো সব সংবাদপত্র তো কেউ পড়তে পারে না। আমাদের এই দুনিয়ার খবরের কোনো প্রয়োজনই নেই। এটা তো জানো যে দেহ-সহ এই দুনিয়ার সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে। বাবা বলেন, শুধুমাত্র আমাকেই স্মরণ করো তাহলেই তোমরা আমার কাছে চলে আসবে। মৃত্যুর পরে সব সাক্ষাৎকার হবে। আত্মা আবার শরীর ছেড়ে ঘুরে বেড়ায়। সেই সময়ও হিসাব-পত্র ভোগ করতে পারে। সবই সাক্ষাৎকার হয়। ভিতরে ভিতরে সাক্ষাৎকার করে, কর্মভোগ ভোগে, অত্যন্ত অনুশোচনা হয় যে আমরা অকারণে এমন করেছি। অনুতপ্ত হয়, তাই না ! যদি কেউ জেল-বার্ড (বারে বারে জেল - এ যায় আর বেরোয়) হয় তাহলে সে বলে যে, জেলে ভোজন তো পাওয়া যাবে অর্থাৎ যেন শুধু ভোজন করাই কাজ, তারা মান-সন্মানের কোনো পরোয়াই করে না। তোমাদের তো কোনো কষ্ট নেই। বাবা আছেন, তাই বাবার শ্রীমতেই চলতে

হবে। আবার এমনও নয় যে তিনি কাউকে দুঃখ দেবেন। তিনি হলেনই সুখ-দাতা। আঙুকারী বাচ্চারা তো বলে, বাবা তুমি যা ডায়রেকশন দেবে। তোমার সাথেই বসবো... একথা শিববাবার উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়। ভগীরথ বা নন্দীগণ নাম বিখ্যাত। লিখিত আছে যে, মাতাদের মস্তকে কলস (স্তোন) রাখা হয়েছে, তাই না। ওরা আবার গরুকে দেখায়। কি কি গল্পকথা বানিয়ে দিয়েছে।

এই দুনিয়ায় তো কেউ এভারহেল্‌দী (সদা সুস্থ) হতে পারে না। অনেক প্রকারের রোগ আছে। ওখানে কোনো রোগ নেই। না কখনো অকালমৃত্যু হয়। সঠিক সময়েই সাক্ষাৎকার হয়। বৃদ্ধরা তো খুশি হয়। যখন বৃদ্ধ হয় তখন খুশি মনে শরীর ছাড়ে। সাক্ষাৎকার হয় যে আমি গিয়ে ছোট বাচ্চা হবো। এখন তোমাদের যুবাদেরও এই খুশি রয়েছে যে আমরা গিয়ে প্রিন্স হবো। বাচ্চা হোক বা যুবা, মরতে তো সকলকেই হবে। তাই সবার এই নেশা থাকা উচিত যে আমরা গিয়ে প্রিন্স হবো। অবশ্যই তখনই হবে যখন সার্ভিস করবে। খুশি হওয়া উচিত - এখন আমরা পুরোনো শরীর ছেড়ে বাবার কাছে যাবো, বাবা পুনরায় আমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেবে। সার্ভিস করতে হবে। বাচ্চারা গান শুনেছে। বংশীধারী কৃষ্ণ তো নেই। মুরলী তো অনেকের কাছেই থাকে। খুব ভালোও বাজায়। এতে তো কোনো মুরলীর কথা নেই। তোমরা তো বল যে শ্রীমত তো একমাত্র বাবাই দেয়। শ্রীকৃষ্ণের কাছে তো এই নলেজ ছিল না। এই সহজ রাজযোগ আর স্তোন তাঁর কাছে ছিলই না। তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) রাজযোগ শেখাননি। তিনি তো রাজযোগ শিখেছেন বাবার কাছে। কত বড়(গূহ্য) কথা। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ বাচ্চা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারবে না আর এতে আবার শ্রীমতে চলারও কথা রয়েছে। নিজের মতে চললে খোড়াই উষ্ণ পদ পাবে। বাবাকে যে জানে, সে বাবার পরিচয় অন্যদেরকেও দেবে। বাবা আর রচনার পরিচয় দিতে হবে। যদি কাউকে বাবার পরিচয় না দেয় অর্থাৎ স্বয়ং সে নিজেই জানেনা। নিজের মধ্যে যদি এই নেশা থাকে তাহলে অন্যদেরও নেশা ধরাতে পারবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সর্বদা শ্রীমতে থেকে শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে। অন্যের মতের প্রভাবে যেন না আসা হয়। সুপুত্র হয়ে প্রতিটি আঙুতা পালন করতে হবে। যে কথা বোধগম্য হবে না তা অবশ্যই ভেরিফাই করিয়ে নিতে হবে।

২) সর্বদা এই নেশা বা খুশিতে থাকতে হবে যে আমরা এই পুরানো শরীর ছেড়ে প্রিন্স হবো। ঈশ্বরীয় নেশায় থেকে ঈশ্বরীয় সেবা করতে হবে।

বরদান:- নিন্দককেও নিজের মিত্র মনে করে সম্মান প্রদানকারী ব্রহ্মা বাবার সমান মাস্টার রচয়িতা ভব ব্রহ্মা বাবা যেমন নিজেকে বিশ্ব সেবাধারী মনে করে প্রত্যেককে সম্মান দিয়েছেন, সদা মালেকম্ সলাম করেছেন, এই রকম কখনোই ভাবেননি যে কেউ আমাকে সম্মান দিলে তবেই আমি তাকে সম্মান দেবো। নিন্দককেও নিজের মিত্র মনে করে সম্মান দিয়েছেন, সেইরকম ফলো ফাদার করো। কেবল যে সম্মান দিলো তাকেই নিজের মনে করো না, যে গালি দিচ্ছে, তাকেও নিজের মনে করে সম্মান দাও। কেননা সম্পূর্ণ দুনিয়াই হলো তোমাদের পরিবার। সকল আত্মাদের (বৃক্ষের) কান্ড হলে তোমরা ব্রাহ্মণরা। সেইজন্য নিজেকে মাস্টার রচয়িতা মনে করে সকলকে সম্মান দাও, তাহলেই দেবতা হতে পারবে।

স্নোগান:- মায়াকে সর্বদার জন্য যারা বিদায় দিয়ে দেয়, তারাই বাবার ধন্যবাদের পাত্র হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ অভিমানে আসার কারণেই মায়ার চড় লাগে, দেহী-অভিমানী হয়ে থাকলে বাবার প্রতিটি শ্রীমতের পালন করতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - বাবার কাছে দুই রকমের পুরুষার্থী বাচ্চারা আছে, তারা কারা?

*উত্তরঃ - এক রকমের বাচ্চা আছে যারা বাবার কাছে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্যে পুরোপুরি পুরুষার্থ করে, প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার পরামর্শ নেয়। দ্বিতীয় রকম এমনও বাচ্চারা আছে যারা বাবাকে ত্যাগ করার পুরুষার্থ করে। কেউ দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে বাবাকে স্মরণ করে, কেউ দুঃখে থাকার জন্য, এও ওয়ান্ডার তাইনা !

*গীতঃ- জলসামুদ্রে স্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা, পিঁপীলিকার পুড়ে মরা, তাহাতেই লিখা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত তো অনেক বার শুনেছে। নতুন বাচ্চারা নতুন করে শুনবে যখন বাবা এসে নিজের পরিচয় দেন। বাচ্চারা পরিচয় পেয়েছে। তারা জানে এখন আমরা অসীম জগতের মাতা-পিতার সন্তান হয়েছি। মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা অবশ্যই মাতা-পিতা হবেন। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিকে মায়া একেবারে ডেড করে দিয়েছে। এত সাধারণ কথা বুদ্ধিতে ঢোকে না। সবাই বলে যে ভগবান আমাদের জন্ম দিয়েছেন। সুতরাং নিশ্চয়ই মাতা-পিতা হবেন ! ভক্তিমাগে স্মরণও করে। প্রত্যেক ধর্মের মানুষ গড ফাদারকে অবশ্যই স্মরণ করে। ভক্ত নিজেই ভগবান হতে পারেনা। ভক্ত ভগবানের পূজা অর্চনা করে, সাধনা করে। গড ফাদার তো নিশ্চয়ই সবার একই হবে অর্থাৎ সব আত্মাদের পিতা হবেন একজন। সব শরীরের পিতা এক হতে পারে না। সে তো অনেক পিতা হয়। তারা শরীরের পিতা থাকা সত্ত্বেও 'হে ঈশ্বর' বলে স্মরণ করে। বাবা বসে বোঝান - মানুষ বুদ্ধিহীন হয়েছে ফলে বাবার পরিচয় ভুলে গেছে। তোমরা জানো স্বর্গের রচয়িতা হলেন অবশ্যই একজন, তিনি হলেন বাবা। এখন হলো কলিযুগ। নিশ্চয়ই কলিযুগের বিনাশ হবে। 'লুপ্ত প্রায়' শব্দটি সব কথাতেই আসে। বাচ্চারা জানে - সত্যযুগ এখন লুপ্ত প্রায়। আচ্ছা, তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে সত্যযুগে আত্মারা কি জানবে যে এই সত্যযুগ লুপ্ত হয়ে ত্রেতা আসবে ? না, সেখানে তো এই জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এই কথা কারো বুদ্ধিতে নেই - সৃষ্টির চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে, আমাদের পারলৌকিক পিতা কে ? এইসব তোমরা বাচ্চারাই জানো। মানুষ গায়ন করে তুমি মাতা-পিতা আমরা বালক তোমার কিন্তু জানেনা। সুতরাং বলা না বলা সমান হয়ে যায়। বাবাকে ভুলে গিয়ে অনাথ হয়ে গেছে। বাবা প্রত্যেকটি কথা বোঝান। পদে পদে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো। তা নাহলে মায়া খুব ধোঁকা দেবে। মায়া হলো ধোঁকাবাজ (প্রতারক)। মায়ার হাত থেকে লিবারেট করা হলো বাবার কর্তব্য। রাবণ তো হলো দুঃখ দাতা। বাবা হলেন সুখ দাতা। মানুষ এইসব কথা বোঝেনা। তারা তো ভাবে দুঃখ সুখ সব ভগবান দেন। বাবা বোঝান - মানুষ দুঃখী হওয়ার জন্য বিবাহ ইত্যাদিতে কত টাকা খরচ করে ! যারা পবিত্র চারা গাছ থাকে তাদের অপবিত্র করার পুরুষার্থ (প্রচেষ্টা) করা হয়। এই কথাও তোমরা বুঝতে পারো, দুনিয়া বুঝতে পারে না। তারা বিষয় সাগরে ডুবে থাকার জন্য কত অনুষ্ঠান করে। তারা এই কথা জানেনা যে সত্যযুগে বিষ বা বিকার থাকেনা। সত্যযুগ হল-ই ক্ষীরসাগর। একেই বলা হয় বিষয় সাগর। সত্যযুগ হলো নির্বিকারী দুনিয়া। যদিও ত্রেতায় দুই কলা কম হয়ে যাবে, তবুও তাকে নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়। সেখানে বিকার হতে পারেনা, কারণ রাবণের রাজ্য দ্বাপর থেকে আরম্ভ হয়। অর্ধেক অর্ধেক কিনা। জ্ঞান সাগর এবং অজ্ঞানতার সাগর। অজ্ঞানতারও সাগর হয় তাইনা।

মানুষ কত অজ্ঞানী। বাবাকেও জানেনা। শুধু বলে যে এই এই করলে ভগবানকে পাওয়া যাবে। প্রাপ্তি তো কিছুই হয়না। মাথা ঠুকে দুঃখী, অনাথ হয়ে যায় তখনই আমি, সকলের নাথ দুনিয়ায় আসি। নাথ না থাকায় মায়া অজগর সবাইকে গ্রাস করেছে। বাবা বোঝান মায়া খুব শক্তিশালী, অনেকের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কারও কাম বিকারের, কারও মোহ রূপী বিকারের চড় লেগে যায়। দেহ-অভিমনে এলেই চড় লাগে। দেহী-অভিমানী হতেই তো পরিশ্রম, তাই বাবা ক্ষণে ক্ষণে সাবধান করেন, বলেন মন্থনাভব। বাবাকে স্মরণ না করলে মায়া চড় মারবে সেইজন্য নিরন্তর স্মরণ করার অভ্যাস করো। তা নাহলে মায়া উল্টো কর্ম করিয়ে দেবে। রং-রাইটের বুদ্ধি তো এখন তোমরা পেয়েছে। কোথাও বুঝতে না পারলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করো। টেলিগ্রাম, চিঠি বা ফোন করেও জিজ্ঞাসা করতে পারো। ফোনের লাইন ভোরবেলায় একদম ক্লিয়ার থাকে, কারণ সেইসময় তোমরা ছাড়া সবাই ঘুমায়। তখন তোমরা ফোন করে জিজ্ঞাসা করতে পারো। দিন দিন ফোন ইত্যাদির আওয়াজের সংশোধন হচ্ছে। কিন্তু গভর্নমেন্ট হলো গরিব, তাই খরচও সেইরকম করে। এই সময় তো সব কিছু জরাজীর্ণ অবস্থায় তমোপ্রধান হয়েছে তবুও বিশেষ করে ভারতবাসীদের রজো-তমোগুণ যুক্ত কেন

বলা হয় ? কারণ ভারতই সবথেকে বেশি সত্যপ্রধান ছিল। অন্য ধর্মের মানুষ না এত সুখ দেখেছে, না বেশি দুঃখ দেখবে। তারা এখনই সুখে আছে, তাইতো এত অল্প ইত্যাদি ভারতে রপ্তানী করে। তাদের বুদ্ধি হলো রজোপ্রধান। বিনাশের জন্য কতো ইনভেনশন করতে থাকে। কিন্তু তারা এইসব কথা জানা নেই। তাই তাদের অনেক চিত্র ইত্যাদি পাঠাতে হবে, যাতে তারা জানতে পারে, অবশেষে তারাও বুঝবে এ তো ভালো জিনিস। সেগুলির উপরে লেখা থাকবে গড ফাদারলি গিস্ট। বিপর্যয়ের সময় যখন চারিদিকে এই সংবাদ ধ্বনিত হবে তখন বুঝবে যে, আমরা এই খবর পেয়েছিলাম। এই চিত্র গুলি দিয়ে অনেক কাজ হবে। বাবাকে তারা জানেনা। সুখ দাতা তো হলেন তিনিই, একমাত্র বাবা। সবাই তাঁকেই স্মরণ করে থাকে। চিত্রের দ্বারা ভালো ভাবে বুঝতে পারবে। এখন তিন পা পৃথিবীটুকু পাওয়া যায়না আর তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হয়ে যাও ! এই চিত্র গুলি বিদেশে অনেক সার্ভিস করবে। বাচ্চাদের এই চিত্রের প্রতি ততখানি শ্রদ্ধা নেই। খরচ তো হবেই। রাজধানী স্থাপনের কাজে ঐ গভর্নমেন্টের কোটি টাকা খরচ হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছে। এখানে তো মরবার কোনো ব্যাপার নেই। শ্রীমৎ অনুসারে পুরো পুরুষার্থ করতে হবে, তবেই শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হবে। নাহলে তো শেষে দন্ড ভোগ করার সময় খুব দুঃখ হবে। ইনি হলেন বাবা, তার সাথে ধর্মরাজও তিনি। পতিত দুনিয়ায় এসে বাচ্চাদের ২১ জন্মের জন্য স্বরাজ্য প্রদান করি। যদি আবার কোনো বিনাশকারী কর্ম করো তাহলে পুরো সাজা ভোগ করবে। এমন নয়, যা হবে দেখা যাবে, পরের জন্মের কথা কে বসে চিন্তা করে! মানুষ দান পুণ্য সব করে পরের জন্মের জন্য। তোমরা এখন যা করো সেসব হলো ২১ জন্মের জন্য। তারা যা কিছু করে, অল্পকালের জন্য। ফল তবুও নরকেই প্রাপ্ত হবে। তোমাদের তো স্বর্গের পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। রাত-দিনের তফাৎ। তোমরা স্বর্গে ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ প্রাপ্ত করো। প্রতিটি কথায় শ্রীমৎ অনুযায়ী চললে ভবসাগর পার হবে। বাবা বলেন বাচ্চারা তোমাদের চোখের পাতায় বসিয়ে খুব আরামে নিয়ে যাই। তোমরা অনেক দুঃখ ভোগ করেছে। এখন আমি তোমাদেরকে বলি আমাকে স্মরণ করো। তোমরা অশরীরী এসেছিলে, এখানে পাট প্লে করেছে, এখন ফিরে যেতে হবে। এ হলো তোমাদের অবিনাশী পাট। এইসব কথা অহংকারী সায়েন্স বুঝবে না। আত্মা খুব সূক্ষ্ম স্টার, তাতে অবিনাশী পাট সদাকালের জন্যে ভরা আছে, যা কখনও শেষ হয়না। বাবাও বলেন আমিও হলাম ক্রিয়েটর ও অ্যাক্টর। আমি কল্লে-কল্লে আসি পাট প্লে করতে। বলা হয় পরমাত্মা হলেন মন-বুদ্ধি সহ চৈতন্য, নলেজফুল, কিন্তু কি জিনিস তা কেউ জানেনা। যেমন তোমরা হলে আত্মা স্টারের মতো, আমিও হলাম স্টার। ভক্তিমার্গে আমাকে স্মরণ করে কারণ দুঃখে আছে, আমি এসে বাচ্চারা তোমাদেরকে নিজের সাথে নিয়ে যাই। আমিও হলাম পান্ডা। আমি পরমাত্মা আত্মাদের অর্থাৎ তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আত্মা মশার চেয়েও ক্ষুদ্র। এই বোধও বাচ্চারা তোমাদের এখনই হয়। বাবা কত ভালো করে বোঝান। বাবা বলেন তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক করি, যদিও দিব্য দৃষ্টির চাবি নিজের কাছেই রাখি। এটি কাউকে প্রদান করিনা। এটি ভক্তি মার্গে আমার কাজে লাগে। বাবা বলেন আমি তোমাদের পবিত্র, পূজ্য করি, মায়া পতিত, পূজারী করে। বাবা বোঝান তো অনেক, কিন্তু যে বুদ্ধিমান সেই বুঝবে।

এই টেপ রেকর্ডার মেশিন হলো খুব ভালো জিনিস। মুরলী তো বাচ্চাদের অবশ্যই শুনতে হবে। অনেক অনেক হারানিধি বাচ্চা রয়েছে। বাঁধেলি (যারা বন্ধনে রয়েছে), গোপীকাদের জন্য বাবার দয়া হয়। বাবার মুরলী শুনে তারা খুশি হয়। বাচ্চাদের খুশীর জন্য কিই না করা উচিত। গ্রামের গোপীকাদের জন্য রাত দিন বাবার চিন্তা হয়। ঘুমও আসেনা, কি যুক্তি বের করা যায়, বাচ্চারা কিভাবে দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে। কেউ আবার দুঃখে ফেঁসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়, কেউ তো অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তির পুরুষার্থ করে, তো কেউ বাবাকে ত্যাগ করার পুরুষার্থ করে। দুনিয়া তো আজকাল খুবই খারাপ। কোনো কোনো বাচ্চারা বাবাকে মারতে দেরি করে না। অসীম জগতের বাবা কতো ভালো করে বোঝান। আমি বাচ্চাদের এত ধন প্রদান করি যে তারা কখনও দুঃখে থাকবে না। সুতরাং বাচ্চাদেরও এতটাই দয়ালু হয়ে সবাইকে সুখের রাস্তা বলে দিতে হবে। আজকাল তো সবাই দুঃখ দেয়, যদিও টিচার কখনও দুঃখের রাস্তা বলবে না। তারা তো পড়ান। পড়াশোনা হলো সোর্স অফ ইনকাম। পড়াশোনা করলে শরীর নির্বাহ করার উপযুক্ত হওয়া যায়, মা বাবার কাছে যতই সম্পত্তি প্রাপ্ত হোক না কেন তা কোন্ কাজের। যত বেশি ধন, ততই বেশি পাপ করে। তীর্থ যাত্রায় খুব নম্র হয়ে যায়। কিন্তু অনেকে তীর্থ করতে গিয়েও মদ ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে যায়, লুকিয়ে পান করে। বাবা দেখেছেন - মদ ছাড়া থাকতে পারেনা অনেকে। কিছু বলার নেই। যুদ্ধে যাওয়ার আগেও খুব মদ খেয়ে যায়। যুদ্ধের সৈন্যিকদের নিজেদের প্রাণের চিন্তা থাকেনা। তারা ভাবে আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য দেহ ধারণ করবে। তোমরা বাচ্চারাও এখন জ্ঞান প্রাপ্ত করো। এই ছিঃ ছিঃ দেহ ত্যাগ করতে হবে। তাদের কোনো জ্ঞান নেই। কিন্তু অভ্যাসে আছে - মরতে হবে, মারতে হবে। এখানে তো আমরা নিজেরাই বসে বসে বাবার কাছে যেতে চাই। এই শরীর হলো পুরানো বস্ত্র। যেমন সর্প পুরানো খোলস ত্যাগ করে। শীতে শুকিয়ে গেলে ছেড়ে দেয়। তোমাদের এই শরীর তো খুব ছিঃ ছিঃ পুরানো বস্ত্র, পাট প্লে করে এবারে এই বস্ত্র ত্যাগ করতে হবে, বাবার কাছে যেতে হবে। বাবা যুক্তি তো বলে দিয়েছেন - মন্মনাভব। আমাকে স্মরণ করো ব্যস্, এমন ভাবে বসে বসে শরীর ত্যাগ করবে। সন্ন্যাসীদের এমনই হয় - বসে বসে দেহ ত্যাগ হয়। কারণ তারা ভাবেন আত্মাকে ব্রহ্মে লীন

হতে হবে, তাই যোগে বসে। কিন্তু যেতে পারে না। যেমন কাশী কালবট খায়, তাতে জীবঘাত হয়। সন্ন্যাসীরা এইভাবে বসে বসে দেহ ত্যাগ করে, বাবা দেখেছেন, সেসব হলো হঠ যোগ সন্ন্যাস।

বাবা বোঝান তোমাদের ৮৪ জন্ম কীভাবে হয়? তোমাদের অনেক নলেজ দেওয়া হয়, খুব কমই আছে যারা শ্রীমৎ অনুসারে চলে। দেহ অভিমানে এসে তখন বাবাকেও নিজের মত দিতে শুরু করে দেয়। বাবা বোঝান দেহী-অভিমানী হও। আমি আত্মা, বাবা তুমি হলে জ্ঞানের সাগর। বাবা আমি তোমার রায় অনুসারেই চলব। পদে পদে খুব সাবধান হতে হবে। ভুল তো হতেই থাকবে তবুও পুরুষার্থ করতে হবে। যেখানেই যাও বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। বিকর্মের অনেক বোঝা মাথায় রয়েছে। কর্মভোগও তো ভোগ করে মেটাতে হবে তাইনা। শেষ পর্যন্ত এ কর্ম ভোগ পিছু ছাড়বেনা। শ্রীমতের অনুসারে চলেই পারস বুদ্ধি হতে হবে। সাথে ধর্মরাজও আছেন। সুতরাং তিনি হলেন রেম্পন্সিবল। বাবা বসে আছেন, তোমরা কেন বোঝা নিজের উপরে রাখছো। পতিত - পাবন বাবাকে পতিতদের সভায় আসতেই হয়। এটা কোনো নতুন কথা নয়। অনেক বার পার্ট প্লে করেছে, রিপিট প্লে করতে থাকবে। একেই ওয়ান্ডার বলা হয়। আচ্ছা!

পারলৌকিক বাপদাদার হারানিধি বাচ্চাদেরকে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার সমান সবাইকে দুঃখ থেকে লিবারেট করার করুণা করতে হবে। সকলকে সুখের রাস্তা বলে দিতে হবে।

২) কোনো রকম বিনাশকারী (উল্টো) কর্তব্য করবে না। শ্রীমতের আধারে ২১ জন্মের জন্য নিজের প্রালব্ধ তৈরি করতে হবে। পদে - পদে সাবধান হয়ে চলতে হবে।

বরদান:- প্রতিজ্ঞার স্মৃতির মাধ্যমে লাভ গ্রহণকারী সর্বদা বাবার ব্লেসিংস এর পাত্র ভব
মন থেকে, বাণীর মাধ্যমে অথবা লেখার মাধ্যমে যে প্রতিজ্ঞাই গ্রহণ করে থাকো - তা স্মৃতিতে স্মরণ রাখো, তবেই সেই প্রতিজ্ঞার সম্পূর্ণ লাভ নিতে পারবে। চেক করো যে, কতবার প্রতিজ্ঞা করেছে আর তা কতবার পালন করেছে! প্রতিজ্ঞা আর ফায়দা এই দুইয়ের ব্যালেন্স রাখলে, তবেই বরদাতা বাবার থেকে ব্লেসিংস (আশীর্বাদ) প্রাপ্ত হতে থাকবে। যেমন ভাবে শ্রেষ্ঠ সংকল্প করে থাকো, ঠিক তেমনভাবেই যখন কর্ম শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে - তবেই সফলতার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠতে পারবে।

স্নোগান:- নিজেকে এমন দিব্য দর্পণ (আয়না) বানাও যার মধ্যে শুধু বাবাকেই দেখা যাবে - তবেই তাকে বলা যাবে সত্যিকারের সেবা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টির বাচ্চারা - তোমাদের অবশ্যই বাবার সমান মুরলীধর হতে হবে, মুরলীধর বাচ্চারা বাবার সাহায্যকারী হয়, বাবা তাদের উপরই খুশী হন"

*প্রশ্ন:- কোন বাচ্চাদের বুদ্ধি খুবই নির্মান (নিরহংকারী) হয়ে যায়?

*উত্তর:- যারা অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দান করে প্রকৃত ফিলাথ্রফিস্ট (লোক হিতৈষী) হয়, খুব হুঁশিয়ার সেলসম্যান হয়ে যায়, তাদের বুদ্ধি অত্যন্ত নির্মান হয়ে যায়। সার্ভিস করতে করতে বুদ্ধি স্বচ্ছ হয়ে যায়। দান করাতে কখনোই কোনো অভিমান আসা উচিত নয়। সবসময় যেন বুদ্ধিতে থাকে যে, শিববাবার দেওয়া দানই আমরা দিচ্ছি। শিববাবা স্মরণে থাকলে কল্যাণ হয়ে যাবে।

*গীত:- তুমিই মাতা, পিতাও তুমিই....

ওম্ শান্তি। কেবল মাতা - পিতার গীত শোনাতেই নাম সিদ্ধ হয় না। প্রথমে শিবায় নমঃ গীত শুনে তারপর মাতা - পিতার গীত শোনাতে নলেজের বিষয়ে জানতে পারবে। মানুষ তো মন্দিরে যায়, লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে যাবে, কৃষ্ণের মন্দিরে যাবে, সবার সামনেই তোমরা অর্থ না জেনেই মাতা - পিতা বলে দাও। প্রথমে শিবায় নমঃ গান শুনিয়া তারপর মাতা - পিতার গান শোনাতে মহিমা বোঝা যায়। নতুন কারোর জন্য এই গান ভালো। বোঝাতে সহজ হয়। বাবার নামই হলো শিব, তোমরা এমন তো বলবে না যে, শিব সর্বব্যাপী। তাহলে তো সকলের মহিমাই এক হয়ে যাবে। তাঁর নামই হলো শিব। দ্বিতীয় আর কেউই নিজের উপরে শিবায় নমঃ নাম রাখতে পারে না। তাঁর মতি এবং গতি সকল মানুষের থেকেই পৃথক। দেবতাদের থেকেও পৃথক। এই জ্ঞান শেখান একমাত্র মাতা - পিতাই। সন্ন্যাসীদের মধ্যে তো মাতা নেই, তাই তাঁরা রাজযোগ শেখাতে পারে না। শিবায় নমঃ তো যে কোনো কাউকে বলা যাবে না। দেহধারীদের শিবায় নমঃ খোড়াই বলবে। এইসব কথা বোঝাতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও কিন্তু নম্রর অনুসারে আছে। কতো ভালো - ভালো বাচ্চাও পয়েন্টস মিস্ করে দেয়। নিজেদের তো অনেকেই মিয়াঁ মিঠুঁ (সবজাত্য) মনে করে। এতে হৃদয়ের স্বচ্ছতার প্রয়োজন। প্রতিটি বিষয়েই সত্যকথা বলা, সং হয়ে থাকতে হবে - এতে সময় লাগে। দেহ - ভাবে এলে তখন পরিবারাদি সব বিষয় চলে আসে। এখন এমন কথা কেউই বলতে পারবে না যে আমি দেহী - অভিমানী, তাহলে তো কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে। এ সবই হবে নম্রর অনুসারে। কেউ কেউ তো খুবই কুপুত্র হয়। এ তো জানাই যায় যে, কে কে বাবার সার্ভিস করে। যখন শিববাবার হৃদয়ে স্থান পাবে তখনই রুদ্র মালার কাছাকাছি আসতে পারবে আর সিংহাসনের যোগ্য হবে। লৌকিক বাবার মনেও সুপুত্ররই স্থান পায়, যারা লৌকিক বাবাকে সহায়তা করে। এও হলো বেহদের বাবার অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের ধান্দা। তাই এই কাজে যারা সাহায্য করে তাদের উপর বাবা খুশী থাকেন। এই অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জ ধারণ করতে এবং ধারণ করাতে হবে। কেউ কেউ মনে করে আমরা ইনসিওর করেছি। তার পরিবর্তে তোমরা তো পেয়েই যাবে। এখানে তো অনেককে দান করতে হবে, বাবার সমান অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের ফিলাথ্রফিস্ট হতে হবে। বাবা আসেনই জ্ঞান রঞ্জে ঝুলি ভরপুর করতে, অর্থের কোনো কথা নয়। বাবার সুসন্তানই পছন্দ হয়। ব্যবসা করতে না জানলে তাদের মুরলীধর, সওদাগরের সন্তান কিভাবে বলবে? লজ্জাও থাকা উচিত যে, আমি তো কোনো কাজ করি না। সেলসম্যান যখন হুঁশিয়ার মনে করা হয় তখন তাকে ভাগীদার বানানো হয়। এমনই এমনি খোড়াই ভাগ পাওয়া যায়। এই কাজে লেগে গেলে বুদ্ধি খুবই নির্মান (নিরভিমান) হয়ে যায়। সার্ভিস করতে করতে বুদ্ধি স্বচ্ছ হয়ে যায়। বাবা - মাম্মা নিজেদের অনুভব শোনান। বাবা তো শেখান, এ তো তোমরা জানো যে, এই বাবা খুব সুন্দর ধারণা করে সুন্দর মুরলী শোনান। আচ্ছা, মনে করো, এনার মধ্যে শিববাবা আছেন, তিনি তো মুরলীধরই, কিন্তু এই বাবাও তো জানেন। না হলে এমন পদ কিভাবে পেতেন? বাবা বুদ্ধিযেছেন যে, সবসময় মনে করবে শিববাবা শোনাচ্ছেন। শিববাবার স্মরণ থাকলে তোমাদেরও কল্যাণ হয়ে যাবে। এনার মধ্যে তো শিববাবা আসেন। মাম্মা তাঁর ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী আলাদা ভাবে বলেন। তাঁর নাম উচ্ছল করতে হবে কেননা মেয়েদেরকে উপরে রাখতে হয়। বলা হয় না - সে যেমন তেমনই হোক, আমার, আমাকেই সামলাতে হবে। পুরুষরই এমন বলেন। স্ত্রী এমন বলে না, যেমন তেমন হোক...। বাবাও বলেন, বাচ্চারা, তোমরা যে যেমনই হও, তোমরা হলে আমার, তোমাদেরকে আমাকেই তো দেখতে হবে। নাম তো বাবারই খ্যাত হয়, তারপর শক্তির নাম উচ্ছল হয়। তাদেরই সেবার ভালো সুযোগ মেলে। দিনে দিনে সেবা অনেক সহজ হয়ে যাবে। জ্ঞান আর ভক্তি হলো দিন আর রাত, সত্যযুগ আর ত্রেতা হলো দিন, সেখানে সুখ থাকে, দ্বাপর আর কলিযুগ হলো রাত, সেখানে দুঃখ। সত্যযুগে ভক্তি থাকে না। এ কতো সহজ। ভাগ্যে না থাকলে কিন্তু ধারণা করতে পারে না। পয়েন্টস তো খুবই সহজ পাওয়া যায়।

মিত্র - সম্বন্ধীদের কাছে গিয়ে বোঝাও, নিজের ঘরকে তুলে ধরো। তোমরা তো গৃহস্থ জীবনে থাকো তাই খুব সহজ রীতিতেই কাউকে বোঝাতে পারো। সন্নতিদাতা তো এক এই পারলৌকিক বাবাই। তিনি শিক্ষকও আবার সঙ্গুরুও। বাকি দ্বাপর থেকে শুরু করে সবাই দুর্গতি করতেই এসেছেন। ব্রষ্টাচারী পাপ আত্মারা এই কলিযুগে আছেন। সত্যযুগে পাপ আত্মার নাম থাকে না, এখানেই অজামিল, গণিকা, অহল্যা সমস্ত পাপ আত্মারা আছে। অধিকল্পকে স্বর্গ বলা হয়। ভক্তি যখন শুরু হয় তখনই মানুষের নীচে নামা শুরু হয়ে যায়। আর এই নামতে তো অবশ্যই হবে। সূর্যবংশীরা নামতে নামতে চন্দ্রবংশী হয়। তারপরও নামতে থাকে। দ্বাপর থেকে যাদের পেয়েছ, তারা নীচের দিকেই নামায়। এও তোমরা এখনই জানো। দিনে দিনে তোমাদের মধ্যে শক্তি আসতে থাকবে। সাধু সন্তদের বোঝানোর জন্যও যুক্তি বের করতে থাকে। অবশেষে অবশ্যই বুঝবে যে, পরমপিতা পরমাত্মা সর্বব্যাপী কিভাবে হতে পারে? বোঝানোর জন্য অনেক পয়েন্টস আছে। ভক্তি প্রথমে অব্যভিচারী তারপর ব্যভিচারী হয়। কলাও কম হয়ে যায়। এখন আর কোনো কলা নেই। ঝাড় এবং গোলকেও দেখানো হয়েছে যে কলা কিভাবে কম হয়। এই বোঝানো হলো খুবই সহজ, কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে বোঝাতে পারবে না। দেহী - অভিমানীও হয় না। পুরানো দেহতে আটকে থাকে। বাবা বলেন যে - এই পুরানো দেহ থেকে মমত্ব ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো। দেহী - অভিমানী না হলে উঁচু পদও পেতে পারবে না। স্টুডেন্ট এমন খোড়াই চাইবে যে লাস্টে বসে থাকি। আত্মীয় পরিজন, টিচার, স্টুডেন্ট ইত্যাদি সবাই বুঝে যাবে যে, এর পড়াতে মন নেই। এখানেও বুঝতে পারে যে শ্রীমতে না চললে তখন এমন অবস্থা হবে। কে প্রজা হবে, কে দাস - দাসী সবই বুঝে যায়। বাবা বোঝান যে, তোমরা তোমাদের মিত্র - সম্বন্ধীদের কল্যাণ করো। এই হলো নিয়ম। ঘরে যদি বড় ভাই থাকে তাহলে তার দায়িত্ব হলো ছোটো ভাইকে সাহায্য করা -- একেই বলা হয় চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম। বাবা বলেন, অর্থ দান করলে সেই অর্থ কখনোই কমে না -- অর্থ দান না করলে কিছুই পাবে না, পদও পেতে পারবে না। এখানে খুব ভালো সুযোগ মেলে। তোমাদের দয়ালু হতে হবে। তোমরা সন্ন্যাসী আর সাধুদের প্রতিও দয়ালু হও। তোমরা বলো যে, তোমরা সবাই এসে বোঝো। তোমরা তোমাদের পারলৌকিক বাবাকে জানো না, যে বাবা তোমাদের প্রতি কল্পে সদা সুখের অবিনাশী সম্পদের উত্তরাধিকার দেন। এ কথা কেউই জানে না। তারা বলে অফিসার্সও ব্রষ্টাচারী তাহলে শ্রেষ্ঠাচারী কে বানাবে?

আজকাল তো সাধুদের সমাজে অনেক সম্মান। তোমরা যদি লেখো যে, বাবা এদের উপরেও দয়া করেন তাহলে সবাই আশ্চর্য হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে তোমাদের খুব নাম হবে। তোমাদের কাছে অনেকেই আসতে থাকবে। প্রদর্শনীও হতে থাকবে। অবশেষে কেউ তো অবশ্যই যাবে। সন্ন্যাসীরাও যাবেন। কোথায় আর যাবেন, একটাই তো দোকান। এরপর অনেক উল্লসিত হতে থাকবে। খুব ভালো ভালো ছবি তৈরী করা হবে বোঝানোর জন্য, যে ছবি দেখে যে কেউ এসে বুঝতে পারে। যখন মৌচাকে আগুন লাগবে তখন মানুষ যাবে কিন্তু তখন অনেক দেহী হয়ে যাবে। বাচ্চাদের জন্যও এমনই। পিছনের দিকে কতো দৌড়াতে পারবে। রেসেও কেউ কেউ প্রথমে আস্তে আস্তে দৌড়ায়। জয়ের পুরস্কার তো অল্প জনই পায়। এও তেমন তোমাদের ঘোড়দৌড়। আধ্যাত্মিক (রুহানী) যাত্রার এই দৌড়ের জন্যও জ্ঞানী আত্মার প্রয়োজন। বাবাকে স্মরণ করো, এও তো জ্ঞানই, তাই না। এই জ্ঞান আর কারোরই নেই। এই জ্ঞানেই মানুষ হীরেতুল্য হয়। অজ্ঞানের কারণে মানুষ কড়ি তুল্য হয়ে যায়। বাবা এসে আমাদের সতোপ্রধান প্রালব্ধ করে দেন। এরপর তা অল্প অল্প করে কমতে থাকে। এইসব পয়েন্ট ধারণ করে অভিনয়ে আসতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের মহাদানী হতে হবে। ভারতকে মহাদানী বলা হয় কেননা এখানেই বাবার সামনে সবাই তন - মন - ধন অর্পণ করো। বাবাও তখন সবকিছুই অর্পণ করে দেন। ভারতে অনেকেই মহাদানী আছেন। বাকি মানুষ সবাই অন্ধশ্রদ্ধায় আটকে থাকেন। এখানে তো তোমরা ঈশ্বরের শরণাগতিতে এসেছো। রাবণের কাছে দুঃখ পেয়ে রামের স্মরণ নিয়েছো। তোমরা সকলেই শোক বাটিকাতে ছিলে। এখন আবার অশোক বাটিকাতে অর্থাৎ স্বর্গে যেতে হবে। তোমরা স্বর্গ স্থাপনাকারী বাবার শরণ নিয়েছো। কেউ তো ছোটো অবস্থাতেই এখানে জোর করে এসে গেছে, তাই তাদের এখানে শরণাগতিতে সুখ আসে না। তাদের ভাগ্যেই তাই তাদের মায়া রাবণের শরণ চাই। ঈশ্বরের শরণাগতি থেকে দূর হয়ে তারা মায়ার শরণে যেতে চায়। এ তো আশ্চর্যের কথা তাই না!

এই শিবায় নমঃ গীত খুব ভালো। তোমরা এই গান শুনতে পারো। মানুষ তো এর অর্থ বুঝতে পারে না। তোমরা বলবে, আমরা শ্রীমতের উপরে এর যথার্থ অর্থ বোঝাতে পারি। ওরা তো পুতুল খেলা করে। ড্রামা অনুসারে এই গীত গুলিরও সাহায্য পাওয়া যায়। বাবার হয়ে সেবাপরায়ণ যদি না হও তাহলে হৃদয়ে কিভাবে বিরাজ করবে। কোনো কোনো বাচ্চা কুপ্ত হয়ে কতোই না দুঃখ দেয়। এখানে তো মায়ের মৃত্যুতেই জ্ঞান রূপী হালুয়া খায়, স্ত্রীর মৃত্যুতেও সেই হালুয়া খায়, কান্নাকাটি বা হা হতাশ করে না। এই নাটকে দৃঢ় নিশ্চিত থাকতে হবে। মাশ্চা - বাবাও যাবে আবার অনন্য বাচ্চারাও অ্যাডভান্সে যাবে। এই ভূমিকা পালন তো করতেই হবে। এতে দৃষ্টিভ্রম কি আছে? সাক্ষী হয়ে আমরা এই খেলা দেখি। তোমাদের অবস্থা সদা প্রফুল্লিত থাকা চাই। বাবারও খেয়াল আসে, ল' বলে অবশ্যই আসবে। এমন নয় যে মাশ্চা - বাবা

পরিপূর্ণ হয়ে গেছেন। এই পরিপূর্ণ অবস্থা অন্তিমে হবে। এই সময় কেউই নিজেদের পরিপূর্ণ বলতে পারবে না। এই লোকসান হলো, খিটমিট হলো, কাগজে বি.কে দেব নামে নানান গুজব বের হলো, এ সবই আগের কল্পে হয়েছিলো। চিন্তার কি আছে, ১০০ পার্সেন্ট অবস্থা অন্তিম সময়ে হবে। বাবার হৃদয়ে তখনই স্থান পাবে যখন তোমরা দয়ালু হবে, অন্যদেরও নিজের সমান বানাবে। ইনসিওর করলে, সে কথা আলাদা। সে তো নিজেদের জন্যই করে। এ তো জ্ঞান রত্নের দান অন্যদের দিতে হবে। বাবাকে সম্পূর্ণ স্মরণ না করলে বিকর্মের যে বোঝা মাথার উপরে আছে তা সম্পূর্ণ খুলে বেরিয়ে আসবে। প্রদর্শনীতেও বোঝানোর জন্য যোগ্য মানুষ চাই। তোমাদের হুঁশিয়ার হতে হবে। রাতে স্মরণ করলে মজা আসে। এই আত্মিক সাজনকে পুনরায় প্রভাবে স্মরণ করতে হবে। বাবা তুমি কতো মিষ্টি, তুমি আমাকে কি থেকে কি করে তুলছো। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) হৃদয়ে সর্বদা স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। সত্য বলতে হবে, সত্য হয়ে চলতে হবে। দেহ - বোধের বশে এসে নিজেকে অতি চালাক মনে করবে না। অহংকারে আসবে না।

২) সাক্ষী হয়ে এই খেলা দেখতে হবে। ড্রামার উপরে দৃঢ়তার সাথে থাকতে হবে। কোনো বিষয়ে দুচিন্তা করবে না। অবস্থা সর্বদা প্রফুল্লিত রাখতে হবে।

বরদান:- স্বরাজ্যের সম্ভার দ্বারা বিশ্ব রাজ্য প্রাপ্তকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব। এই সময় যে স্বরাজ্য সম্ভারধারী অর্থাৎ কর্মন্দ্রিয়জিৎ হয়, সে-ই বিশ্ব রাজ্যের সম্ভা প্রাপ্ত করে থাকে। স্বরাজ্য অধিকারী-ই বিশ্ব রাজ্য অধিকারী হয়। তো চেক করো মন-বুদ্ধি আর সংস্কার, আত্মার শক্তি গুলি রয়েছে, আত্মা কি এই তিনের মালিক? মন তোমাকে চালায় নাকি তুমি মনকে চালাও? পুরানো সংস্কার গুলি কখনো তার দিকে টেনে নিয়ে যায় না তো? স্বরাজ্য অধিকারীর স্থিতি হলো সর্বদা মাস্টার সর্বশক্তিমান, যার মধ্যে কোনও শক্তির অভাব নেই।

স্লোগান:- সর্ব খাজনার চাবি - "আমার বাবা" সাথে থাকলে কোনো আকর্ষণই আকৃষ্ট করতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - যত যত তোমরা বাবাকে স্মরণ করবে, ততই তোমাদের বুদ্ধির তালো খুলতে থাকবে, যারা প্রতি মুহূর্তে বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায়, তারা হলো আনলাকি বাচ্চা”

*প্রশ্নঃ - খাতা জমা করার আধার কী? সবথেকে বেশী উপার্জন কিসে হয়?

*উত্তরঃ - দান করলে খাতা জমা হয়। যত যত তোমরা অন্যদেরকে বাবার পরিচয় দেবে, ততই আমদানী বৃদ্ধি হতে থাকবে। মুরলীর দ্বারা তোমাদের অনেক বেশী উপার্জন হয়। এই মুরলী তোমাদেরকে শ্যামলা থেকে গৌর (সুন্দর) করে তোলে। মুরলীর মধ্যেই ঈশ্বরীয় জাদু আছে। মুরলীর দ্বারাই তোমরা ধনসম্পদে সমৃদ্ধ হচ্ছে।

*গীতঃ- আমাদের সেই রাস্তায় চলতে হবে...

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে বাচ্চারা, এই জ্ঞান মার্গে হোঁচট খেয়ে পড়তেও হবে আবার নিজেকে সামলে নিতে হবে। মুহূর্মুহু বাবাকে ভুলে যাও তাই হোঁচট খেয়ে পড়ে যাও। বাবার স্মরণে থাকলে নিজেকে সামলে নিতে পারবে। মায়া বাবার স্মরণ ভুলিয়ে দেয় কেননা এইসব হল নতুন কথা, তাই না। এমনি তে তো বাবাকে কেউ কখনও ভুলে যায় না। স্ত্রী কখনও তার স্বামীকে ভুলে যায় না। বিয়ে হয়ে গেলেই বুদ্ধির যোগ তার প্রতি চলে যায়। ভোলায় কোনও কথাই নেই। পতি হল পতি। বাবা হলেন বাবা। এখন ইনি তো হলেন নিরাকার বাবা, যাঁকে সাজনও বলে থাকো। ভক্তদেরকে সজনী বলা হয়। এইসময় সবাই হল ভক্ত। ভগবান হলেন এক। ভক্তদেরকে সজনী, ভগবানকে সাজন বা ভক্তদেরকে বালক, ভগবানকে বাবা বলা যায়। এখন পতিদের পতি বা পিতাদের পিতা হলেন এক তিনিই। প্রত্যেক আত্মার বাবা পরমাত্মা তো আছেনই। সেখানের লৌকিক বাবা তো সকলের আলাদা আলাদা। এই পারলৌকিক পরমপিতা সকল আত্মাদের বাবা হলেন এক গড় ফাদার, তাঁর নাম হল শিববাবা। কেবল গড় ফাদার, মাউন্ট আবু লিখলে বলা - চিঠি পৌঁছাবে? নাম তো লিখতে হবে তাই না। ইনি তো হলেন অসীম জগতের বাবা। তাঁর নাম হল শিব। শিবকাশী বলে থাকে তাই না। সেখানে শিবের মন্দির আছে। অবশ্যই সেখানেও গেছেন। দেখায় না যে - রাম এখানে গেছে, সেখানে গেছে, গান্ধী এখানে গেছে... তো অবশ্যই শিববাবারও চিঠি আছে। কিন্তু তিনি তো হলেন নিরাকার। তাঁকে ফাদার বলা হয়। আর কাউকে ‘সকলের ফাদার’ বলা হয় না। তিনি হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরেরও ফাদার। তাঁর নাম হল শিব। কাশীতেও মন্দির আছে। উজ্জয়িনীতেও শিবের মন্দির আছে। এত মন্দির কেন তৈরী হয়েছে, কেউ তা জানে না। যেরকম লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করে, বলে যে এনারা স্বর্গের মালিক ছিলেন, কিন্তু স্বর্গ কবে ছিল, এনারা কিকরে মালিক হলেন, এসব কথা কেউ জানে না। পূজারী যার পূজা করে, তাঁর অকুপেশনকেই যদি না জানে, তাহলে সেটাকে অন্ধশ্রদ্ধা বলা হবে তাই না। এখানেও বাবা বলছেন কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় নেই। মাতা-পিতাকে জানে না। লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজারী পূজা করে, শিবের মন্দিরে গিয়ে মহিমা করে, গাইতে থাকে - তুমি মাতা-পিতা.... কিন্তু তিনি কিরকম মাতা-পিতা, কবে হয়েছিলেন - কিছুই জানে না। ভারতবাসীরা একদম কিছুই জানে না। খ্রীষ্টান, বৌদ্ধী ইত্যাদি নিজেদের খ্রাইষ্টকে, বৌদ্ধকে স্মরণ করে। দ্রুত তার বায়োগ্রাফি বলে দেবে - খ্রাইষ্ট অমুক সময়ে খ্রীষ্টার্ণ ধর্মের স্থাপনা করতে এসেছিলেন। ভারতবাসী যাকেই পূজা করুক, কিন্তু তিনি কে, তা জানে না? না শিবকে, না ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে, না জগদম্বাকে, জগতপিতাকে, না লক্ষ্মী-নারায়ণকে জানে, কেবল পূজা করতে থাকে। তাদের বায়োগ্রাফি সম্বন্ধে কিছুই জানে না। বাবা আত্মাদেরকে বসে বোঝাচ্ছেন - তোমরা যখন স্বর্গে ছিলে তখন তোমাদের আত্মা আর শরীর দুটোই পবিত্র ছিল, তোমরা তখন রাজস্ব করত। তোমরা জানো যে অবশ্যই আমরা রাজস্ব করেছিলাম, আমরা পুনর্জন্ম নিয়েছি। ৮৪ জন্ম ভোগ করতে-করতে বাদশাহী হারিয়ে ফেলেছি। গোরা থেকে কালো হয়ে গেছি। সুন্দর ছিলাম, এখন শ্যাম হয়ে গেছি। আজকাল তো নারায়ণকেও শ্যাম বর্ণ দেখায়, এথেকে প্রমাণিত হয় যে তিনিই শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, পরে শ্রীনারায়ণ হন। কিন্তু এই কথাকে কেউ বুঝতে পারে না।

যাদব হলো মিসাইল ইনভেন্টকারী আর কৌরব-পাণ্ডব ভাই-ভাই ছিল। সেখানে আসুরিক ভাই আর এখানে হল দৈব ভাই। ইনিও আসুরিক ছিলেন, এনাকে বাবা শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দৈব ভাই বানিয়েছেন। দুই ভাই-এর যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল? অবশ্যই পাণ্ডবদের জয় হয়েছিল, আর কৌরবদের বিনাশ হয়েছিল। এখানে বসে যদিও মাশ্বা-বাবা বলে ডাকে, কিন্তু কিছুই জানে না। বাবার শ্রীমতে চলে না। জানে না যে বাবা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। নিশ্চয় থাকে না।

দেহ-অভিমাত্রী হওয়ার কারণে, দেহের মিত্র-সম্বন্ধীদেরকে স্মরণ করতে থাকে। এখানে তো দেহী (আত্মিক) বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এটা হল নতুন কথা। মানুষ তো কিছুই বুঝতে পারে না। এখানে মাতা-পিতার কাছে বসে থেকেও তাকে জানে না। এটা আশ্চর্যের বিষয় তাই না। জন্মই এখানে হয়েছে। তথাপি জানেনা, কারণ তিনি হলেন নিরাকার। তাঁকে ভালোভাবে বুঝতে পারে না। তাঁর শ্রীমতে চলে না তাই আশ্চর্যবৎ ভাগ্যন্তী হয়ে যায়। যার দ্বারা স্বর্গের ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তাঁকে না জানার কারণে ছেড়ে চলে যায়। যারা বাবাকে জানে তাদেরকে বশ্তাবর (ভাগ্যবান) বলা হয়। দুঃখ থেকে লিবারেট করেন তো এক বাবা-ই। দুনিয়াতে দুঃখ তো অনেক আছে। এটা হলই ব্রষ্টাচারী রাজ্য। ড্রামা অনুসারে পুনরায় ৫ হাজার বছর পর এইরকমই ব্রষ্টাচারী সৃষ্টি হবে, পুনরায় বাবা এসে সত্যযুগী শ্রেষ্ঠাচারী স্বরাজ্য স্থাপন করবেন। তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হতে এসেছো। এটা হল মানুষের দুনিয়া। দেবতাদের দুনিয়া সত্যযুগে হয়। এখানে আছে পতিত মানুষ, পাবন দেবতা সত্যযুগে হবে। এসব কথা তোমাদেরকেই বোঝানো হয়, তোমরা যারা ব্রাহ্মণ হয়েছো। যারা ব্রাহ্মণ হবে, তাদেরকেই বোঝানো হবে। সবাই তো আর ব্রাহ্মণ হবে না। যারা ব্রাহ্মণ হয়েছে, তারাই পুনরায় দেবতা হবে। ব্রাহ্মণ না হলে তো দেবতা হতে পারবে না। বাবা-মাম্মা বলেছো তো ব্রাহ্মণ কুলে এসেছো। তারপর তো হল পড়াশোনার আধারে পুরুষার্থ। এখন কিংডম (রাজধানী) স্থাপন হচ্ছে আর ইব্রাহিম, বুদ্ধ প্রমুখ কেউই কিংডম স্থাপন করে না। খ্রীষ্ট একা এসেছে। কারো মধ্যে প্রবেশ করে খ্রীষ্টান ধর্ম স্থাপন করেছে। তারপর তো যারা খ্রীষ্টান ধর্মের আত্মারা উপরে ছিল, তারা আসতে থাকে। এখন সকল খ্রীষ্টান আত্মারা এখানে আছে। এখন অন্তিম সময়ে সবাইকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। বাবা সকলের গাইড হয়ে সবাইকে দুঃখ থেকে লিবারেট করছেন। বাবা-ই হলেন সমগ্র মনুষ্যজাতির লিবারেটার আর গাইড। সকল আত্মাদেরকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। আত্মা পতিত হওয়ার কারণে বাড়ি ফিরে যেতে পারে না। নিরাকারী দুনিয়া তো হল পবিত্র তাই না। এখন এই সাকারী সৃষ্টি হল পতিত। এখন এদের সকলকে পবিত্র কে বানাবেন, যাতে এরা নিরাকারী দুনিয়াতে যেতে পারে? এইজন্য আহ্বান করে, ও গড় ফাদার এসো। গড় ফাদার বলছেন যে আমি একই বার আসি, যখন সমগ্র দুনিয়া ব্রষ্টাচারী হয়ে যায়। কতো গুলি-বারুদ ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে - একে-অপরকে মারার জন্য। একদিকে তো বশ্ব তৈরী করছে, অন্যদিকে আবার ন্যাচারাল ক্লাইমেটিস (প্রাকৃতিক বিপর্যয়), ক্লাডস্ (বন্যা), আর্থকোয়েক (ভূমিকম্প) ইত্যাদি হবে, বিদ্যুৎ চমকাবে, সবাই অসুস্থ হয়ে পড়বে কেননা জৈব সার তো তৈরী হতে হবে তাই না। নোংরা পচনশীল দ্রব্য থেকেই তো সার তৈরী হয়, তাই না। তো এই সমগ্র সৃষ্টিতে জৈব সার চাই, যার দ্বারা ফার্স্ট ক্লাস বৃক্ষ উৎপাদন হবে। সত্যযুগে কেবল ভারতই ছিল। এখন এত সকলের বিনাশ হতে হবে। বাবা বলছেন - আমি এসে দৈবী রাজধানী স্থাপন করি, অন্যদিকে সবকিছু বিনাশ হয়ে যাবে, বাদবাকি তোমরা স্বর্গে চলে যাবে। স্বর্গকে তো সবাই স্মরণ করে তাই না। কিন্তু স্বর্গ কাকে বলা হয়, এটা কারো জানা নেই। কেউ মারা গেলে বলে স্বর্গবাসী হয়েছে। আরে কলিযুগে যারা মরবে তারা অবশ্যই কলিযুগেই পুনর্জন্ম নেবে তাই না। এতটাও বুদ্ধি কারো নেই। ‘ডক্টর অফ ফিলোসোফি’ নাম রেখে দেয়, বুঝতে কিছুই পারে না। মানুষ মন্দিরে বসবাসের যোগ্য ছিল। সেটা হল ক্ষীর সাগর আর এটা হল বিষয় সাগর। এইসব কথা বাবা-ই বোঝাচ্ছেন। পড়াবেন তো মানুষকেই, জন্তু-জানোয়ারকে তো পড়াবেন না, না!

বাবা বোঝাচ্ছেন, এই ড্রামা দৈবনির্ধারিত। যেরকম ধনবান মানুষ, সেইরকমই তাদের ফার্নিচার হবে। গরীবের কাছে মাটির পাত্র থাকবে, ধনবানদের কাছে তো অনেক বৈভব থাকবে। তোমরা সত্যযুগে ধনবান হবে তখন তোমাদের হিরে-জহরতের মহল থাকবে। সেখানে কোনও নোংরা আবর্জনা থাকবে না, দুর্গন্ধ থাকবে না। এখানে তো চারিদিকে দুর্গন্ধ তাই ধূপ জ্বালানো হয়। সেখানে তো ফুল ইত্যাদিতে ন্যাচারাল সুগন্ধি থাকবে। ধূপ জ্বালানোর দরকারই পড়বে না, তাকে হেভেন বলা হয়। বাবা হেভেনের মালিক বানানোর জন্য পড়াচ্ছেন। দেখো, কিরকম সাধারণ। এইরকম বাবাকে স্মরণ করতেও ভুলে যায়! পুরোপুরি নিশ্চয় নেই তাই ভুলে যায়। যাঁর থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, এইরকম মাতা-পিতাকে ভুলে যাওয়া কতটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার! বাবা এসে উঁচুর থেকেও উঁচু বানাচ্ছেন। এইরকম মাতা-পিতার শ্রীমতে না চললে তো ১০০ শতাংশ মোস্ট আনলাকি বলা হবে। নশ্বরের ক্রমানুসার তো আছে তাই না। কোথায় পড়াশোনা করে বিশ্বের মালিক হওয়া, কোথায় নকর-চাকর হওয়া! তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা কতটা পড়াশোনা করছি। সেখানে তো কেবল ধর্ম পিতারা আসে ধর্ম স্থাপন করার জন্য, এখানে মাতা-পিতা আছেন কেননা এটা হল প্রবৃত্তি মার্গ তাই না। পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল। এখন হল অপবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ। লক্ষ্মী-নারায়ণ পবিত্র ছিলেন তো তাদের সন্তানও পবিত্র ছিলেন। তোমরা জানো যে আমরা কি হতে চলেছি? মাতা-পিতা কতো উচ্চ বানাচ্ছেন তাই তাকে ফলো করতে হবে তাই না! ভারতকেই মাদার-ফাদার কান্ডি বলা হয়। সত্যযুগে সবাই পবিত্র ছিল, এখানে সবাই হল পতিত। কত ভালোভাবে বোঝানো হয় কিন্তু বাবাকে স্মরণ না করলে বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যায়। শুনতে-শুনতে পড়া ছেড়ে দেয় তো বুদ্ধির তালা একদম বন্ধ হয়ে যায়। স্কুলেও নশ্বরের ক্রমানুসার আছে। পাথরবুদ্ধি আর পারসবুদ্ধি বলা হয়। পাথর বুদ্ধি

কিছুই বুঝতে পারে না, সারাদিনে ৫ মিনিটও বাবাকে স্মরণ করে না। ৫ মিনিট স্মরণ করলে তো এতটুকুই তালা খুলবে। বেশী স্মরণ করলে তো ভালোভাবে তালা খুলে যাবে। সবকিছুর আধার হল স্মরণ। কোনো কোনো বাচ্চা বাবাকে পত্র লেখে - প্রিয় বাবা বা প্রিয় দাদা। এখন কেবল প্রিয় দাদা লিখে পোস্টে চিঠি ফেললে তো দাদার কাছে পৌঁছাবে? নাম তো চাই তাই না! দাদা-দাদী তো দুনিয়াতে অনেক আছে। আচ্ছা!

আজ হলো দীপাবলী। দীপাবলীতে নতুন খাতা রাখে। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। লৌকিকের ব্রাহ্মণরা ব্যবসায়ীদের দিয়ে নতুন খাতা রাখায়। তোমাদেরকেও নতুন খাতা রাখতে হবে। কিন্তু এটা হল নতুন দুনিয়ার জন্য। ভক্তি মার্গের খাতা হল সীমাহীন লোকসানের খাতা। তোমরা অসীম জগতের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছো, অসীম জগতের সুখ-শান্তি প্রাপ্ত করছো। এই অসীম জগতের কথা অসীম জগতের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন আর অসীম সুখ প্রাপ্তকারী বাচ্চারা এই সব বুঝতে পারে। বাবার কাছে কোটির মধ্যে কয়েকজনই আসে। চলতে-চলতে উপার্জনে ঘাটতি দেখা দেয় তখন যেটুকু জমা হয় সেটাও না-এর সমান হয়ে যায়। তোমাদের খাতা তখন বৃদ্ধি পাবে যখন কাউকে দান করবে। দান না করলে আমদানীর বৃদ্ধি হয় না। তোমরা পুরুষার্থ করছো যাতে আমদানীর বৃদ্ধি হয়। সেটা তখন হবে, যখন কাউকে দান করবে, কারো ভালো করবে। কাউকে বাবার পরিচয় দেওয়া মানে জমা হওয়া। পরিচয় না দিলে তো জমাও হবে না। তোমাদের উপার্জন হল অনেক অনেক বড়। মুরলী থেকে তোমাদের সত্যিকারের উপার্জন হয়, কেবল এটা বুঝতে হবে যে মুরলী কার? এটাও তোমরা বাচ্চারা জানো - যারা শ্যামলা হয়ে গেছে তাদেরকেই গৌর বানানোর জন্য মুরলী শুনতে হবে। ‘তোমার মুরলীতে জাদু আছে’। ‘ঐশ্বরীয় জাদু’ বলে তাই না। তো মুরলীতে ঐশ্বরীয় জাদু আছে। এই জ্ঞানও তোমাদের এখনকার জন্য। দেবতাদের মধ্যে এই জ্ঞান ছিল না। যখন তাদের মধ্যেই জ্ঞান ছিল না তো তাদের পরবর্তী সময়ের মানুষের মধ্যে জ্ঞান কিকরে থাকবে? শাস্ত্র ইত্যাদি যাকিছু পরবর্তী সময়ে তৈরী হয়েছে, সেই সব বিনাশ হয়ে যাবে। তোমাদের এই সত্যিকারের গীতা তো খুবই অল্প। দুনিয়াতে তো সেই গীতা প্রায় লক্ষ সংখ্যক আছে। বাস্তবে এই চিত্রই হল সত্যিকারের গীতা। সেই গীতাতে এত কিছু বুঝতে পারবে না, যতটা এই চিত্র দেখে বুঝতে পারবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ভালোভাবে পড়াশোনা করে নিজেকে বখ্তাবর (ভাগ্যবান) বানাতে হবে। দেবতা হওয়ার জন্য পাক্ষা ব্রাহ্মণ হতে হবে।

২) দেহী বাবাকে স্মরণ করার জন্য দেহী-অভিমানী হতে হবে। দেহকেও ভোলার অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ:- সর্বদা নিজেকে সারথী আর সাক্ষী মনে করে দেহ-ভাব থেকে পৃথক থাকা যোগযুক্ত ভব যোগযুক্ত থাকার সরল বিধি হলো - সর্বদা নিজেকে সারথী আর সাক্ষী মনে করে চলা। এই রথের চালক হলাম আমি আত্মা সারথী, এই স্মৃতি স্বতঃ এই রথ অথবা দেহ থেকে বা কোনো প্রকারের দেহ-ভাব থেকে পৃথক বানিয়ে দেয়। দেহ ভাব নেই তো সহজেই যোগযুক্ত হয়ে যায় আর প্রত্যেক কর্মও যুক্তিযুক্ত হয়। নিজেকে সারথী মনে করলে সকল কর্মেন্দ্রিয় নিজের কন্ড্রোলে থাকে। সে কোনও কর্মেন্দ্রিয়ের বশীভূত হতে পারবে না।

স্নোগানঃ:- বিজয়ী আত্মা হতে হলে অ্যাটেনশন আর অভ্যাস - একে নিজস্ব সংস্কার বানিয়ে নাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“ব্রাহ্মণ জীবনের পার্সোনালিটি - সব প্রশ্নের উদ্দেশ্য সदा প্রসন্নচিত্ত থাকা”

আজ সর্বপ্রাপ্তি দাতা, বাপদাদা নিজের সর্বপ্রাপ্তি স্বরূপ বাচ্চাদের দেখছেন। বাপদাদার দ্বারা বহুল প্রাপ্তি তো হয়েছে, যদি সেসবের বর্ণনা করো তবে তা' কিন্তু অনেক

লম্বা লিস্ট, বলার পরিবর্তে তোমরা এটাই বর্ণন করে থাকো, 'এই ব্রাহ্মণ জীবনে কোনো বস্তু অপ্রাপ্ত নয়।' তাইতো বাপদাদা দেখছেন যে, প্রাপ্তি তো অনেক, লম্বা লিস্ট রয়েছে তো না! সুতরাং যার সর্বপ্রাপ্তি হয়েছে তার লক্ষণ হিসেবে প্রত্যক্ষ জীবনে কী প্রতীয়মান হবে তা' জানো তো না? সর্বপ্রাপ্তির লক্ষণ হলো - সর্বদা তার মুখে আর আচরণে প্রসন্নতার পার্সোনালিটি দেখা যাবে। পার্সোনালিটিই যে কোনো কাউকে আকর্ষণ করে। অতএব, সর্বপ্রাপ্তির লক্ষণ হলো প্রসন্নতার পার্সোনালিটি, যাকে বলাও হয়ে থাকে সন্তুষ্টতা। কিন্তু আজকাল প্রসন্নতার যে দীপ্তি মুখমন্ডলে সदा প্রতিভাস হতে দেখা যাবে, তা' দেখা যায় না। কখনো প্রসন্নচিত্ত কখনো প্রশ্নচিত্ত, দুইরকমের। এক - সামান্য পরিস্থিতির উদ্ভব হলো তো প্রশ্নচিত্ত - কেন, কী, কীভাবে, কখন... এ হলো প্রশ্নচিত্ত। আর প্রাপ্তি স্বরূপ সदा প্রসন্ন চিত্ত হবে। তার কখনও কোনো বিষয়ে কোশ্চেন (প্রশ্ন) থাকবে না। কেননা, সর্বপ্রাপ্তিতে তারা সম্পন্ন। সুতরাং এই কেন, কী যা আছে তা' হলো সংশয়। যারা সম্পন্ন হয় তাদের মধ্যে সংশয় উৎপন্ন হয় না। যে খালি থাকে, তার মধ্যে সংশয় থাকে। সুতরাং নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করো যে, আমি সदा প্রসন্ন চিত্ত থাকি? কখনো কখনো নাকি সदा? যারা ১০ বছরের তারা তো সदा হবে নাকি না? হ্যাঁ বলছো না, ভাবছো? প্রসন্নতা যদি কম হয় তাহলে তার কারণ প্রাপ্তি কম আর প্রাপ্তি কম হওয়ার কারণ হলো কিছু না কিছু ইচ্ছা রয়েছে। ইচ্ছার ফাউন্ডেশন ঈর্ষা আর অপ্রাপ্তি। অতি সূক্ষ্ম ইচ্ছাগুলো অপ্রাপ্তির দিকে টেনে নেয়, তারপরে রয়্যাল রূপে এটাই বলে যে, আমার ইচ্ছা নেই, কিন্তু যদি হয়ে যায় তো ভালো। কিন্তু যেখানে অল্পকালের ইচ্ছা থাকে, সেখানে ভালো (হিন্দি আচ্ছা) হতে পারে না। সুতরাং চেক করো - জ্ঞানের জীবনেই হোক না কেন, জ্ঞানের রয়্যাল রূপের ইচ্ছাগুলো বা স্থূলরূপের ইচ্ছাগুলো এখন দেখা গেছে যে স্থূলরূপের সব ইচ্ছা সমূহ তো সমাপ্ত হয়েছে, কিন্তু রয়্যাল ইচ্ছাগুলো জ্ঞানের পরে সূক্ষ্মরূপে থেকে গেছে, সেটা চেক করো। কারণ বাপদাদা এখন সব বাচ্চাকে বাবা সমান সম্পন্ন, সম্পূর্ণ বানাতে চান। যাঁর প্রতি প্রেম থাকে তাঁর সমান হওয়া কোনো বিশেষ কঠিন হয় না।

তাহলে, বাপদাদার প্রতি সকলের খুব ভালোবাসা আছে নাকি ভালোবাসা আছে? (খুব ভালোবাসা আছে) নিশ্চিত তোমরা? তো ভালোবাসার জন্য ত্যাগ করা কিংবা পরিবর্তন করা কোনো বড় ব্যাপার কী? (না)। তাহলে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছে? যা বাবা বলে থাকেন, যা বাবা চেয়ে থাকেন তা' করেছে তোমরা? নিরন্তর করেছে? কখনো কখনো দ্বারা কাজ হবে না। সদাসর্বদার রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করতে চাও নাকি কখনো কখনোর? সদাসর্বদার জন্য চাই তো না? অতএব, সदा প্রসন্নতা, অন্য কোনও ভাব যেন মুখে বা আচরণে প্রতীয়মান না হয়। কখনো কখনো তোমরা বলে থাকো তো না আজ বহন জী কিংবা ভাইজীর মুড অন্য রকম ! তোমরা নিজেদের জন্যও বলা আজ আমার মুড অন্যরকম। তো এটাকে তোমরা কী বলবে? সदा প্রসন্নতা হয়েছে? কোনো কোনো বাচ্চা প্রশংসার আধারে প্রসন্নতা অনুভব করে কিন্তু সেই প্রসন্নতা অল্পকালের। আজ আছে, কিছু সময় পরে সমাপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং এটাও চেক করো, আমার প্রসন্নতা প্রশংসার আধারে নয় তো? যেমন, আজকাল যখন গৃহ নির্মাণ করে তো সিমেন্টের সাথে বালির মাত্রা বেশি দিয়ে মিক্স করে। তো এটাও সে'রকমই, যা মিক্স (মিশেল) ফাউন্ডেশন, যথার্থ নয়। তাইতো, সামান্য পরিস্থিতির ঝড় যদি আসে অথবা কোনও রকম দোলাচল হয় তবে প্রসন্নতা সমাপ্ত করে দেয়। তো এইরকম ফাউন্ডেশন তো নয়, তাই না?

বাপদাদা আগেও বলেছিলেন, এখন আবারও আন্ডারলাইন করাচ্ছেন যে, রয়্যাল রূপের ইচ্ছার স্বরূপ হলো নাম, মান আর যশ। সার্ভিসের আধার নেয়, সার্ভিসে নাম হবে। কিন্তু যে নামের জন্য সেবা করে অল্পকালের জন্য তার নাম তো হয়ে যায় - খুব ভালো সার্ভিসেবল, ভালোই আকৃষ্ট করতে পারে, কিন্তু নামের আধারে যারা সেবা করে উঁচু পদে তাদের নাম পিছনে হয়ে যায়। কারণ অপক্ল ফল খেয়ে নিয়েছে, পরিপক্বই হয়নি। তো পাকা ফল কোথায় থাকে, কাঁটাই খেয়ে নিয়েছে। এখন-এখনই সেবা করেছে, এখন-এখনই নাম পেয়েছে তো সেটা হলো কাঁটা ফল, কিংবা ইচ্ছা রেখেছে যে, আমি তো অনেক সেবা করেছি, সবচাইতে বেশি সেবার নিমিত্ত আমি, এই নামের আধারে সেবা হয়েছে - এটা বলা হবে কাঁটা ফল ভক্ষণকারী। তো কাঁটা ফলে শক্তি থাকে কি? কিংবা সেবা করেছে, তো সেবার রেজাল্টে আমার মান পাওয়া উচিত। এটা

মান নয় বরং অভিমান। যেখানে অভিমান থাকে সেখানে প্রসন্নতা থাকতে পারে না। বাপদাদার হৃদয়ে মর্যাদা প্রাপ্ত করো, সর্বাপেক্ষা মহান গৌরব। ওই সব রয়্যাল ইচ্ছা প্রাপ্তি-স্বরূপ হতে দেয় না, সেইজন্য প্রসন্নতার পার্সোনালিটি সদা মুখে এবং আচরণে প্রতীয়মান হয় না। যে কোনো পরিস্থিতিতে প্রসন্নতার মুড যদি পরিবর্তন হয় তাহলে সদকালীন প্রসন্নতা বলা হবে না। ব্রাহ্মণ জীবনের মুড সদা চিয়ারফুল আর কেয়ারফুল হবে, মুড বদল করা

উচিত নয়। আবার রয়্যাল রূপে তোমরা কী বলা, আজ আমার বড়ই একান্তের প্রয়োজন। কেন প্রয়োজন? কারণ সেবা এবং পরিবার থেকে সরে থাকতে চায়, আর বলে শান্তি চাই, একান্ত চাই। আজ আমার মুড এ'রকম। তো মুড বদল ক'রো না। কারণ যাই হোক না কেন, কিন্তু তোমরা তো কারণকে নিবারণ করে থাকো, নাকি কারণে যেতে চাও? তোমরা নিবারণকারী। কী দায়িত্ব নিয়েছো তোমরা? তোমরা কন্ট্রাক্টর তো না? তো কী কন্ট্রাক্ট নিয়েছো যে, প্রকৃতির মুড চেঞ্জ করবে! প্রকৃতিকেও চেঞ্জ করতে হবে তো না? তাহলে, যারা প্রকৃতির পরিবর্তন করে তারা নিজের মুডকে পরিবর্তন করতে পারো না? মুড চেঞ্জ হয় কি হয় না? কখনো কখনো হয়? পরে বলবে সাগরের কিনারে গিয়ে বসি, জ্ঞান সাগর নন, স্থূল সাগর। ফরেনার্স এমন বলে থাকো তো না? নাকি বলবে জানিনা, আজ একা একা লাগছে। তাহলে বাবার কন্সাইন্ড রূপ কোথায় গেল? আলাদা করে দিয়েছো? কন্সাইন্ড থেকে একলা হয়ে গেছো, একে কী ভালোবাসা বলে? তো যে কোনও ধরনের মুড, এক তো হয় মুড অফ, সেটা তো অনেক বড় ব্যাপার, কিন্তু মুড পরিবর্তন হওয়া এটাও ঠিক নয়। যাদের মুড অফ তারা তো বিভিন্ন ধরনের অনেক খেলা দেখায়, বাপদাদা দেখেন তারা বড়দেরকে অনেক খেলা দেখায় কিংবা নিজের সাথীদের অনেক খেলা দেখায়। এ'রকম খেলা ক'রো না। কেননা, বাপদাদার সব বাচ্চার প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। বাপদাদা এটা চান না যে যারা বিশেষ নিমিত্ত, তারা বাবা সমান হয়ে যাক আর বাকীরা হোক কিংবা না হোক, না। সবাইকে সমান বানাতেই হবে, এটাই বাপদাদার ভালোবাসা। তাহলে, কীভাবে ভালোবাসার রেসপন্স দিতে হয় জানো তোমরা? নাকি দুষ্টবুদ্ধি খাটিয়ে রিটার্ন করো? কখনো তোমরা দুষ্টামি ভরা খেলা দেখাও আর কখনো সমান হয়ে দেখাও। এখন সেই সময় সমাপ্ত হয়েছে।

এখন তোমরা ডায়মন্ড জুবিলী পালন করছো তো না? তো ৬০ বছর পরে এমনিতেই বাণপ্রস্থ শুরু হয়। তো এখন তোমরা ছোট বাচ্চা নও। এখন বাণপ্রস্থ অর্থাৎ সব কিছু জ্ঞাত, অনুভাবী আত্মা তোমরা। নলেজফুল তোমরা, পাওয়ারফুল তোমরা, সাকসেসফুল তোমরা। যেমন সর্বদা নলেজফুল, তেমনই পাওয়ারফুল আর সাকসেসফুলও তো না? কখনো কখনো সাকসেসফুল কেন হতে পারো না? তার কারণ কী? এমনিতে তো সফলতা তোমাদের সকলের জন্মসিদ্ধ অধিকার। বলে থাকো তোমরা না? কেবল মুখেই বলা নাকি মানোও সেটা? তাহলে সফল হও না কেন? এর কারণ কী? যখন সেটা নিজের জন্মসিদ্ধ অধিকার, তবে অধিকার প্রাপ্ত হতে, অনুভূত হওয়াতে ঘাটতি কেন? কারণ কী? বাপদাদা দেখেছেন - মেজরিটি নিজের দুর্বল সংকল্পকে আগে ইমার্জ করে থাকো তোমরা যে, কি জানি হবে কি হবে না! তো এই নিজেরই দুর্বল সংকল্প প্রসন্নচিত্ত নয় বরং প্রশ্নচিত্ত বানিয়ে দেয়। হবে কি হবে না? কি হবে? জানি না... এই সংকল্প প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায় আর সফলতা সেই প্রাচীরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী - এটাই তো তোমাদের স্লোগান তাই না? এই স্লোগান যখন এখনকার, ভবিষ্যতের নয়, বর্তমানের, তবে সর্বদা প্রসন্নচিত্ত থাকা উচিত নাকি প্রশ্নচিত্ত? তো মায়া নিজেরই দুর্বল সংকল্পের জাল বিস্তার করে ফেলে আর নিজেরই জালে তোমরা ফেঁসে যাও। আমি তো বিজয়ীই - এর দ্বারা দুর্বল জালকে সমাপ্ত করো। ফেঁসো না, বরং সমাপ্ত করো। সমাপ্ত করার শক্তি আছে? ধীরে ধীরে করো না, হঠাৎ করে সেকেন্ডে এই জালকে বাড়তে দিও না। একটি বারের জন্যও যদি এই জালে ফেঁসে গেলে, তবে তার থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে যাবে। বিজয় হলো আমার বার্থ রাইট, সফলতা হলো আমার বার্থ রাইট। এই বার্থ রাইট হলো পরমাত্ম বার্থ রাইট, একে কেউ কেড়ে নিতে পারে না - এই রকম নিশ্চয়বুদ্ধি, সদা প্রসন্নচিত্ত সহজে আর স্বতঃতই থাকবে। পরিশ্রম করার প্রয়োজনই নেই। অসফলতার দ্বিতীয় কারণ কী? তোমরা তো অন্যদেরকেও বলতে থাকো যে, সময়, সংকল্প, সম্পত্তি সব সফল করো। তো সফল করা অর্থাৎ সফলতা পাওয়া। সফল করাই হলো সফলতার আধার। সফলতা যদি না পাওয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো খাজানাকে সফল করোনি, সেই কারণেই সফলতা আসেনি। খাজানার লিস্টকে তো জানো তোমরা না? তাই চেক করো - কোন্ খাজানাকে সফল করোনি, বার্থ নষ্ট করেছে? তো স্বাভাবিকভাবেই প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এটা যেমন সম্পদের উত্তরাধিকার আবার বরদানও - সফল করো আর সফলতা পাও। তো সফল করতে জানো নাকি জানা নেই? তো সফলতা লাভ হয়? সফল করাই হলো বীজ আর সফলতা হলো ফল। বীজ যদি ভালো হয়, তবে ফল পাওয়া যাবে না এটা হতেই পারে না। সফল করার বীজেই কিছুর অভাব রয়েছে, সেই কারণেই সফলতার ফল পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে কি করতে হবে? সর্বদা প্রসন্নতার পার্সোনালিটিতে থাকো। প্রসন্নচিত্ত থাকলে অত্যন্ত ভালো অনুভব করবে। এমনিতেও কাউকে যদি প্রসন্নচিত্ত দেখো, তবে কতো ভালো লাগে! তার সঙ্গ-তে থাকতে,

তার সাথে কথা বলতে, বসতে কতো ভালো লাগে! আর প্রশ্নচিত্ত বিশিষ্ট কেউ যদি চলে আসে তবে কেমন বিরক্ত হয়ে যাও! সুতরাং এই লক্ষ্য রাখো - কী হতে হবে? প্রশ্নচিত্ত নয়, প্রসন্নচিত্ত।

আজ হলো সীজনের লাস্ট দিন। তো লাস্টে কি করা হয়? কোনো যজ্ঞ রচিত হলে লাস্টে কি করা হয়ে থাকে? স্বাহা করা হয়। অতএব তোমরা কি করবে? প্রশ্নচিত্তকে স্বাহা করো। এই রকম কেন হয়? এইসব কী হচ্ছে?... না। নলেজফুল তোমরা না? তাই কেন, কি নয়। সুতরাং আজ থেকে এই ব্যর্থ প্রশ্নকে স্বাহা। তোমাদেরও টাইম বেঁচে যাবে আর অন্যদেরও টাইম বেঁচে যাবে। দাদীদের টাইমও এতে যায়। এটা কেন, এটা কি, এই রকম কী করে! তো এই সময়কে বাঁচাও, নিজেরও আর অন্যদেরও। শাস্ত্রের খাতা জমা করো। এরপর ২১ জন্ম আরামে থাও, দাও, আনন্দ করো, সেখানে জমা করতে হবে না। তাহলে স্বাহা করেছো নাকি ভাববে? ভাবতে চাইলে ভাবো। নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করে নাও যে কীভাবে হবে, এটা করতে পারবো কি পারবো না? এটা এক মিনিটে ভেবে নাও, পাকাপাকি ভাবে করে নাও। নিজেকে যতগুলি প্রশ্ন করতে চাও এক মিনিটে জিজ্ঞাসা করে নাও। জিজ্ঞাসা করে নিয়েছো? স্বাহাও করে নিয়েছো নাকি কেবল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছো? এরপরে আর কোনও প্রশ্ন নয়। (এক মিনিট সাইলেন্সের পরে) শেষ করেছো? (হ্যাঁ বাবা) এমনিই হ্যাঁ বলে দিও না। যখন অনেক কালের অনুভব হলো প্রশ্নচিত্ত অর্থাৎ চিন্তিত (distressed) হওয়া আর অন্যকে চিন্তায় ফেলা। ভালোই অনুভব আছে তোমাদের না! তো নিজের নিশ্চয় আর জন্মসিদ্ধ অধিকারের গড়িম্মাতে থাকো তবে চিন্তাশ্রিত হবে না। যখন এই গড়িম্মার থেকে দূরে সরে যাও, তখনই চিন্তাগ্রস্ত হও। বুঝেছো? খুব ভালো ভাবে বুঝেছো নাকি এখনই বলবে যে - হ্যাঁ বুঝেছি আর ফরেনে গিয়েই বলবে করাটা খুব কঠিন! এই রকম নয় তো?

এক সেকেন্ডে অশরীরী হওয়া - এই পাঠ পাক্সা আছে? এখনই এখনই বিস্তার, এখনই এখনই সারে মিশে যাও। (বাপদাদা ড্রিল করালেন) আচ্ছা - এই অভ্যাসকে সব সময় সাথে রাখবে।

চতুর্দিকের সকল প্রশ্নচিত্ত থেকে পরিবর্তীত হওয়া, সর্বদা প্রসন্নচিত্তের পার্সোনালিটি বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা নিজের বিজয় আর জন্ম সিদ্ধ অধিকারের স্মৃতিতে থাকা, স্মৃতি স্বরূপ বিশেষ আত্মারা, সর্বদা সফল করার ফলে সহজে সফলতার অনুভবকারী, বাবার সমীপ আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার। ডবল বিদেশের চতুর্দিকের ১০ বছরের যে সব বাচ্চারা রয়েছে, তাদেরকে বিশেষ অভিনন্দন আর স্মরণের স্নেহ-সুমন।

দাদীদের প্রতি :-

বাপদাদার আপনাদের অর্থাৎ পরিবারের শিরোমুকুট নিমিত্ত আত্মাদের জন্য "চিরঞ্জিবী হও, উড়তে থাকো আর ওড়াতে থাকো" - এই সংকল্প সব সময় থাকে। নিজেদের তপস্যার শক্তির দ্বারা নিজের শরীরকে তো আপনারা চালাচ্ছেন, কিন্তু আপনাদের থেকে বেশী বাপদাদার চিন্তা ভাবনা থাকে। সেইজন্য এই সময় অনুসারে এত বেশী ট্যুর করবেন না। আরামে যান আর আসুন। কেননা বিশ্বের পরিস্থিতিও ফাস্ট বদলে যাচ্ছে। সেইজন্য বাপদাদা সেবার জন্য মানা করছেন না, কিন্তু ব্যালেন্স। সবার প্রাণ আপনাদের শরীরে রয়েছে, শরীর ঠিক থাকলে সেবাও ভালো মতো হতে থাকবে। সেইজন্য খুব সেবা করুন। কিন্তু বেশী ধাক্কা লাগাবেনও না, অল্প ধাক্কা লাগান। বেশী ধাক্কা লাগালে কী হয়? ব্যাটারি স্লো হয়ে যায়। সেইজন্য এখন থেকেই ব্যালেন্স রাখা জরুরী। এই রকম ভাববেন না যে, এই বছর তো করে নিই, পরের বছর জানি না কি আছে? না। বাঁচতে হবে আর উড়তে হবে। এখন তো আপনাদের পার্ট তাই না? তো নিজের পার্টকে বুঝে ধাক্কা লাগান, কিন্তু ব্যালেন্স রেখে ধাক্কা দিন। ঠিক আছে। ফাস্ট প্রোগ্রাম নয়, দুই দিন এখানে তো তৃতীয় দিন ওখানে, না। এখন সেটার টাইম আসেনি, যখন এই রকম সময় আসবে তখন এক দিনে চার - চারটি স্থানে যেতে হতে পারে, কিন্তু এখন নয়। আচ্ছা।

বরদান:-

দিব্য গুণ গুলির আহ্বানের দ্বারা সকল অবগুণ গুলির আহুতি দিয়ে থাকা সন্তুষ্ট আত্মা ভব
দীপাবলীতে যেমন বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর উপার্জনের দিকে খেয়াল রাখা হয়, সেই রকম তোমরাও সকল প্রকারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর উপার্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে সন্তুষ্ট আত্মা হও। সন্তুষ্টতার দ্বারাই সকল দিব্য গুণের আহ্বান করতে পারবে। তখন স্বভাবতঃই অবগুণ গুলির আহুতি হয়ে যায়। ভিতরে যে যে দুর্বলতা, ঘাটতি, কোমলতা রয়ে গেছে, সেগুলিকে সমাপ্ত করে এখন নতুন খাতা শুরু করো আর নতুন সংস্কারের নতুন বস্ত্র পরিধান করে সত্যিকারের দীপাবলী পালন করো।

স্নোগান:-

বাবার আঙ্গাকারী হয়ে থাকো, তবে গুপ্ত দুয়া সময় মতো সহায়তা করতে থাকবে।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সত্যিকারের দীপাবলি তো নুতন দুনিয়াতে হবে। তাই তোমাদের এই পুরাতন দুনিয়ার মিথ্যা উৎসব গুলো দেখার ইচ্ছে হওয়া উচিত নয়”

*প্রশ্নঃ - তোমরা হলে হোলিহংস, তোমাদের কর্তব্য কি?

*উত্তরঃ - আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো কেবল বাবার স্মরণে থাকা এবং সকলের বুদ্ধিযোগ কেবল বাবার সাথেই যুক্ত করা। আমরা পবিত্র হচ্ছি এবং সবাইকে সেইরকম বানাচ্ছি। আমাদেরকে মানব থেকে দেবতা বানানোর কর্তব্যে সর্বদা তৎপর থাকতে হবে। সবাইকে দুঃখের থেকে লিবারেট করে, গাইড হয়ে মুক্তি - জীবন-মুক্তির রাস্তা বলে দিতে হবে।

*গীতঃ- তোমাকে পেয়ে আমরা সমগ্র দুনিয়া পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনলো। বাচ্চারা বলে যে আমরা স্বর্গের রাজত্বের উত্তরাধিকার লাভ করছি। সেই রাজত্বকে কেউ জ্বালাতে পারবে না, কেউ ছিনিয়ে নেবে না কিম্বা আমাদেরকে পরাজিত করে কেউ সেই রাজত্ব নিয়ে নেবে না। আত্মারা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায়। এই বাবাকে অবশ্যই মাতা-পিতাও বলা হয়। যে মাতা-পিতাকে চিনতে পারে, সে-ই এই সংস্থায় আসতে পারে। বাবাও বলেন, আমি বাচ্চাদের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে পড়াই এবং রাজযোগ শেখাই। বাচ্চারা এখানে এসে জীবিত অবস্থাতেই অসীম জগতের বাবার সন্তান হয়ে যায়। জীবিত সন্তানকেই তো দত্তক নেওয়া হয়। তুমি আমাদের, আমরা তোমার। তোমরা কেন আমার সন্তান হয়েছো? তোমরা বলো - বাবা, তোমার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য আমরা তোমার সন্তান হয়েছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে এইরকম বাবাকে কখনো ত্যাগ কোরো না যেন। নাহলে তার ফল কি হবে? স্বর্গের রাজত্বের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার পাবে না। মাম্মা-বাবা তো মহারাজা-মহারানী হন। তাই পুরুষার্থ করে ঠিক ততটাই উত্তরাধিকার নিতে হবে। কিন্তু বাচ্চারা পুরুষার্থ করতে করতে বাবাকে ছেড়ে চলে যায়। তারপর বিকারের বশীভূত হয়ে যায় অথবা নরকে গিয়ে পড়ে। নরককে হেল এবং স্বর্গকে হেভেন বলা হয়। তোমরা বলো- আমরা এখন নরকে আছি, তাই সদাকালের জন্য স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য বাবার বাচ্চা হয়েছি। হেভেনলি গড ফাদার, অর্থাৎ যিনি স্বর্গের রচয়িতা, তিনি যতক্ষণ না আসছেন, ততক্ষণ কেউ হেভেনে (স্বর্গে) যেতে পারবে না। তাঁর নামটাই হল হেভেনলি গড ফাদার। এটাও তোমরা জেনেছো। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমরা অবশ্যই ৫ হাজার বছর আগের মতো বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য বাবার কাছ থেকে এসেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও চলতে চলতে মায়ার তুফান একদম খারাপ করে দেয়। তারপর পড়াশুনাই ছেড়ে দেয় অর্থাৎ মরে যায়। ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার পরে হাত ছেড়ে দেওয়ার অর্থ নুতন দুনিয়া থেকে মরে গিয়ে পুরাতন দুনিয়াতে চলে যাওয়া। হেভেনলি গড ফাদার-ই নরকের দুঃখ থেকে মুক্ত করে গাইড হয়ে যেখান থেকে আমরা এসেছিলাম, সেই সুইট সাইলেন্স হোমে নিয়ে যান। তারপর সুইট হেভেনের রাজত্ব প্রদান করেন। বাবা আমাদেরকে দুটো জিনিস দেওয়ার জন্য এসেছেন - গতি এবং সদগতি। সত্যযুগ হলো সুখধাম, কলিযুগ হলো দুঃখধাম। আর আমরা আত্মারা যেখান থেকে আসি, সেটা হলো শান্তিধাম। এই বাবা আমাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য সুখ-শান্তি প্রদান করেন। এই অশান্তির দেশ থেকে আমরা প্রথমে শান্তির দেশে যাবো। সেই স্থানকে সুইট সাইলেন্স হোম বলা হয়। আমরা সেখানেই থাকি। আত্মারা বলছে - ওটা হল আমাদের সুইট হোম। এরপর আমরা এখন যে পাঠ পড়ছি, তার ফলস্বরূপ স্বর্গের রাজধানী পাব। বাবার নামই হলো হেভেনলি গড ফাদার, লিবারেটর, গাইড, নলেজফুল, ক্লিসফুল, জ্ঞানের সাগর। তাঁকে দয়াময়ও বলা হয়। তিনি সকলের ওপরেই দয়া করেন। তব্দের ওপরেও তিনি দয়া করেন। সকলেই দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। জক্ত-জানোয়াররাও তো দুঃখ পায়। কাউকে মারলে তো কষ্ট হবেই। বাবা বলছেন, শুধু মানুষই নয়, আমি সবাইকেই দুঃখ থেকে মুক্ত করি। কিন্তু জানোয়ারদেরকে তো আমার সাথে নিয়ে যাব না। এটা কেবল মানুষদের জন্যেই। এইরকম বেহদের বাবা কেবল একজনই আছেন। বাকি সবাই দুর্গতিতে নিয়ে যায়। তোমরা জানো যে বেহদের বাবা-ই স্বর্গের এবং মুক্তিধামের গিফ্ট অর্থাৎ উত্তরাধিকার দেন। বাবা-ই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। সকল ভক্তই সেই ভগবান অর্থাৎ পিতাকে স্মরণ করে। খ্রিস্টানরাও গডকে স্মরণ করে। শিববাবা-ই হলেন হেভেনলি গড ফাদার। তিনিই হলেন নলেজফুল এবং ক্লিসফুল। এইসব কথার অর্থ তোমরা বাচ্চারাই জানো। তোমাদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। কেউ কেউ এমনও আছে, তাকে যতই জ্ঞানের শৃঙ্গার করা হোক, তাও সে বিকারে পতিত হবে, দুনিয়ার নোংরা জিনিস দেখবে।

কোনো কোনো বাচ্চা দীপাবলি দেখতে যায়। কিন্তু বাস্তবে আমার বাচ্চা হয়ে এই দীপাবলি দেখা উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান না থাকলে তো ইচ্ছে হবেই। তোমাদের দীপাবলি তো সত্যযুগে হবে, যখন তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। তোমরা বাচ্চারা সবাইকে বোঝাও যে বাবা আসেন সুইট হোম এবং সুইট হেভেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যে ভালোভাবে পড়বে, ধারণ করবে, সে-ই স্বর্গের রাজধানীতে আসবে। কিন্তু ভাগ্যেও থাকতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে না চললে শ্রেষ্ঠ হবে না। এটাই হলো শ্রী শিব ভগবানুবাচ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বাবার পরিচয় না পাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভক্তি করবে। যখন পাকাপাকি ভাবে নিশ্চিত হয়ে যাবে, তখন আপনা-আপনিই ভক্তি ছেড়ে দেবে। তোমরা হলে হোলি (পবিত্র) হংস। তোমরা গড ফাদারের ডাইরেকশন অনুসারে সবাইকে পবিত্র বানাচ্ছ। ওরা তো কেবল হিন্দুদেরকে, কেবল মুসলমানদেরকে কিংবা কেবল খ্রীষ্টানদেরকে বানায়। তোমরা আসুরিক মানুষদেরকে পবিত্র বানাচ্ছ। পবিত্র হলেই হেভেন অথবা সুইট হোমে যেতে পারবে। নান বাট ওয়ান, তোমরা কেবল বাবাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করো না। যেহেতু কেবল বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, তাই কেবল সেই বাবাকেই স্মরণ করব। তোমরা নিজেরা পবিত্র হচ্ছ এবং অন্যকেও পবিত্র হওয়ার জন্য সাহায্য করছ। ওই নান-রা (সল্যাসিনীরা) কাউকে পবিত্র বানায় না কিংবা নিজের মতো সল্যাসিনীও বানায় না। কেবল হিন্দুদেরকে খ্রীষ্টান বানায়। তোমরা হলে হোলি নান্স। তোমরা সবাইকে পবিত্র বানাচ্ছ এবং সকল আত্মার বুদ্ধিকে গড ফাদারের সাথে যুক্ত করছ। গীতাতেও রয়েছে - দেহ এবং দেহের সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা অনুভব করে বাবাকে স্মরণ কর। এরপর জ্ঞান ধারণ করলেই রাজস্ব পাওয়া যাবে। বাবাকে স্মরণ করলে এভার-হেলদী হবে এবং নলেজের দ্বারা এভার-ওয়েলদী হবে। বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি সকল বেদ-শাস্ত্রের সারকথা শোনাচ্ছেন। ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয়। ইনি হলেন ব্রহ্মা। শিববাবা এনার দ্বারা সকল বেদ-শাস্ত্রের সারকথা শোনাচ্ছেন। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। এনার দ্বারা তোমরা জ্ঞানলাভ করছো। এরপর তোমাদের কাছ থেকে অন্যেরা পাচ্ছে।

কোনো কোনো বাচ্চা বলে - বাবা, আমি এই আধ্যাত্মিক হাসপাতাল খুলেছি যেখানে রোগী মানুষরা এসে নিরোগী হবে এবং স্বর্গের উত্তরাধিকার নেবে, নিজের জীবন সফল করবে, অনেক সুখ পাবে। তখন সে অবশ্যই অনেকের আশীর্বাদ পাবে। বাবা আগেও একদিন বুঝিয়েছিলেন যে গীতা, ভাগবৎ, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি যেসব ভারতীয় শাস্ত্র রয়েছে, সেগুলো পাঠ করা, যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত, তীর্থ ইত্যাদি করা, এইসব হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী অর্থাৎ ঘোল। কেবল শ্রীমৎ ভাগবৎ গীতার দ্বারা-ই ভারত প্রকৃত মাখন লাভ করে। শ্রীমৎ ভগবৎ গীতাকেও খন্ডন করা হয়েছে। জ্ঞানের সাগর পতিত-পাবন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা-র পরিবর্তে গ্রীকৃষ্ণের নাম বলে দিয়ে ঘোল বানিয়ে দিয়েছে। এটাই হলো সবথেকে বড় ভুল। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে জ্ঞানের সাগর ডাইরেক্ট জ্ঞান প্রদান করছেন। তোমরা এখন জেনেছো যে এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়, সৃষ্টিকর্পী এই কল্পবৃক্ষের বৃদ্ধি কিভাবে হয়? তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে সর্বোচ্চ কুল, শিববাবা হলেন তোমাদের পিতা। এরপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা এবং দেবতা থেকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হবে। এ হয়ে গেলো ডিগবাজি। এটাকে ৮৪ জন্মের চক্র বলা হয়। যারা বেদ-সম্মেলন করে, তোমরা তাদেরকেও বোঝাতে পারো। ভক্তি হলো ঘোল আর জ্ঞান হলো মাখন। এই মাখনের দ্বারা-ই মুক্তি এবং জীবনমুক্তি পাওয়া যায়। যদি তুমি এখন বিস্তারিত ভাবে এই জ্ঞান বুঝতে চাও তাহলে ধৈর্য ধরে শোনো। ব্রহ্মাকুমারীরা তোমাদেরকে বোঝাতে পারবে। শাস্ত্রেও লেখা আছে যে অন্তিমে এই বাচ্চারা-ই ভীষ্ম পিতামহ, অশ্বত্থামা ইত্যাদি ব্যক্তিকে জ্ঞান দিয়েছিল। অন্তিমে এরা সকলেই বুঝতে পারবে যে এরা ঠিক কথাই বলছে, অন্তিমে এরা অবশ্যই আসবে। তোমরা যখন প্রদর্শনী করো, তখন কত হাজার হাজার মানুষ আসে, কিন্তু সবাই তো নিশ্চয়বুদ্ধি হয় না। কোটির মধ্যে এমন কয়েকজন থাকে যারা ভালোভাবে বুঝে নিশ্চিত হয়। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি লাকি জ্ঞানের নক্ষত্রদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) পবিত্র হয়ে, অপরকেও নিজের মতো পবিত্র বানাতে হবে। একমাত্র বাবা ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করবে না।

২) অনেক আত্মার আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য আধ্যাত্মিক হাসপাতাল খুলতে হবে। সবাইকে গতি এবং সদগতির রাস্তা বলে দিতে হবে।

বরদান:- ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করে ফাস্ট গ্রেডে আসা সমান ভব

সকল বাচ্চাদেরই ব্রহ্মাবাবার প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসা রয়েছে, ভালোবাসার নিদর্শন হলো সমান হওয়া।

এতে সর্বদা এটাই লক্ষ্য রাখা যে প্রথমে আমি, ঈর্ষাবশতঃ প্রথমে আমি নয়, তা ক্ষতি করে দেয়। কিন্তু ফলো ফাদার করার ক্ষেত্রে প্রথমে আমি বলা এবং করা, তাহলে ফার্স্টের সাথে তোমরাও ফার্স্ট হয়ে যাবে। যেমন ব্রহ্মাবাবা নাস্তার ওয়ান হয়েছিলেন তেমনভাবে অনুসরণকারীরাও নাস্তার ওয়ান হওয়ার লক্ষ্য রাখা। যে প্রথম উদ্যোগ নেয় সে-ই অর্জুন, সকলেরই প্রথমে আসার চান্স রয়েছে। ফার্স্ট গ্রেড কম নেই, অসীম (আনলিমিটেড) রয়েছে।

স্লোগান:- সফলতা-মূর্তি হতে হলে স্ব-সেবা এবং অন্যদের সেবা সাথে-সাথে করো।

মাতেশ্বরী জীর মহাবাক্য:-

১) “এই ঈশ্বরীয় সংসঙ্গ কোনো কমন সংসঙ্গ নয়”

আমাদের এই ঈশ্বরীয় সংসঙ্গ কোনো কমন (সাধারণ) সংসঙ্গ নয়। এটা হলো ঈশ্বরীয় স্কুল অথবা কলেজ। এই কলেজে রেগুলার স্টাডি করতে হয়। বাকি সব জায়গায় তো কেবল সংসঙ্গ করা হয়। কিছুক্ষণ ওখানে গিয়ে শুনল, তারপর আবার আগের মতোই হয়ে যায়। কারন ওখানে এইরকম কোনো রেগুলার পড়াশুনা হয় না যেখান থেকে কিছু প্রাপ্তি হবে। তাই আমাদের এই সংসঙ্গ কোনো কমন সংসঙ্গ নয়। এটা হলো ঈশ্বরীয় কলেজ যেখানে স্বয়ং পরমাত্মা বসে থেকে শিক্ষা দেন এবং আমরা সেই পাঠ সম্পূর্ণ ভাবে ধারণ করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করি। স্কুলে যেমন মাস্টারমশাই প্রতিদিন পড়ান এবং শেষে ডিগ্রী প্রদান করা হয়, ঠিক সেইরকম এখানেও স্বয়ং পরমাত্মা গুরু, পিতা এবং টিচারের রূপে আমাদেরকে পড়িয়ে সর্বোত্তম দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করান। তাই এই স্কুলের সাথে যুক্ত হওয়া খুবই জরুরি। এখানে যারা আসে তাদেরকে অবশ্যই বোঝাতে হবে যে এখানে কিসের শিক্ষা দেওয়া হয়? এই শিক্ষা গ্রহণ করলে আমাদের প্রাপ্তি কি হবে? আমরা তো জেনে গেছি যে স্বয়ং পরমাত্মা এসে আমাদেরকে ডিগ্রী দেন এবং এই একটা জন্মেই আমাদেরকে পুরো কোর্স শেষ করতে হবে। তাই যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই জ্ঞানের কোর্স সম্পূর্ণ ভাবে ধারণ করবে, তারাই ফুল পাস হবে। কিন্তু যারা কোর্স চলাকালীন আসবে, ওরা তো এতটা জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না। ওরা কিভাবে জানবে যে আগে কি কোর্স করানো হয়েছে? তাই এখানে রেগুলার পড়তে হবে। এই জ্ঞান ধারণ করলেই আগে এগিয়ে যাবে। তাই রেগুলার স্টাডি করতে হবে।

২) “পরমাত্মার সত্যিকারের সন্তান হওয়ার পরে কোনো বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা উচিত নয়”

যেহেতু পরমাত্মা নিজে এই সৃষ্টিতে অবতরণ করেছেন, তাই পরমাত্মাকে পাকাপাকি ভাবে নিজের হাত দিতে হবে। কিন্তু যারা বাবার পাক্ষা এবং সত্যিকারের বাচ্চা, তারাই বাবাকে হাত দিতে পারবে। এইরকম বাবার হাত ছেড়ে দেওয়া কখনোই উচিত নয়। যদি ছেড়ে দাও তাহলে অনাথ হয়ে কোথায় ঘুরে বেড়াবে? যখন একবার পরমাত্মার হাত ধরেই নিয়েছ, তখন সূক্ষ্ম ভাবেও পরমাত্মার হাত ছেড়ে দেওয়ার সঙ্কল্প করা উচিত নয় কিংবা এইরকম সংশয় প্রকাশ করা উচিত নয় যে আমি পাশ করতে পারব কি না। এমন কোনো কোনো বাচ্চা আছে যারা বাবাকে চিনতে না পেলে বাবার মুখে মুখে উত্তর দেয় আর বলে যে আমি কাউকে পরোয়া করি না। যদি এইরকম খেয়াল আসে, তাহলে বাবা কিভাবে এইরকম অযোগ্য সন্তানের দেখাশোনা করবেন? সেক্ষেত্রে বুঝে নাও যে তার পড়ে যাওয়ার সময় উপস্থিত। কারণ মায়া তো ফেলে দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করে। মায়া তো অবশ্যই পরীক্ষা নেবে যে কোন যোদ্ধা কত বড় পালোয়ান হয়েছে। আমরা প্রভুর দ্বারা যত শক্তিশালী হবো, মায়াও তত শক্তিশালী হয়ে আমাদেরকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করবে। এইরকম অবশ্যই হবে। এটা একেবারে পারফেক্ট জুটি। প্রভু যত শক্তিশালী, মায়াও ততটাই শক্তি প্রদর্শন করবে। কিন্তু আমাদের তো পাক্ষা নিশ্চয় আছে যে পরমাত্মা-ই হলেন মহান শক্তিশালী এবং পরিশেষে তাঁর-ই জিৎ হবে। প্রতিটা শ্বাস-প্রশ্বাসে আমাদেরকে এই বিশ্বাসে স্থির থাকতে হবে। মায়া তো অবশ্যই শক্তি প্রদর্শন করবে, প্রভুর সামনে সে কখনোই নিজের দুর্বলতা দেখাবে না। একবারের জন্যেও দুর্বল হলেই শেষ হয়ে যাবে। তাই মায়া যতই বল প্রয়োগ করুক, কিন্তু আমরা কখনোই মায়াপতির হাত ছাড়ব না। তিনি সম্পূর্ণ ভাবে হাত ধরে থাকলে তো বিজয় নিশ্চিত। যেহেতু পরমাত্মা-ই আমাদের মালিক, তাই কখনোই তাঁর হাত ছেড়ে দেওয়ার সঙ্কল্প আসা উচিত নয়। পরমাত্মা বলছেন - বাচ্চারা, আমি যেহেতু সমর্থ, তাই আমার সাথে থাকলে তোমরাও অবশ্যই সমর্থ হয়ে যাবে। বুঝেছো বাচ্চারা?

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - মানবকে দেবতায় পরিণত করার সেবায় বিঘ্ন তো অবশ্যই পড়বে। তোমাদের কষ্ট সহ্য করেও এই সেবায় তৎপর থাকতে হবে, দয়ালু হতে হবে"

*প্রশ্ন:- অন্তিম জন্মের স্মৃতি যার থাকে তার লক্ষণ কি হবে?

*উত্তর:- তাদের বুদ্ধিতে থাকবে যে এই দুনিয়ায় আর জন্ম নিতে হবে না এবং না তো অন্যকে জন্ম দিতে হবে। এই দুনিয়া হল পাপো আত্মাদের দুনিয়া, এর বুদ্ধি আর চাইনা। এই দুনিয়ার বিনাশ নিশ্চিত। আমরা এই পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করে নিজের ঘরে ফিরে যাবো। এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে।

*গীত:- নতুন প্রজন্মের কুঁড়ি....

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে, বাচ্চারা সকলের জ্যোতি জাগ্রত করতে হবে তোমাদের। এই কথাটি তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বাবারও অসীম জগতের ভাবনা থাকে যে সকল মানুষকে তাদের মুক্তির পথ বলে দেওয়া। বাবা আসেন - বাচ্চাদের সার্ভিস করতে, দুঃখ থেকে মুক্ত করতে। মানুষ বুঝতে পারে না যে এখন দুঃখ আছে তো সুখেরও কোনো স্থান আছে। সে কথা জানে না। শাস্ত্রে সুখের স্থানকেও দুঃখের স্থান বানিয়ে দিয়েছে। বাবা হলেন দয়ালু। মানুষ তো এই কথাও জানে না যে আমরা দুঃখে আছি কারণ সুখের এবং সুখদাতার পরিচয় জানা নেই। এইসবও হলো ড্রামার ভবিষ্যৎ। সুখ কাকে বলে, দুঃখ কাকে বলে - সেসব জানা নেই। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলে যে তিনি সুখ-দুঃখ প্রদান করেন। অর্থাৎ ওঁনার নামে কলঙ্ক লাগায়। ঈশ্বর, যাঁকে পিতা বলা হয়, তাঁর পরিচয় জানে না। বাবা বলেন আমি বাচ্চাদের কেবল সুখ প্রদান করি। তোমরা এখন জানো বাবা এসেছেন পতিতদের পবিত্র বানাতে। বলেন আমি সবাইকে নিয়ে যাবো সুইট হোম অর্থাৎ পরমধাম। সেই সুইট হোমও হল পবিত্র। সেখানে কোনো পতিত আত্মা থাকে না। সেই ঠিকানার কথা কেউ জানেনা। বলে অমুকে পার নির্বাণ গেছে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। বুদ্ধ পার নির্বাণ গেছেন তো নিশ্চয়ই সেখানকার নিবাসী ছিলেন। সেখানেই গেছেন। আচ্ছা, তিনি তো গেছেন বাকিরা সবাই কিভাবে যাবে ? সাথে কাউকে তো নিয়ে যাননি। বাস্তবে কেউ যায় না, সেইজন্য সবাই পতিত-পাবনকে স্মরণ করে। পাবন দুনিয়া হলো দুটি, এক মুক্তিধাম, দ্বিতীয় জীবনমুক্তিধাম। শিবপুরী ও বিষ্ণুপুরী। এটা হলো রাবণপুরী। পরমপিতা পরমাত্মাকে রাম-ও বলা হয়। রামরাজ্য বলা হয়, তো বুদ্ধি পরমাত্মার দিকে চলে যায়। মানুষকে তো পরমাত্মা রূপে সবাই বিশ্বাস করবেনা। অতএব তোমাদের দয়া অনুভব হয়। কষ্ট তো সহ্য করতে হয়।

বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, মানুষকে দেবতা বানাতে এই জ্ঞান-যজ্ঞে বাঁধা বিঘ্ন সৃষ্টি হবেই। গীতার ভগবান কটু কথা শুনেছিলেন কিনা। কটু কথা ওঁনাকেও এবং তোমাদেরও শুনতে হয়। বলা হয় কিনা ইনি চতুর্থীর চন্দ্রমা দর্শন করেছিলেন হয়তো (বলা হয় গণেশ চতুর্থীর দিন চাঁদের দিকে তাকালে দোষ লাগে) এইসবই হল পুরাতন কাহিনী। দুনিয়ায় কতো কতো আবর্জনা রয়েছে। মানুষ কি না খায়, পশু হত্যা করে, কি-কি করে ! বাবা এসে এইসব থেকে মুক্তি প্রদান করেন। দুনিয়ায় কত মারামারি আছে। তোমাদের জন্যে বাবা কত সহজ করে দেন। বাবা বলেন যে তোমরা শুধু আমায় স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। সবাইকে একটি কথাই বোঝাও। বাবা বলেন নিজের শান্তিধাম ও সুখধামকে স্মরণ করো। তোমরা হলে বাস্তবে সেখানকার বাসিন্দা। সন্ন্যাসীরাও সেখানকার পথ বলে দেন। যদি একজন নির্বাণ ধাম গেছেন তাহলে অন্যদের নিয়ে যাবেন কীভাবে? তাদের কে নিয়ে যাবে? ধরো, বুদ্ধ নির্বাণ ধাম গেছেন, ওনার বৌদ্ধি জন তো এখানে বসে আছে। তাদেরও ফেরত নিয়ে যাক তাইনা। গায়নও আছে যারা পয়গম্বর বা ধর্মাত্মা, সবার আত্মা এখানে আছে, অর্থাৎ কোনো না কোনো শরীরে আছে, তবুও মহিমা গাইতেই থাকে। আচ্ছা, ধর্ম স্থাপন করে তো গেছেন তারপরে কি হয়েছে? মুক্তিতে যাওয়ার জন্যে মানুষ কত চেষ্টা করে। উনি তো এই জপ তপ তীর্থ ইত্যাদি শেখান নি। বাবা বলেন আমি আসি সবার গতি-সদগতি করতে। সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। সত্যযুগে আছে জীবনমুক্তি। একটিই ধর্ম সেখানে। বাকি সব আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাই। তোমরা জানো বাবা হলেন বাগবান অর্থাৎ বাগানের মালিক, আমরা সবাই হলাম মালী। মাঝমাঝে বাবা এবং সব বাচ্চারা মালী রূপে বীজ বপন করতেই থাকে। চারা বের হলে মায়ার ঝড় আসে। অনেক প্রকারের ঝড় আসে। এ হলো মায়ার বিঘ্ন। ঝড় উঠলে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে - বাবা, এর জন্য কি করা উচিত? শ্রীমৎ প্রদান করেন বাবা। ঝড় তো আসবেই। নশ্বর ওয়ান হলো দেহ-অভিমান। এই কথা বোঝে না যে আমি আত্মা হলাম অবিনাশী, এই শরীর হলো বিনাশী। আমাদের ৮৪ জন্ম পুরো হয়েছে। আত্মা-ই পুনর্জন্ম নেয়। পরের পর এক

শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর গ্রহণ করা হল আত্মার কাজ। এখন বাবা বলেন - তোমাদের এটা হলো অন্তিম জন্ম। এই দুনিয়ায় দ্বিতীয় জন্ম নিতে হবেনা আর না কাউকে জন্ম দিতে হবে। তখন জিজ্ঞাসা করে তাহলে সৃষ্টির বৃদ্ধি হবে কীভাবে? আরে, এই সময় সৃষ্টির বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। এটা হলো ব্রষ্টাচারের বৃদ্ধি। এই নিয়ম রাবণ থেকে আরম্ভ হয়েছে। দুনিয়াকে ব্রষ্টাচারী করেছে রাবণ। শ্রেষ্ঠাচারী করেন রাম। এতেও তোমাদের কত পরিশ্রম করতে হয়। ক্ষণে ক্ষণে দেহ-অভিমাণে চলে আসো তোমরা। যদি দেহ-অভিমান না আসে তবে নিজেকে আত্মা ভাবো। সত্যযুগেও নিজেকে আত্মা তো ভাবে তাইনা। তাঁরা জানে এখন আমাদের এই শরীর বৃদ্ধ হয়েছে, এই শরীর ত্যাগ করে নতুন নেবো। এখানে তো আত্মারও জ্ঞান নেই। নিজেকে দেহ ভেবে নিয়েছে, এই দুনিয়া থেকে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে তাদের হয় যারা দুঃখে থাকে। সেখানে তো থাকে সদা-ই সুখ। যদিও আত্মার জ্ঞান সেখানে থাকে। এক শরীর ছেড়ে অন্য দেহ ধারণ করে তাই দুঃখ হয়না। সেটা হলো সুখের প্রালম্ব। এখানেও আত্মা শব্দটি বলা হয়, যদিও অনেকে আত্মাকেই পরমাত্মা বলে দেয়। আত্মা আছে, সেই জ্ঞান তো আছে তাইনা। কিন্তু এই কথা জানেনা যে আমরা এই পার্ট থেকে ফিরে যেতে পারিনা। এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীর ধারণ অবশ্যই করতে হয়। পুনর্জন্মে তো সবাই বিশ্বাস করবে তাইনা। কর্ম ভোগ তো সবাইকে ভোগ করতে হয় তাইনা। মায়ার রাজ্যে কর্ম, বিকর্ম হয়, তাই কর্ম ভোগ আছে। সেখানে এমন কর্ম নেই, যে দন্ড ভোগ করতে হয়।

এখন তোমরা বুঝেছো যে ফিরে যেতে হবে। বিনাশ তো হবেই। বোমা ইত্যাদির ট্রায়াল তো চলছে। ক্রুদ্ধ হয়ে যে কোনো সময় বর্ষণ করে দেবে। এ হলো পাওয়ার ফুল বোমা। গায়নও আছে ইউরোপবাসী যাদব। যদিও আমরা সব ধর্মের মানুষদের ইউরোপবাসী বলব। ভারত হল একদিকে। বাকি তাদের সবাইকে এক করে দেওয়া হয়েছে। নিজের দেশ খণ্ডের প্রতি সবার ভালোবাসা তো থাকে। কিন্তু এমনই ভবিষ্যৎ তো কি করা যাবে? সম্পূর্ণ শক্তি তোমাদের বাবা দিচ্ছেন। যোগ বল এর দ্বারা তোমরা রাজস্ব নিচ্ছে। তোমাদের কোনো কষ্ট দেওয়া হয়না। বাবা শুধু বলেন আমাকে স্মরণ করো, দেহ অভিমান ত্যাগ করো। তারা বলে আমি রাম-কে স্মরণ করি, শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করি, তারা নিজেদের আত্মা ভাবে নাকি। যদি আত্মা ভাবে তাহলে আত্মার পিতাকে স্মরণ কেন করে না? বাবা বলেন আমি হলম পরম পিতা পরমাত্মা, আমাকে স্মরণ করো। তোমরা জীব আত্মাদের কেন স্মরণ করছো? তোমাদের দেহী অভিমানী হতে হবে। আমি আত্মা, বাবাকে স্মরণ করি। বাবা আদেশ করেছেন - স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে এবং অবিনাশী উত্তরাধিকারও বুদ্ধিতে থাকবে। পিতা ও সম্পত্তি অর্থাৎ মুক্তি এবং জীবনমুক্তি। এর জন্যে ঘুরে ঘুরে কত ধাক্কা খায়। যজ্ঞ, জপ, তপ ইত্যাদি করতে থাকে। পোপের কাছেও আশীর্বাদ নিতে যায়, এখানে বাবা শুধু বলেন যে দেহ-অভিমান ত্যাগ করো, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এই নাটক পুরো হয়েছে, আমাদের ৮৪ জন্ম পুরো হয়েছে, এখন ফিরতে হবে। কত সহজ করে বোঝান। গৃহস্থ থেকে বুদ্ধিতে এই কথাটি রাখো। যেমন নাটক পুরো হলে বোঝা যায় আর পনেরো মিনিট বাকি আছে। এখন সীন শেষ হবে। অ্যাক্টররা বুঝতে পারে আমরা এই বস্ত্র ত্যাগ করে ঘরে ফিরবো। এখন সবাইকে ফিরে যেতে হবে। নিজের সঙ্গে এমন কথা বলা উচিত। কত সময় আমরা দুঃখের পার্ট করেছি, সেসব জানা আছে। এখন বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো, দুনিয়ায় কি কি হচ্ছে, সেসব কিছু ভুলে যাও - এই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে, এখন ফিরে যেতে হবে। তারা ভাবে যে কলিযুগ এখনও ৪০ (চল্লিশ) হাজার বছর চলবে। একেই বলে ঘোর অন্ধকার। পিতার পরিচয় নেই। জ্ঞান মানেই পিতার পরিচয়, অজ্ঞান মানে পিতৃ পরিচয়হীন। অর্থাৎ ঘোর অন্ধকারে আছে। এখন তোমরা আছো ঘোর আলোয় - নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। এখন রাত পূর্ণ হবে, সেসময় আমরা ফিরে যাই। আজ ব্রহ্মার রাত, কাল হবে ব্রহ্মার দিন, পরিবর্তন হতে একটু সময় তো লাগবে, তাই না! তোমরা জানো এখন আমরা মৃত্যুলোকে আছি, কাল অমরলোকে থাকব। প্রথমে তো ফিরে যেতে হবে। এমনভাবেই ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করে। এই পরিক্রমা থামেনা। বাবা বলেন তোমরা কত বার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেছে? বাচ্চারা বলে যে অনেক বার। তোমাদের ৮৪ জন্মের চক্র পুরো হয়, তখন সবার পুরো হবে। একেই বলা হয় জ্ঞান। জ্ঞান প্রদানকারী হলেন জ্ঞান সাগর, পরমপিতা পরমাত্মা, পতিত-পাবন। তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো পতিত-পাবন কাকে বলা হয়? ভগবান তো নিরাকারকে বলা হয় তাহলে তোমরা রঘুপতি রাঘব রাজা রাম কেন বল? আত্মাদের পিতা তো হলেন নিরাকার, বোঝানোর জন্যে যুক্তি চাই।

দিন দিন তোমাদের উল্লসিত হতে থাকবে কারণ গৃহ জ্ঞান প্রাপ্ত করছে তোমরা। বোঝানোর জন্য শুধু অঙ্ক - কেই নাও। অঙ্ক-কে ভুলেই তো অনাথ হয়েছে, দুঃখী হয়েছে। একের দ্বারা, একমাত্র বাবাকে জানলে তোমরা ২১ জন্মের জন্যে সুখী হয়ে যাও। এ হলো জ্ঞান, ওটা হল অজ্ঞান, যারা বলে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। আরে, তিনি তো হলেন বাবা। বাবা বলেন তোমাদের মধ্যে ভূত রয়েছে সর্বব্যাপী। ৫ বিকার রূপী রাবণ হলো সর্বব্যাপী। এই কথা বোঝাতে হয়। আমরা ঈশ্বরের কোলে আছি - এই কথাতে খুব নেশা হওয়া উচিত। তারপরে ভবিষ্যতে দেবতার কোলে যাবো। সেখানে তো সর্বদা সুখ বিদ্যমান থাকে। শিববাবা আমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন। তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। নিজের এবং অন্যদের

কল্যাণ করতে হবে তবেই রাজত্ব প্রাপ্ত হবে। এইসব খুব ভালো বোঝার বিষয়। শিববাবা হলেন নিরাকার, আমরা আত্মারাও হলাম নিরাকার। সেখানে আমরা অশরীরী দেহ হীন ছিলাম। বাবা হলেন সর্বদা অশরীরী, বাবা কখনও শরীর রূপী বস্ত্র ধারণ করে পুনর্জন্মে আসেন না। বাবা একবার রিইনকারনেট করেন। সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ রচনা করেন তারপরে তাকে আপন করেন এবং নামও রাখতে হয় তাইনা। ব্রাহ্মা না থাকলে ব্রাহ্মণ কোথা থেকে আসবেন? অতএব ইনি হলেন সে-ই যিনি সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছেন, গৌর ছিলেন পরে শ্যামলা হয়েছেন, সুন্দর থেকে শ্যাম, শ্যাম থেকে সুন্দর হন। ভারতের নামও আমরা শ্যাম সুন্দর রাখতে পারি। ভারতকেই শ্যাম, ভারতকেই গোল্ডেন এজ, সুন্দর বলা হয়। ভারত কাম চিতায় বসে কালো হয়, ভারত জ্ঞান চিতায় বসে গৌরব (সুন্দর) হয়। ভারত থেকে বুদ্ধি প্রয়োগ হয়। ভারতবাসী আবার অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়েছে। ইউরোপিয়ান ও ইন্ডিয়ানে কোনো তফাৎ দেখা যায় না, সেখানে গিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে খ্রীস্টান হয়ে যায়। তাদের সন্তানরাও তাদের মতন দেখতে হয়। আফ্রিকায় গিয়েও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

এখন বাবা বিশালবুদ্ধি প্রদান করেন, চক্রকে বোঝার জন্য। এও লেখা আছে - বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। যাদব ও কৌরব প্রীতি রাখেনি। যারা প্রীতি রেখেছে তাদের বিজয় হয়েছে। বিপরীত বুদ্ধি বলা হয় শত্রুকে। বাবা বলেন এইসময় সবাই হল একে অপরের শত্রু। বাবাকেই সর্বব্যাপী বলে কুকথা বলে বা জনম মরণহীন বলে দেয়, তাঁর কোনো নাম রূপ নেয়। ও গড ফাদারও বলে, সাক্ষাৎকারও হয় আত্মা ও পরমাত্মার। আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোনো তফাৎ থাকেনা। বাকি নম্বর অনুযায়ী শক্তিতে কম বেশি হয়েই থাকে। মানুষ যদিও মানুষ, কিন্তু তাতেও পদ মর্যাদা তো থাকেই। বুদ্ধির তফাৎ হয়। জ্ঞান সাগর তোমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন তাই ওঁনাকে স্মরণ করো, অস্তিমে তোমাদের ঐ অবস্থা হবে।

অমৃতবেলায় স্মরণ করে সুখ অনুভব করো, শুয়ে থাকলেও ঘুম যেন না আসে। নিজের দূঢ় চেষ্টায় (হঠ করে) বসা উচিত। পরিশ্রম আছে। বৈদ্যরা ঔষধ দেয় অমৃতবেলার জন্য। এটাও হল ঔষুধ। রচয়িতা বাবা ব্রাহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করে পড়ান - এই কথা সবাইকে বোঝাতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আমি ঈশ্বরের কোলে স্থান পেয়েছি তারপরে দেবতাদের কোলে যাবো এই রূহানী নেশায় থাকতে হবে। নিজের এবং অন্যদের কল্যাণ করতে হবে।

২) অমৃতবেলায় উঠে জ্ঞান সাগরের জ্ঞানের মনন করতে হবে। এক এর অব্যভিচারী স্মরণে থাকতে হবে। দেহ-অভিমান ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে।

বরদানঃ:- অমৃত বেলার থেকে রাত পর্যন্ত বিধিপূর্বক স্মরণে থেকে প্রতিটি কর্ম করে থাকা সিদ্ধির স্বরূপ ভব অমৃত বেলার থেকে রাত পর্যন্ত যে কর্মই করো বিধিপূর্বক স্মরণ করে করো। তবে প্রতিটি কর্মের সিদ্ধি প্রাপ্ত হবে। সবথেকে বড়'র থেকে বড় সিদ্ধি হলো প্রত্যক্ষ ফলের রূপে অতীন্দ্র সুখের অনুভূতি হওয়া। সদা সুখের সুখের তরঙ্গে, খুশীর তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হতে থাকবে। সুতরাং এই প্রত্যক্ষ ফলও প্রাপ্ত হয় আর তারপর ভবিষ্যতের ফলও প্রাপ্ত হয়। এই সময়ের প্রত্যক্ষ ফল ভবিষ্যতের অনেক জন্মের ফলের থেকে শ্রেষ্ঠ। এখনই এখনই করলে এখনই এখনই পেলে - একেই বলা হয় প্রত্যক্ষ ফল।

স্লোগানঃ:- নিজেকে নিমিত্ত মনে করে কর্ম করো তবে ডিট্যাচড আর প্রিয় থাকবে, আমিষ ভাব আসতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - একমাত্র বাবা-ই হলেন ব্লিসফুল, যিনি সকলকে ব্লেসিংস (আশীর্বাদ) দেন, বাবাকেই দুঃখহতা, সুখকর্তা বলা হয়। তিনি ছাড়া আর কেউই দুঃখ হরণ করতে পারে না"

*প্রশ্ন:- ভক্তিমার্গ এবং জ্ঞান মার্গ দুয়েই অ্যাডপ্ট হওয়ার রীতি আছে, কিন্তু দুই-এর মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

*উত্তর:- ভক্তিমার্গে যখন কারও কাছে অ্যাডপ্ট হয় তখন গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ থাকে, সন্ন্যাসীও অ্যাডাপ্ট হলে নিজেকে ফলোয়ার বলবে। কিন্তু জ্ঞানমার্গে তোমরা ফলোয়ার বা শিষ্য নও, তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছো। বাচ্চা হওয়া অর্থাৎ উত্তরাধিকারের অধিকারী হওয়া।

*গীত:- ওম নমঃ শিবায়ঃ....

ওম শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনেছে। এ হলো পরমপিতা পরমাত্মা শিবের মহিমা। বলাও হয়, শিবায় নমঃ। রুদ্রায় নমঃ বা সোমনাথ নমঃ বলা হয় না। শিবায় নমঃ বলা হয় আর ঔনার অনেক স্তুতিও করা হয়। এখন শিবায় নমঃ হলেন বাবা। গড ফাদারের নাম হল শিব। তিনি হলেন নিরাকার। একথা কে বলে - "ও গড ফাদার" ! আত্মা বলে। শুধু "ও ফাদার" বললে তো শারীরিক পিতা হয়ে যায়। এ হলো বোঝার মতো বিষয়। দেবতাদের পারশবুদ্ধি বলা হয়। দেবতারা তো বিশ্বের মালিক ছিল। এখন কোনো মালিক নেই। এখন ভারতে কোনো ধনী বা মালিক নেই। রাজাকেও পিতা বা অল্পদাতা বলা হয়। এখন তো রাজারা নেই। তাহলে শিবায় নমঃ কে বলেছে? কেমন করে জানা যাবে যে ইনি পিতা? ব্রহ্মাকুমার-কুমারী তো অনেক আছে। তারা হলো শিবের পৌত্র-পৌত্রী। ব্রহ্মার দ্বারা তাদেরকে অ্যাডপ্ট করা হয়। সবাই বলে আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। আত্মা, ব্রহ্মা কার সন্তান? শিবের। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর তিনজনেই হলো শিবের সন্তান। শিববাবা হলেন সর্বোচ্চ ভগবান, নিরাকারী লোকের নিবাসী। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর হলো সূক্ষ্মবতনবাসী। আত্মা, মনুষ্য সৃষ্টির রচনা কীভাবে হয়েছে? তিনি তখন বলেন যে ব্রহ্মার সাধারণ শরীরে প্রবেশ করে এঁনাকে প্রজাপিতা বানাই। আমাকে এঁনার মধ্যেই প্রবেশ করতে হয়, যাঁকে ব্রহ্মা নাম দেওয়া হয়েছে। অ্যাডপ্ট করার পর নাম বদল হয়ে যায়। সন্ন্যাসীরাও নাম বদল করে। প্রথমে গৃহস্থীদের কাছে জন্ম নেয় তারপর সংস্কার অনুযায়ী শৈশব থেকেই শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে, তখন বৈরাগ্য আসে। সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে অ্যাডপ্ট হয়, বলে ইনি হলেন আমার গুরু। কিন্তু তাকে বাবা বলে না। গুরুর শিষ্য বা ফলোয়ার হয়ে যায়। গুরু শিষ্যকে অ্যাডপ্ট করে, বলে যে তোমরা হলে আমার শিষ্য বা ফলোয়ার। কিন্তু এই বাবা বলেন তোমরা হলে আমার বাচ্চা। তোমরা বাচ্চারা ভক্তিমার্গ থেকেই ডেকে চলেছে, কারণ এখানে দুঃখ অনেক, গ্রাহি-গ্রাহি রব উঠছে। পতিত-পাবন বাবা তো একজনই। নিরাকার শিবকে আত্মারা নমণ করে। তিনি তো বাবা-ই। 'তুমিই মাতা-পিতা'- এ গড ফাদারের জন্যই গাওয়া হয়। ফাদার থাকলে মাদারও অবশ্যই হওয়া উচিত। মাতা-পিতা ছাড়া রচনা হয় না। বাবাকে বাচ্চাদের কাছে আসতেই হয়। এই সৃষ্টি-চক্র কীভাবে রীপিট হয়, এর আদি-মধ্য-অন্তকে জানা, একেই বলে ত্রিকালদর্শী হওয়া। এতো সব কোটি কোটি অ্যাক্টর আছে, প্রত্যেকের পার্ট আলাদা। এ হলো বেহদের ড্রামা। বাবা বলেন আমি হলাম ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, প্রিন্সিপাল অ্যাক্টর (মুখ্য অভিনেতা)। অ্যাক্ট (ভূমিকা পালন) করছি তাই না ! আমি আত্মাকে সুপ্রীম বলা হয়। আত্মা ও পরমাত্মার রূপ একই। বাস্তবে আত্মা হলো বিন্দু। ব্রুকুটির মধ্যভাগে তারা-রূপী আত্মা থাকে তাই না ! একদম সূক্ষ্ম। তাকে (এই চর্ম চক্ষু দিয়ে) দেখতে পারবে না। আত্মারাও সূক্ষ্ম আর আত্মাদের বাবাও সূক্ষ্ম। বাবা বোঝান যে তোমরা আত্মারা হলে বিন্দু সমান। কিন্তু আমি হলাম সুপ্রীম, ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর। জ্ঞানের সাগর। আমার মধ্যেই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান রয়েছে। আমি হলাম নলেজফুল, ব্লিসফুল, সকলের উপরে ব্লেসিং করি। সবাইকে সঙ্গতিতে নিয়ে যাই। এক বাবাই হলেন দুঃখহতা, সুখকর্তা। সত্যযুগে কেউ দুঃখী হয় না। সেটা হল লক্ষ্মী-নারায়ণের-ই রাজ্য।

বাবা বোঝান যে আমি হলাম এই সৃষ্টি-রূপী বৃক্ষের বীজরূপ। ধরো, আম গাছ রয়েছে, ওটা তো হল জড় বীজ, সে তো কথা বলতে পারবে না। যদি চৈতন্য হতো তাহলে বলতো যে আমার বীজ থেকে এমন ডাল-পালা, পাতা ইত্যাদি বেরোয়। এখন এ হলো চৈতন্য, একে কল্প বৃক্ষ বলা হয়। মনুষ্য সৃষ্টি-রূপী বৃক্ষের (ঝড়ের) বীজ হলো পরমপিতা পরমাত্মা। বাবা বলেন আমি এসেই এর নলেজ দিই। বাচ্চাদের সদাকালের জন্য সুখী বানাই। দুঃখী করে মায়া। ভক্তিমার্গকে পূর্ণ হতে হবে। ড্রামাকে অবশ্যই ঘুরতে হবে। এ হলো অসীম জগতের ওয়ার্ল্ডের হিস্টি -জিওগ্রাফি। চক্র ঘুরতেই থাকে। কলিয়ুগ বদলে আবার সত্যযুগ হয়। সৃষ্টি একই থাকে। গড ফাদার ইজ ওয়ান। ঔনার কোনো বাবা নেই। তিনি টিচারও, আমাদের

পড়াচ্ছেন। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। মানুষ তো মাতা-পিতাকে জানে না। তোমরা তো জানো যে নিরাকারী শিববাবার আমরা হলাম নিরাকারী বাচ্চা। আবার সাকারী ব্রহ্মার-ও বাচ্চা। নিরাকার বাচ্চারা হলো সব ভাই-ভাই আর ব্রহ্মার বাচ্চারা হলো ভাই-বোন। এ হলো পবিত্র থাকার যুক্তি। ভাই-বোন বিকারে কেমন করে যাবে। বিকারেরই তো আগুন লাগে তাই না। কাম-অগ্নি বলা হয়, এর থেকে বাঁচার উপায় বাবা বলে দেন। এক তো প্রাপ্তি অনেক উঁচু। যদি আমরা বাবার শ্রীমতে চলি তাহলে অসীম জগতের বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাবো। স্মরণের দ্বারাই এভারহেল্‌দী (চিরসুস্থ) হওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের রাজযোগ বিখ্যাত। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করতে করতে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে, পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। বাবার স্মরণে শরীর ছাড়লে আমার কাছে চলে আসবে। এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই। যারা বাবার হয়ে গেছে তাদেরই বিজয় হবে। এ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। ভগবান রাজযোগ শেখান, স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য। তারপর আবার মায়া রাবণ নরকের মালিক বানায়। এ যেন অভিশাপ পাওয়া।

বাবা বলেন - প্রিয় বাচ্চারা, আমার মতে চলে তোমরা স্বর্গবাসী ভব। আবার যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন রাবণ বলে - হে ঈশ্বরের বাচ্চারা, নরকবাসী ভব। নরকের পরে আবার স্বর্গ অবশ্যই আসবে। এ হলো নরক তাই না। মারামারি লেগেই আছে। সত্যযুগে লড়াই-ঝগড়া হয় না। ভারত স্বর্গ ছিল, আর কোনো রাজ্য ছিল না। এখন ভারত নরক, অনেক ধর্ম রয়েছে। গায়ন আছে যে অনেক ধর্মের বিনাশ, এক ধর্মের স্থাপনা করার জন্য আমাকে আসতে হয়। আমি একবার-ই অবতার-রূপ নিই। আমাকে পতিত দুনিয়ায় আসতে হয়। আসেই তখন, যখন পুরোনো দুনিয়ার বিনাশকালে। তার জন্যে লড়াই-ও চাই।

বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা অশরীরী এসেছিলে, ৮৪ পার্ট পূর্ণ হয়েছে, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। আমি তোমাদের পতিত থেকে পাবন বানিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। হিসাব তো আছে তাই না। ৫ হাজার বছরে দেবতারা ৮৪ জন্ম নেয়। সবাই তো ৮৪ জন্ম নেবে না। এখন বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো আর অবিনাশী উত্তরাধিকার নাও। সৃষ্টির চক্র যেন বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকে। আমরা হলাম অ্যাক্টর তাই না। অ্যাক্টর হয়ে যদি ড্রামার ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, মুখ্য অ্যাক্টরকে না জানে তাহলে তারা হলো নির্বোধ। এতে ভারত কত কাঙ্গাল হয়ে গেছে। বাবা এসে আবার সলভেন্ট (মালামাল/ উন্নতির শিখর) বানায়। বাবা বোঝান তোমরা ভারতবাসীরা স্বর্গে ছিলে তোমাদের আবার ৮৪ জন্ম নিতে হবে। এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এই শেষ জন্ম বাকী আছে। ভগবানুবাচ, ভগবান তো সবার এক। কৃষ্ণকে আর সব ধর্মাবলম্বীরা ভগবান মানবে না। নিরাকারকেই মানবে। তিনি সব আত্মাদের পিতা। তিনি বলেন, আমি অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে ঐনার শরীরে প্রবেশ করি। যখন রাজ্য স্থাপন হয়ে যাবে তখন বিনাশ শুরু হবে আর আমি চলে যাবো। এ হলো বড় মহান যজ্ঞ। আর যে সব যজ্ঞ ইত্যাদি আছে, এর মধ্যে স্বাহা হয়ে যাবে। সারা দুনিয়ার নোংরা এর মধ্যে (যজ্ঞ) পড়ে যায়। আর কোনো যজ্ঞ রচনা করা হয় না। ভক্তিমার্গ শেষ হয়ে যায়। সত্যযুগ-ত্রৈতার পর আবার ভক্তি শুরু হয়। এখন ভক্তি পূর্ণ হয়েছে। তাই এই সব মহিমা হলো শিববাবার। তাঁকেই এতো নাম দেওয়া হয়, জানে তো না কিছুই। তিনি তো শিব তাঁকে আবার রুদ্র, সোমনাথ, বাবুরীনাথও বলে। একের, অনেক নাম দেওয়া হয়। যেমন যেমন সার্ভিস করেন তেমনি নাম দেওয়া হয়। তোমাদের তিনি সোমরস পান করাচ্ছেন। তোমরা মাতারা স্বর্গের দ্বার খোলার নিমিত্ত হয়েছে বন্দনা পবিত্রদের-ই করা হয়। অপবিত্ররা পবিত্রদের বন্দনা করে। কন্যাদের সামনে সবাই মাথা নত করে। এই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা এই ভারতের উদ্ধার করছে। পবিত্র হয়ে বাবার থেকে পবিত্র দুনিয়ার উত্তরাধিকার নিতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিত্র হতে হবে, এতে পরিশ্রম আছে। কাম মহাশত্রু। কাম ছাড়া যখন থাকতে পারে না, তখন মারধোর করতে থাকে। রুদ্র যজ্ঞে অবলাদের উপর অত্যাচার হয়। মার খেয়ে খেয়ে তাদের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়, তখন বিনাশ হয়ে যায়। অনেক বাচ্চারা আছে, কখনো দেখিনি, তারাও লেখে যে বাবা আমরা তোমাকে জানি। তোমার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য অবশ্যই পবিত্র হবো। বাবা বোঝান যে শাস্ত্র পড়া, তীর্থ ইত্যাদি করা - এসব ভক্তিমার্গের শারীরিক যাত্রা তো করেই চলেছে, এখন তোমাদের ফিরে যেতে হবে, তাই আমার সাথে যোগ লাগাও। আর সব সঙ্গ ছেড়ে এক আমার সাথে সম্বন্ধ জোড়ো, তবেই তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবো, আর আবার স্বর্গে পার্টিয়ে দেবো। ওটা হলো শান্তিধাম। ওখানে আত্মারা কিছু বলে না। সত্যযুগ হলো সুখধাম, এ হলো দুঃখধাম। এখন এই দুঃখধামে থেকেই শান্তিধাম-সুখধাম-কে স্মরণ করতে হবে তাহলেই তোমরা আবার স্বর্গে আসতে পারবে। তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছো। বর্ণ ঘুরতেই থাকে। প্রথমে ব্রাহ্মণদের শিখা (টিকি, চোটি), পরে দেবতা বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ বাজোলা (ডিগবাজী খাওয়া) খেলে তাই না। এখন আমরা আবার ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবো। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। একথা জেনে গেলেই চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার চাই। তাহলে অবশ্যই বাবার মতে

চলতে হবে। তোমরা বোঝাও যে নিরাকার পরম আত্মা এসে এই সাকার শরীরে প্রবেশ করেছে। আমরা আত্মারা যখন নিরাকারী তখন ওখানে (শান্তিধাম) থাকি। এই সূর্য-চন্দ্র হলো আলোর বাতি। আর একে অসীম জগতের দিন আর রাত বলে। সত্যযুগ-ত্রৈতা হলো দিন, দ্বাপর-কলিযুগ হলো রাত। বাবা এসে সন্নতির মার্গ বলেন। কত ভালো করে বোঝানো হয়। সত্যযুগে হয় সুখ, তারপর একটু একটু করে কমতে থাকে। সত্যযুগে ১৬ কলা, ত্রেতায় ১৪ কলা..... এসব বোঝার মতো বিষয়। ওখানে কখনো অকালে মৃত্যু হয় না। কাল্লা, লড়াই-ঝগড়া করার ব্যাপার নেই, সব কিছুইর আধার হলো পড়া। পড়েই মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। ভগবান পড়ান ভগবান-ভগবতী বানানোর জন্য। ওই পড়া হলো কড়িতুল্য, এ হলো হীরেতুল্য। শুধু এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হতে হবে। এ হোল সহজ থেকে সহজতম রাজযোগ। ব্যারিস্টারি ইত্যাদি পড়া - এসব এতো সহজ নয়। এখানে তো শুধু বাবা আর চক্রকে স্মরণ করলেই চক্রবর্তী রাজা হওয়া যাবে। বাবাকে না জানা মানে কিছুই না জানা। বাবা নিজে বিশ্বের মালিক হন না, বাচ্চাদের বানান। শিববাবা বলেন, ইনি (ব্রহ্মা) মহারাজা হবেন, আমি হবো না। আমি নির্বাণধামে থেকে যাই, বাচ্চাদের বিশ্বের মালিক বানাই। সত্যি সত্যি নিষ্কাম সেবা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাই করতে পারেন, মানুষ করতে পারে না। ঈশ্বরকে পেয়েই সারা বিশ্বের মালিক হয়ে যায়। দেবতার বিশ্বের মালিক ছিল তাই না। এখন তো কত ভাগ হয়ে গেছে। এখন আবার বাবা বলেন যে আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাই। স্বর্গে তোমরাই ছিলে। ভারত বিশ্বের মালিক ছিল, এখন কাঙ্গাল। আবার সেই মাতাদের দ্বারা ভারতকে বিশ্বের মালিক করি। মেজরিটি (বেশী) মাতারাই আছে সেইজন্য 'বন্দে মাতরম্' বলা হয়। সময় কম, শরীরের উপর কোনো ভরসা নেই। মরতে তো সবাইকে হবে। সবার-ই বাণপ্রস্থ অবস্থা, সকলকে ফিরে যেতে হবে। এসব ভগবান পড়ান। জ্ঞানদাতা, শান্তিদাতা, সুখদাতা তাঁকেই বলা হয়। তিনিই আবার এমন সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, পবিত্র বানান। আচ্ছা,

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই পড়াশুনা হীরেতুল্য বানায়, তাই একে ভালো করে পড়তে হবে আর অন্য সব সঙ্গ ছেড়ে এক বাবার সাথেই সম্বন্ধ জুড়তে হবে।

২) শ্রীমতে চলে স্বর্গের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। চলতে ফিরতে স্বদর্শন-চক্র ঘোরাতে হবে।

বরদানঃ:- 'আমার' ভাবকে ছেড়ে ট্রাস্টি হয়ে সেবা করে থাকা সদা সন্তুষ্ট আত্মা ভব লৌকিক পরিবারে অথবা সেবা করার সময় সর্বদা স্মরণে থাকবে যে আমি হলাম ট্রাস্টি, সেবাধারী আমি । সেবা করার সময় এতটুকুও 'আমার' ভাব যেন না থাকে, তবেই সন্তুষ্ট থাকবে। যখন 'আমার' ভাব আসে তখন বিরক্তির উৎপত্তি হয়। তখন ভাবতে থাকো আমার সন্তান এই করে, সেই করে... তো যেখানে আমার ভাব আসে সেখানেই বিরক্তি বোধের সৃষ্টি হয় আর যেখানে 'তোমার তোমার' আসে সেখানে তরঙ্গায়িত হতে থাকে। 'তোমার তোমার' বলা অর্থাৎ স্বমানে থাকা, 'আমার আমার' বলা মানে অভিমানে আসা।

স্লোগানঃ:- বুদ্ধিতে সব সময় বাবা আর শ্রীমতের স্মৃতি থাকলে তখন বলা হবে অন্তর থেকে সমর্পিত আত্মা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - যে ভারত আগে হিরেতুল্য ছিল, পতিত হওয়ার জন্য সে আজকে কাঙাল হয়ে গেছে। একে পুনরায় পবিত্র হিরে তুল্য বানাতে হবে, মিষ্টি দৈব-বৃক্ষের স্যাপলিং (চারারোপণ) লাগাতে হবে”

*প্রশ্নঃ - বাবার কোন কর্তব্য বাচ্চাদেরকেও সহযোগী হতে হবে?

*উত্তরঃ - ওর : - সমগ্র বিশ্বে একটাই ডিটি (দৈব) গভর্নমেন্ট স্থাপন করা, অনেক ধর্মের বিনাশ করে একটাই সত্যধর্ম স্থাপন করা - এটাই হলো বাবার কর্তব্য। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এই কাজে সহযোগী হতে হবে। উঁচু পদ-প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। এইরকম ভাবা উচিত নয় যে আমি তো স্বর্গে যাবোই।

*গীতঃ- তুমিই মাতা, তুমিই পিতা.....

ওম শান্তি । দুনিয়াতে মানুষ গায়ন করে - তুমি আমার মাতা-পিতা...। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো কার উদ্দেশ্যে গায়ন করে সেটাই জানে না। কেবল বলতে হয় তাই বলে। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে এই মাতা-পিতা আসলে কে? ইনি হলেন পরমধামের নিবাসী। পরমধাম একটাই স্থান। সত্যযুগকে পরমধাম বলা যাবে না। সত্যযুগ তো এখানেই হবে। আমরা সকলেই পরমধামের নিবাসী। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা পরমধাম-নির্বাণধাম থেকে এই সাকারী দুনিয়ায় আসি। ওপরে কোথাও স্বর্গ নেই। তোমরাও পরমধাম থেকে আসো। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছো যে আমরা শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করছি। কতগুলো জন্ম নিয়েছি, কিভাবে পার্ট প্লে করেছি - সেইসব তোমরা এখন জেনেছো। তিনি হলেন দূরদেশবাসী, এখন পরের দেশে এসেছেন। পরের দেশ কেন বলা হয়? তোমরা তো ভারতেই আসো। কিন্তু তোমরা প্রথমে বাবার দ্বারা স্থাপিত স্বর্গে আসো এবং তারপর নরকে অর্থাৎ রাবণ রাজ্যে চলে যাও। তখন অনেক ধর্ম, অনেক গভর্নমেন্ট হয়ে যায়। তারপর বাবা এসে এক রাজ্য স্থাপন করেন। এখন তো অনেক গভর্নমেন্ট রয়েছে। বলা হয় সবাই মিলেমিশে এক হয়ে যাও। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব? ৫ হাজার বছর আগে ভারতে একটাই গভর্নমেন্ট ছিল। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল। আর কেউ সমগ্র বিশ্বের ওপরে রাজত্ব করতে পারে না। সকল ধর্ম মিলেমিশে এক হয়ে যাবে না। স্বর্গে একটাই গভর্নমেন্ট ছিল। তাই বলা হয়, সবাই মিলেমিশে এক হয়ে যাও। বাবা এখন বলছেন, আমি অন্য সবকিছু বিনাশ করে একটাই আদি সনাতন ডিটি গভর্নমেন্ট স্থাপন করছি। তোমরাও এইরকম বলছো যে আমরা সর্বশক্তিমান ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটির ডাইরেকশন অনুসারে ভারতে একটাই ডিটি গভর্নমেন্টের রাজ্য স্থাপন করছি। ডিটি গভর্নমেন্ট ছাড়া আর কখনো একটাই গভর্নমেন্ট থাকে না। ৫ হাজার বছর আগে ভারতে অথবা সমগ্র বিশ্বে একটাই ডিটি গভর্নমেন্ট ছিল। এখন বাবা এসেছেন পুনরায় বিশ্বে সেই ডিটি গভর্নমেন্ট স্থাপন করতে। আমরা বাচ্চারা হলাম তাঁর সহযোগী। গীতাতে এই রহস্য রয়েছে। এটা হলো রুদ্র জ্ঞান যন্তু। নিরাকারকেই রুদ্র বলা হয়, কৃষ্ণকে বলা হয় না। রুদ্র নামটাই নিরাকারের। অনেকগুলো নাম শুনে মানুষ মনে করে- রুদ্র আর সোমনাথ আলাদা। সুতরাং এখন পুনরায় একটাই ডিটি গভর্নমেন্ট স্থাপন হচ্ছে। কেবল এটা ভেবেই খুশি হওয়া উচিত নয় যে আমি তো স্বর্গে যাবই। দেখো, নরকে মানুষ একটু উঁচু পদ পাওয়ার জন্য কত কি করেছে। একদিকে যেমন উঁচু পদ পাওয়া যায়, সেইরকম অনেক উপার্জনও করে। ভক্তের কাছে তো ভগবান একজনই হওয়া উচিত। নাহলে সে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে থাকবে। এই দুনিয়ায় তো সবাইকেই ভগবান বলে দেয়। অনেককে অবতার বলে দেয়। বাবা বলছেন, আমি তো কেবল একবারই আসি। গায়ন করে - হে পতিত পাবন, তুমি এসো। এখন সমগ্র দুনিয়াই পতিত। তার মধ্যে ভারতই সবথেকে পতিত। ভারতই এখন কাঙাল হয়ে গেছে, ভারতই এক সময়ে হিরেতুল্য ছিল। তোমরা নূতন দুনিয়াতে রাজত্ব পাবে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, কৃষ্ণকে ভগবান বলা যাবে না। কেবল নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি জনম-মরণের উর্ধ্বে, তাঁকেই ভগবান বলা যাবে। দুনিয়ার মানুষ তো বলে যে আমিও ভগবান, তুমিও ভগবান, এখানে কেবল আনন্দ করার জন্য এসেছি। খুব আনন্দে থাকে। যেদিকে তাকাই সেখানেই তুমি আর তোমার লীলা। আমিই হলাম তুমি, তুমিই হলে আমি - এইরকম বলে আর নাচে। ওদের হাজার হাজার ফলোয়ার্স। বাবা বলছেন, ভক্তরা কেবল ভগবানের বন্দনাই করেছে। ভক্তিমার্গে ভাবের বশে পূজা করে। বাবা বলেন, আমি তাদের সাক্ষাৎকার করিয়ে দিই। কিন্তু ওরা আমার সাথে মিলিত হয় না। আমি হলাম স্বর্গের রচয়িতা। এমন নয় যে আমি ওদেরকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দিই। ভগবান তো একজনই। বাবা বলছেন, সবাই পুনর্জন্ম নিতে নিতে অবলা হয়ে গেছে। এখন আমি পরমধাম থেকে এসেছি। আমি যে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করছি, সেখানে আমি আসব না। অনেক মানুষই বলে, আমি তো নিষ্কাম সেবা করছি। কিন্তু সে না চাইলেও ফল তো তাকে ভোগ করতেই হবে। দান করলে তো অবশ্যই তার ফল পাওয়া যাবে, তাই না ? অতীতে দান-পুণ্য করেছিলে বলে এখন তোমরা ধনী

হয়েছে। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ। যত বেশি পুরুষার্থ করবে, ভবিষ্যতে তত উঁচু পদ মিলবে। ভবিষ্যতের জন্ম-জন্মান্তরের জন্য এখন তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখানো হচ্ছে। মানুষ পরের জন্মে সুখী থাকার জন্য ভালো কাজ করে। পরের জন্মে তখন বলবে যে এটা নিশ্চয়ই আগের জন্মের ফল। কিন্তু সত্য-এতায়ুগে এইরকম বলবে না। ২১ জন্মের জন্য কর্মফল এইসময়েই তৈরি হচ্ছে। সঙ্গমযুগের পুরুষার্থের প্রাপ্তি ২১ জন্ম ধরে কায়ম থাকে। সন্ন্যাসীরা কখনো এইরকম বলতে পারবে না যে আমি তোমাকে এমন প্রাপ্তি করাব যাতে তুমি ২১ জন্ম সুখী থাকবে। ভালো কিংবা খারাপ কর্মের ফল তো ভগবান দেন। মানুষ একটাই ভুল করে দিয়েছে। সেটা হল কল্পের আয়ুকে অনেক বড় করে দিয়েছে। কিন্তু অনেকেই আছে যারা বলে যে এই কল্পের আয়ু ৫ হাজার বছর। তোমাদের কাছে মুসলমানরা এসেছিল। তারাও বলত যে কল্পের আয়ু ৫ হাজার বছর। নিশ্চয়ই এখান থেকেই শুনেছিল। সবাইকেই ছবি দেওয়া হয়। কিন্তু সবাই তো মানবে না। তোমরা জানো যে এটা হল রুদ্র জ্ঞান যন্তু। এখান থেকেই বিনাশের অগ্নি নির্গত হবে। এখানে সহজ রাজযোগ শেখানো হয়। কৃষ্ণের আত্মা এখন অন্তিম জন্মে এখানে বসে শিবের (রুদ্র) কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছে। বাবা আলাদা আর ইনি (ব্রহ্মা) আলাদা। ব্রাহ্মণকে খাওয়ানোর সময়েও তো আত্মাকে আহ্বান করা হয়, তাই না? তখন সেই আত্মা ব্রাহ্মণের শরীরে এসে কথা বলে। তীর্থতে গিয়েও বিশেষ ভাবে আহ্বান করে। কিন্তু মৃত্যুর পর তো অনেকটা সময় পেরিয়ে যায়। তারপরেও সেই আত্মা কিভাবে আসে? সে এসে বলে যে আমি খুব সুখে আছি, অমুক পরিবারে জন্ম নিয়েছি। এটা কিভাবে হয়? আত্মা কি ওই শরীর থেকে বেরিয়ে এখানে আসে? বাবা বোঝাচ্ছেন - আমি সবাইকে ভাবনার মূল্য দিই এবং তারাও খুশি হয়ে যায়। এটাও এই ড্রামার রহস্য। ড্রামা অনুসারে কথা বলতে থাকে। কেউ যদি কথা না বলে তাহলে সেটা ড্রামাতে নেই। বাবাকে স্মৃতিতে রাখলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। অন্য কোনো উপায় নেই। প্রত্যেকেই সতঃ, রজঃ এবং তমঃ অবস্থায় আসতেই হবে। বাবা বলছেন, তোমাদেরকে নুতন দুনিয়ার মালিক বানিয়ে দিই। আমি পুনরায় পরমধাম থেকে পুরাতন দুনিয়ায়, পুরাতন শরীরে এসেছি। ইনি (ব্রহ্মা) পূজ্য ছিলেন, এখন পূজারী হয়ে গেছেন, এখন আবার পূজ্য হচ্ছেন। এই কথাটা তোমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তোমাদেরকেও ঐরকম বানাচ্ছি। এনারা হলেন ফার্স্ট নম্বর পুরুষার্থী। তাই জনাই এনাদেরকে মাতাশ্রী, পিতাশ্রী বলো। বাবাও বলছেন, তোমরা সিংহাসনে বসার মতো পুরুষার্থ করো। এই জগৎ অম্বা-ই সকলের মনস্কামনা পূরণ করেন। মাতা যখন আছেন, তাহলে তো পিতা এবং বাচ্চারাও থাকবে। তোমরা এখন সবাইকে রাস্তা দেখাচ্ছো। তোমাদের সকল মনস্কামনা পূরণ হয় সত্যযুগে। বাবা বলেন, কেউ ঘরে থেকেও যদি পুরোপুরি যোগযুক্ত থাকে, তাহলে সেও এখানে যারা আছে তাদের থেকে উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারবে।

অনেকেই আছে যাদের বন্ধন রয়েছে। রাত্রেও বাবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বোঝাচ্ছিল যে এমন একটা উপায় বের করতে হবে যাতে এইরকম অবলাদের ওপরে অত্যাচার না হয়। কিন্তু দুই-চার বার শুনলে তবেই তাদের এইরকম খেয়াল হবে। ভাগ্যে থাকলে, তবেই সে সম্মত হবে। এটা তো খুব জটিল জ্ঞান, তাই না? শিখ ধর্মাবলম্বীরাও যদি জানতে পারে যে তাহলে তারাও বুঝবে যে আসলে কে মানুষ থেকে দেবতা বানান। ‘এক ওঁকার সংনাম’ - এটা তো তাঁরই মহিমা। তিনিই হলেন অকাল মূর্তি। ব্রহ্মতত্ত্ব হলো তাঁর তখত (নিবাসস্থান)। বলা হয় - সিংহাসন ত্যাগ করে নেমে এসো। বাবা বোঝাচ্ছেন, তিনি সমগ্র সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জানেন। এমন নয় যে সকলের মনের কথা জানেন। ভগবানকে স্মরণ করে বলে যে সদগতি দাও। বাবা বলছেন, আমি ওয়ার্ল্ড অলমাইটি ডিটি গভর্নমেন্ট স্থাপন করছি। এইসব যত পার্টিশন হয়েছে, কিছুই আর থাকবে না। যারা আমাদের দেবী-দেবতা ধর্মের, তাদেরই চারা রোপণ করা হচ্ছে। কল্পবৃক্ষ তো অনেক বড়। তার মধ্যে সবথেকে মিষ্টি হল দেবী-দেবতারা। পুনরায় তাদের স্যাপলিং (চারা রোপণ) লাগাতে হবে। অন্যান্য যেসব ধর্মাবলম্বীরা আসে তাদের ক্ষেত্রে কোনো স্যাপলিং লাগাতে হয় না।

আচ্ছা! আজকে সদগুরুবার। বাবা বলেন - বাচ্চারা, শ্রীমৎ অনুসারে চলে পবিত্র হলে সাথে করে নিয়ে যাবো। তারপর তুমি চাইলে মখমলের রানী হবে, চাইলে রেশমের রানী হবে। উত্তরাধিকার যদি নিতে চাও, আমার মত অনুসারে চলো। স্মরণের দ্বারা-ই তোমরা অপবিত্র থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। আচ্ছা!

বাপদাদা এবং মিষ্টি মাংসার হারানিধি বাচ্চাদেরকে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সেলাম-মালেকম।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সঙ্গমযুগের পুরুষার্থের প্রাপ্তি ২১ জন্ম ধরে কায়ম থাকবে- এটা মনে রেখে সর্বদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে। জ্ঞান দানের দ্বারা নিজের প্রাপ্তি বানাতে হবে।

২) মিষ্টি দৈব-বৃক্ষের স্যাপলিং লাগানো হচ্ছে। তাই খুব মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে।

বরদান:- ব্রাহ্মণ জন্মের বিশেষত্ব এবং বৈচিত্র্যকে স্মৃতিতে রেখে সেবা করে সাক্ষী ভব এই ব্রাহ্মণ জন্ম হলো দিব্য জন্ম। সাধারণ জন্মধারী আত্মারা নিজেদের বার্থডে আলাদাভাবে পালন করে ম্যারেজ ডে, ফ্রেন্ডস ডে আলাদা ভাবে পালন করে, কিন্তু তোমাদের বার্থডেও সেটাই, ম্যারেজ ডে, মাদার ডে, ফাদার ডে, এনগেজমেন্টে সব হল একই (একটাই)। কেননা তোমাদের সকলের প্রতিজ্ঞা হলো এক বাবা দ্বিতীয় না কেউ। তো এই জন্মের বিশেষত্ব এবং বৈচিত্র্যকে স্মৃতিতে রেখে সেবার পার্ট প্লে করো। সেবাতে একে অপরের সাথী হও, কিন্তু সাক্ষী হয়ে সাথী হও। এতটুকুও কারো প্রতি বিশেষভাবে ঝুঁকবে না।

স্নোগান:- বেপরোয়া বাদশাহ সে যার জীবনে নির্মানতা (নিরহংকারিতা) এবং অথরিটির ব্যালেন্স রয়েছে।

মাতেশ্বরী জী-র মধুর মহাবাক্য:-

আত্মা এবং পরমাত্মার অন্তর বা পার্থক্য:-

আত্মা এবং পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল। যখন দালাল রূপে সন্ধুরকে পাওয়া গেল, তখনই তাদের মধ্যে সুন্দর মিলন হলো...। আমরা যেহেতু এইরকম কথা বলি, তাই এটার অর্থ হলো- আত্মা পরমাত্মার কাছ থেকে অনেককাল আগে দূরে চলে গিয়েছিল। তাই এই কথাটা এটাই প্রমাণ করে যে আত্মা এবং পরমাত্মা ভিন্ন এবং এদের দুজনের মধ্যে অনেক অভ্যন্তরীণ পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ অজ্ঞানতা বশতঃ এই কথাটির অর্থ অন্যরকম ভাবে ব্যাখ্যা করেছে। বলেছে - আমি আত্মাই হলাম পরমাত্মা। কিন্তু আত্মার ওপরে মায়াবী আস্তরণ থাকার কারণে নিজের আসল স্বরূপকে ভুলে গেছে এবং যখন সেই মায়াবী আস্তরণ সরে যাবে তখন আত্মা পুনরায় পরমাত্মা হয়ে যাবে। ওরা এইরকম মনোভাব থেকে আত্মাকে পৃথক বলে থাকে। কিছু লোক আবার এটাও বলে আমি আত্মাই হলাম পরমাত্মা, কিন্তু নিজেকে ভুলে যাওয়ার জন্য দুঃখী হয়ে গেছি। যখন আত্মা পুনরায় নিজেকে চিনতে পারবে এবং শুদ্ধ হয়ে যাবে তখন আত্মা এবং পরমাত্মা মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। সুতরাং ওরা এইরকম মনোভাব থেকে আত্মাকে আলাদা বলে। কিন্তু আমরা তো জানি যে আত্মা এবং পরমাত্মা দুটো ভিন্ন জিনিস। আত্মা কখনো পরমাত্মা হতে পারে না অথবা পরমাত্মার সাথে মিলেমিশে একাকার হতে পারে না আর পরমাত্মার ওপরেও কখনো আস্তরণ পড়তে পারে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium

Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার গলার হার হওয়ার জন্য জ্ঞান আর যোগের রেস করো, তোমাদের দায়িত্ব হলো সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বাবার পরিচয় দেওয়া"

*প্রশ্ন:- কোন ফুর্তির নেশায় থাকলে তোমাদের রোগও সেরে যাবে ?

*উত্তর:- তোমরা জ্ঞান আর যোগের নেশায় ফুর্তিতে থাকো, এই পুরানো শরীরের চিন্তা কোরো না। যত শরীরের প্রতি বুদ্ধি যাবে, লোভ আসবে, ততই বেশী রোগ আসতে থাকবে। এই শরীরের শৃঙ্গার, পাউডার, ক্রিম ইত্যাদি লাগানো -- এ সবই অপ্রয়োজনীয় শৃঙ্গার, তোমাদের নিজেদেরকে জ্ঞান - যোগের দ্বারা সাজাতে হবে। এটাই হল তোমাদের প্রকৃত শৃঙ্গার।

*গীত:- যে প্রিয়তমের সাথে আছে, তার জন্যই বরিশণ আছে....

ওম্ শান্তি। যে বাবার সঙ্গে আছে... এখন দুনিয়াতে বাবা তো অনেক আছে কিন্তু তাদের সকলেরও বাবা, রচয়িতা - একজনই। তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর। এ কথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, এই জ্ঞানেই সদগতি হয়। মানুষের সদগতি তখনই হয় যখন সত্যযুগের স্থাপনা হয়। বাবাকেই সদগতিদাতা বলা হয়। যখন সঙ্গমের সময় আসে, তখনই জ্ঞানের সাগর এসে দুর্গতি থেকে সদগতিতে নিয়ে যান। ভারত হলো সবথেকে প্রাচীন। ভারতবাসীদের নামেই ৮৪ জন্মের গায়ন আছে। তাহলে অবশ্যই যে মানুষ প্রথমের দিকে আসবে, তারাই ৮৪ জন্ম নেবে। দেবতাদের ৮৪ জন্ম বললে ব্রাহ্মণদেরও তো ৮৪ জন্মই হলো। মুখ্যদেরই উল্লিখিত করানো হয়। এই কথা কেউই জানে না। অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারা এই সৃষ্টির রচনা করা হয়। প্রথমদিকে সূক্ষ্ম লোকের রচনা করা হয়, তারপর এই স্থূল লোকের। এই বাচ্চারা জানে যে - সূক্ষ্ম লোক কোথায় আর মূল লোক কোথায়? মূলবতন, সূক্ষ্ম বতন, স্থূল বতন - একেই ত্রিলোক বলা হয়। ত্রিলোকিনাথ যখন বলা হয় তখন তার একটা অর্থও তো চাই। ত্রিলোক তো কোথাও থাকবে। বাস্তবে ত্রিলোকিনাথ এক বাবা আর তাঁর বাচ্চাদেরই বলা যেতে পারে। এখানে তো কোন মানুষের নাম ত্রিলোকিনাথ, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর ইত্যাদি... এই সব নাম ভারতবাসীরা নিজেদের জন্য রেখে দিয়েছে। ডবল নামও তারা রাখে, যেমন - রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ। এখন এ কথা তো কেউই জানে না যে, রাধা আর কৃষ্ণ আলাদা আলাদা ছিলেন। কৃষ্ণ এক রাজ্যের প্রিন্স ছিলো আর রাধা ছিলো অন্য রাজ্যের প্রিন্সেস। এ কথা তোমরা এখন জানো। যারা খুব ভালো বাচ্চা, তাদের বুদ্ধিতে ভালো ভালো পয়েন্টস ধারণ হয়। যেমন যারা খুব ভালো ডাক্তার হবে, তাদের কাছে তো অনেক ওষুধের নাম থাকে। এখানেও এমন অনেক নতুন নতুন পয়েন্টস বের হতে থাকে। দিন - প্রতিদিন আবিষ্কার হতেই থাকে। যাদের খুব ভালো অভ্যাস হবে, তারা নতুন নতুন পয়েন্টস ধারণ করবে। ধারণ করতে না পারলে মহারথীদের লাইনে আনা যাবে না। সমস্তকিছু এই বুদ্ধির উপরই নির্ভর করে আর ভাগ্যেরও ব্যাপার আছে। এও তো ড্রামাতেই আছে। এই ড্রামাকেও কেউ জানে না। এ কথা বুঝতে পারে যে কর্মক্ষেত্রে আমরা অভিনয় করছি কিন্তু ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তকে না জানলে মনে করো কিছুই জানে না। তোমাদের তো সবকিছুই জানতে হবে।

বাচ্চারা যখন জানতে পেরেছে যে, বাবা এসেছেন, তখন বাচ্চাদের দায়িত্ব হলো অন্যদেরও বাবার পরিচয় দেওয়া। সমস্ত দুনিয়াকে জানানো হলো তোমাদের দায়িত্ব। তারা যেন বলতে না পারে যে আমরা জানতাম না। তোমাদের কাছে অনেকেই আসবে। লিটারেচার ইত্যাদি অনেকই নেবে। শুরুতে বাচ্চারা অনেক সাক্ষাৎকার করেছে। এই ক্রাইস্ট, ইব্রাহিম ভারতেই আসেন। বরাবর ভারত সবাইকে আকর্ষণ করে। প্রকৃতপক্ষে ভারতই বেহদের বাবার জন্মভূমি কিন্তু ওরা এই কথা জানে না যে, এই ভারত ভগবানের জন্মভূমি। যদিও তারা বলে শিব পরমাত্মা তবুও সবাইকে পরমাত্মা বলে দিয়ে বেহদের বাবার গুরুত্ব নষ্ট করে দিয়েছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারো যে - ভারত খণ্ড হলো সবথেকে বড় তীর্থস্থান। বাকি আর যে পয়গম্বর ইত্যাদি আসেন, তারা আসেনই নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করতে। তাদের পিছনে সমস্ত ধর্মের মানুষ আসতে - যেতে থাকে। এখন হলো অন্তিম সময়। সবাই ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তোমাদের এখানে কে এনেছেন? খ্রাইস্ট এসে খ্রীস্টান ধর্ম স্থাপন করেছেন, তিনি তোমাদের আকর্ষণ করে এনেছেন। এখন সবাই ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এ কথা তোমাদেরই বোঝাতে হবে যে, সবাই আসে নিজের - নিজের অভিনয় করতে। এই অভিনয় করতে করতে একদিন দুঃখে আসতেই হবে। এরপর এই দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখের দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়া - এ তো বাবার কাজ। এই ভারত হলো বাবার জন্মভূমি, এই গুরুত্বপূর্ণ কথা তোমরা বাচ্চারাও সকলে জানো না। খুব অল্পই

আছে, যারা বুঝতে পারে এবং তাদের নেশা চড়ে থাকে। কল্প - কল্প বাবা এই ভারতেই আসেন। এ কথা সবাইকেই বলতে হবে। সবাইকে নিমন্ত্রণ দিতে হবে। প্রথমে তো এই সেবা করতে হবে। লিটারেচার তৈরী করতে হবে। নিমন্ত্রণ তো সবাইকে করতে হবে, তাই না। রচয়িতা আর রচনার নলেজ কেউই জানে না। সেবাপরায়ণ হয়ে নিজের নাম উজ্জ্বল করতে হবে। যারা তীক্ষ্ণ বাচ্চা, যাদের বুদ্ধিতে অনেক পয়েন্টস থাকে, সবাই তাদের সাহায্য চায়। তাদের নামই জপ করতে থাকে। এক তো শিববাবার নাম জপ করবে, তারপর ব্রহ্মাবাবার, তারপর নম্বর অনুসারে বাচ্চাদের নাম জপ করতে থাকে। ভক্তিমার্গে মানুষ হাতে মালা জপ করে, এখন মুখে নাম জপ করে -- অমুকে খুব ভালো সেবাপরায়ণ, নিরহংকারী, খুব মিষ্টি, ওনার কোনো দেহবোধ নেই। বলা হয় না, মিষ্টি হও, তাহলেই সবাই মিষ্টি ব্যবহার করবে। বাবা বলেন যে - তোমরা দুঃখী হয়েছো, এখন বাচ্চারা তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে আমিও তোমাদের সাহায্য করবো। তোমরা ঘৃণা করলে আমি কি করবো? এ তো নিজের উপরই ঘৃণা করা হলো। তাহলে তোমরা পদ পাবে না। তোমরা কতো অথৈ ধন পাও। কেউ কেউ লটারী পেলে তো কতো খুশী হয়। এই লটারীর উপহারও কতোভাবে আসে। ফার্স্ট প্রাইজ, সেকেন্ড প্রাইজ এরপর থার্ড প্রাইজ হয়। হুবুহু এও হলো ঈশ্বরীয় রেস। এ হলো জ্ঞান আর যোগবলের রেস। এতে যারা তীক্ষ্ণ হয় তারাই গলার হার হবে, আর হৃদয় আসনে কাছাকাছি বসবে। খুব সহজভাবেই তো এ কথা বোঝানো হয়। নিজের ঘরকেও দেখাশোনা করো কেননা তোমরা হলে কর্মযোগী। ক্লাসে এক ঘন্টা পড়তে হবে তারপর বাড়িতে গিয়ে তার উপরে চিন্তন করতে হবে। স্কুলেও তো এমনই করা হয়। স্কুলে পড়ে তারপর বাড়িতে গিয়ে হোম ওয়ার্ক করে। বাবা বলেন, এক ঘন্টা, আধ ঘন্টা -- দিনে তো আধ ঘন্টা হয়। তারমধ্যেও বাবা বলেন এক ঘন্টা, আচ্ছা আধ ঘন্টা। পনেরো বা কুড়ি মিনিটই ক্লাস অ্যাটেও করো তারপর নিজস্ব কাজকর্মে লেগে যাও। আগে বাবা তোমাদের বসাতেন যে স্মরণ করো, স্বদর্শন চক্রে ঘোরাও। স্মরণের নাম তো ছিলোই, তাই না। বাবা এবং আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করতে করতে, স্বদর্শন চক্রে ঘোরাতে ঘোরাতে যখন দেখবে ঘুম এসে যাবে, তখন গিয়ে শুয়ে পড়ো। তাহলেই অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যাবে। এরপর ভোরবেলা যখন উঠবে তখন সেই পয়েন্ট স্মরণে এসে যাবে। এমন অভ্যাস করতে করতে তোমরা নিদ্রাজয়ী হয়ে যাবে।

যা করবে তাই পাবে। যে করবে, সে নজরে আসবে। তার আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ হয়। যে কিছু করে না তার আচার-আচরণ অন্যরকম হয়। দেখা যায় যে, এই বাচ্চারা বিচার সাগর মন্ডন করে, ধারণা করে। কোনো লোভ তো এদের নেই। এ তো পুরানো শরীর। এই শরীর তখনই ঠিক হবে যখন জ্ঞান আর যোগের ধারণা হবে। ধারণা না হলে শরীর আরোই খারাপ হতে থাকবে। নতুন শরীর ভবিষ্যতে পাওয়া যায়। আত্মাকে তো পবিত্র হতে হবে। এ তো পুরানো শরীর, একে যতই পাউডার, লিপস্টিক আদি লাগাও, শৃঙ্গারও করো তবুও ব্যর্থ, মূল্যহীন। এই শৃঙ্গার অপয়োজনীয়।

এখন তোমাদের সকালের বিবাহ বন্ধন শিববাবার সঙ্গে হয়েছে। যখন বিয়ে হয় তখন পুরানো কাপড় পড়ানো হয়। এখন এই শরীরকে সাজিও না। জ্ঞান আর যোগে সাজালে ভবিষ্যতের প্রিন্স - প্রিন্সেস হতে পারবে। এ হলো জ্ঞান মান সরোবর। এতে জ্ঞানের ডুব দাও তাহলে স্বর্গের পরী হতে পারবে। প্রজাদের তো পরী বলবে না। বলা হয় যে, কৃষ্ণ ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিলো, তারপর মহারাণী, পাটরানী বানিয়েছিলো। এমন তো নয় যে, ভাগিয়ে নিয়ে প্রজাতে চণ্ডাল আদি বানিয়েছিল। নিয়ে এসেছিল মহারাজা, মহারাণী বানানোর জন্য। তোমাদেরও এমন পুরুষার্থ করা উচিত। এমন নয় যে, যে পদ পেলাম, সেটাই চলবে। এখানে মুখ্য হলো পড়াশুনা। এ তো পাঠশালা, তাই না। গীতা পাঠশালা অনেক খোলা হয়। তারা বসে কেবল গীতা শোনায়, মুখস্ত করায়। কোনো একটি শ্লোক নিয়ে আধ ঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টা তার উপরে বলতে থাকে। এতে তো কোনো লাভই নেই। এখানে তো বাবা বসে পড়ান। এখানে এইম অবজেক্ট পরিষ্কার। আর কোনো বেদ শাস্ত্র, জপ - তপ ইত্যাদি করাতে কোনো এইম অবজেক্ট নেই। কেবল পুরুষার্থ করতে থাকো কিন্তু কি পাবে? যখন অনেক ভক্তি করা হয় তখন ভগবান মিলিত হন, রাতের পর দিন তো অবশ্যই আসতে হবে। সময় হলেই তা হবে, তাই না। কল্পের আয়ু কেউ কি বলে দেয়, কেউ আবার অন্যকিছু বলে দেয়। তাদের বোঝালে বলবে, শাস্ত্র কিভাবে মিথ্যা হবে? ভগবান খোড়াই মিথ্যা বলতে পারে। বোঝানোর জন্য কেবল শক্তি চাই।

বাচ্চারা, তোমাদের যোগের বল এর প্রয়োজন। যোগবলে সমস্ত কাজ সহজ হয়ে যায়। কোনো কাজ না করতে পারলে মনে করা হবে শক্তিও নেই আর যোগবলও নেই। কোথাও কোথাও বাবাও সাহায্য করেন। এই ড্রামায় যা নির্ধারিত আছে সেটাই রিপিট হয়। এও আমরাই বুঝি, আর কেউই ড্রামাকে বুঝতে পারে না। সেকেন্ড বাই সেকেন্ড পাস হয়ে যাচ্ছে, টিক টিক হয়ে যাচ্ছে, এই শ্রীমতের উপরে আমরা অ্যাক্টে আসি। এই শ্রীমতে না চললে কিভাবে শ্রেষ্ঠ হবে? সবাই একরকম হতে পারে না। মানুষ মনে করে আমরা এক হয়ে যাবো কিন্তু এক এর অর্থ বোঝে না। এক কি হবে? এক বাবা কি হওয়া উচিত নাকি সবাই এক ভাই হওয়া উচিত? ভাই বললে তবুও ভালো। এই শ্রীমতেই আমরা অবশ্যই এক হতে পারি। তোমরা

সবাই এক মতে চলো। তোমাদের বাবা, টিচার এবং গুরু একজনই। যারা সম্পূর্ণ শ্রীমতে চলবে না তারা শ্রেষ্ঠও হতে পারবে না। একদম যদি না চলে তাহলে শেষ হয়ে যাবে। রেসে তারাই যায় যারা যোগ্য হয়। যখন কোনো বড় রেস হয়, তখন ঘোড়াও খুব ভালো ফার্স্টক্লাস রাখা হয় কেননা বড় লটারী রাখা হয়। এও অশ্ব রেস। হুসেনের ঘোড়া, বলো না! ওরা হুসেনের ঘোড়া লড়াইতে দেখিয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা তো হলে ডবল অহিংসক। কামের হিংসা এক নম্বর। এটা যে হিংসা তা কেউ জানেই না। সল্যাসীরাও এমন মনে করে না। কেবল বলে দেয় এ হলো বিকার। বাবা বলেন - কাম হলো মহাশত্রু। এ আদি, মধ্য এবং অন্ত তোমাদের দুঃখ দেয়। তোমাদের এ কথা সিদ্ধ করে বলতে হবে যে, আমাদের হলো প্রবৃত্তি মার্গের রাজযোগ। তোমাদের হলো হঠযোগ। তোমরা শংকরাচার্যের থেকে হঠযোগ শিখেছো আর আমরা শিবাচার্যের কাছে রাজযোগ শিখছি। এমন এমন কথা সময় মতো শোনানো উচিত।

কেউ যদি তোমাদের জিপ্তেস করে, দেবতাদের যদি ৮৪ জন্ম হয় তাহলে এই খ্রীষ্টান ইত্যাদিদের কতো জন্ম? তাহলে বলো, এ তোমরা হিসেব করো। পাঁচ হাজার বছরে ৮৪ জন্ম হয়েছে। খ্রাইস্টের দু হাজার বছর হয়েছে। তাহলে হিসাব করো - এভারেজ কতো জন্ম হয়েছে? ৩০ - ৩২ জন্ম হবে। এ তো পরিষ্কার কথা। যারা অনেক সুখ দেখে তারা দুঃখও অনেক দেখে। আর ওরা কম সুখ আর কম দুঃখ পায়। এভারেজে এই হিসেব বের হয়। পরের দিকে যারা আসে তারা অল্প জন্ম নেয়। বুদ্ধ, ইব্রাহিমের হিসেবও বের করা যেতে পারে। খুব বেশী এক বা দুই জন্মের তফাত হবে। তাই এই সব বিষয়ে বিচার সাগর মন্থন করা উচিত। কেউ জিপ্তেস করলে কি বোঝাবে? তবুও বলো - আগে তো বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে। তোমরা বাবাকে তো স্মরণ করো। তোমাদের যত জন্ম নিতে হবে, তোমরা তত জন্মই নেবে। বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার তো নিয়ে নাও। তোমাদের খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে। এ হলো পরিশ্রমের কাজ। এই পরিশ্রমেই তোমরা সফল হবে। এতে অনেক বড় বুদ্ধির প্রয়োজন। বাবার প্রতি আর বাবার সম্পদের প্রতি অনেক ভালোবাসার প্রয়োজন। কেউ তো এই সম্পদও নেয় না। আরে, জ্ঞান রত্ন তো ধারণ করো। তখন বলে আমরা কি করবো? আমরা তো বুঝতেই পারি না। না বুঝলে তোমাদের ভবিষ্যৎ। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কাউকেই ঘৃণা করবে না। সকলের সাথে মিষ্টি ব্যবহার করতে হবে। জ্ঞান - যোগের রেস করে বাবার গলার হার হতে হবে।

২) নিদ্রাজয়ী হয়ে ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। যা শুনবে তার উপরে বিচার সাগর মন্থন করার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান:- বুদ্ধিকে ডায়রেকশন অনুসারে শ্রেষ্ঠ স্মৃতিতে স্থিত কারী মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব। কোনো কোনো বাচ্চা যখন যোগে বসে তখন আত্ম অভিমানী হওয়ার বদলে সেবার কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু এইরকম হওয়া উচিত নয়। কেননা লাস্ট সময়ে যদি অশরীরী হওয়ার বদলে সেবারও সংকল্প চলে তবে সেকেন্ডের পেপারে ফেল হয়ে যাবে। সেই সময় বাবাকে ছাড়া আর কোনো কিছুই স্মরণে আসবে না আর নিরাকারী নির্বিকারী নিরহংকারী হবে। সেবার কথা মনে হলে সাকার দুনিয়ায় চলে আসবে। সেইজন্য এই অভ্যাস করো, যে সময় যে স্মৃতিতে স্থিত হতে চাও, স্থিত হয়ে যাও। তবেই বলা হবে মাস্টার সর্বশক্তিমান, কন্ট্রোলিং আর রুলিং পাওয়ার বিশিষ্ট।

স্লোগান:- যে কোনো পরিস্থিতিতেই সহজে পার করবার সাধন হলো - এক বল এক ভরসা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের মধ্যে মানুষ থেকে দেবতা বানানোর সার্ভিসের শখ অনেক অনেক থাকতে হবে কিন্তু এই সার্ভিসের জন্য নিজের মধ্যে পাকাপোক্ত (হাড়ি) ধারণা চাই”

*প্রশ্নঃ - আত্মা কিভাবে ময়লা হয়ে যায় ? আত্মার উপর কিসের ময়লা লাগে?

*উত্তরঃ - আত্মীয় পরিজনদের স্মরণের দ্বারা আত্মা ময়লা হয়ে যায়। প্রথম নশ্বরের নোংরা হলো দেহ-অভিমানের, তারপর লোভ মোহের নোংরা লাগতে শুরু করে, এইসব বিকারের ময়লা আত্মার উপর লাগতে শুরু করে। তারপর বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায়, সার্ভিস করতে পারে না।

*গীতঃ- তোমাকে আহ্বান করতে এই মন চায়...

ওম্ শান্তি । এই গীত বড়ই সুন্দর। বাচ্চারা গ্যারান্টিও করে যে এই জ্ঞান তোমার থেকে শুনে অন্যদেরকেও শোনাতে মন চায়। স্মরণ তো বাচ্চারা করে, এটাও অবশ্যই ঘটেছে যে কেউ স্মরণ করতে থাকছে আবার কেউ কেউ মিলিতও হয়েছে। বলা হয় যে কোটির মধ্যে কয়েকজন এসে এই উত্তরাধিকার গ্রহণ করে। এখন তো বুদ্ধি অন্যন্ত প্রগাঢ় হয়ে গেছে। অবশ্যই পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও বাবা রাজযোগ শেখাতে এসেছিলেন। প্রথম-প্রথম তো এটা বোঝাতে হবে যে এই নলেজ কে শুনিয়েছিলেন? কেননা এটাতেই বড় ভুল হয়ে গেছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে সকল শাস্ত্রের শিরমণি গীতা হল ভারতবাসীদের শাস্ত্র। কেবল মানুষ এটা ভুলে গেছে যে সকল শাস্ত্রের শিরমণি গীতা কে বলেছেন আর তার থেকে কোন্ ধর্ম স্থাপন হয়েছে? এছাড়া গাইতে অবশ্যই থাকে যে - হে ভগবান, তুমি এসো। ভগবান তো অবশ্যই আসেন - নতুন পবিত্র দুনিয়ার রচনা করতে। তিনি তো হলেন সমগ্র দুনিয়ার ফাদার তাই না। ভক্তরা গাইতেও থাকে - তুমি এসো তাহলে সুখ পাবো, শান্তি পাবো। সুখ আর শান্তি হল দুটি জিনিস। সত্যযুগে অবশ্যই সুখ আছে বাদবাকি সকল আত্মারা শান্তির দেশে থাকে। এই পরিচয় দিতে হবে। নতুন দুনিয়াতে নতুন ভারত, রামরাজ্য ছিল। তাতে সুখ আছে, তাই তো রাম রাজ্যের মহিমা করে। তাকে রামরাজ্য বলে থাকে তাহলে একে রাবণ রাজ্য বলতে হবে কেননা এখানে দুঃখ আছে, সেখানে সুখ আছে, বাবা এসে সুখ প্রদান করেন। বাদবাকি সকলের শান্তিধামে শান্তি প্রাপ্ত হয়। শান্তি আর সুখের দাতা তো হলেন বাবা তাই না। এখানে হল অশান্তি, দুঃখ। তো বুদ্ধিতে এই জ্ঞান টপ টপ করে পড়তে থাকবে, তারজন্য স্থিতি খুব ভালো চাই। এইরকম তো ছোটো বাচ্চাদেরকেও শেখানো হয় কিন্তু অর্থ তো কিছুই বুঝতে পারে না, এতে হাড়ি (পাকাপোক্ত) ধারণা চাই। যাতে কেউ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তাকে বোঝাতেও পারে। স্থিতি ভালো হতে হবে। নাহলে তো কখনও দেহ-অভিমানে, কখনও ক্রোধ, মোহের কারণে নিচে নামতে থাকে। লিখেও থাকে - বাবা আজ আমি ক্রোধিত হয়েছি, আজ আমি লোভের বশীভূত হয়েছি। স্থিতি মজবুত হয়ে গেলে তো নীচে পড়ে যাওয়ার কথাই নেই। অনেক শখ থাকে - মানুষ থেকে দেবতা বানানোর সার্ভিস করবো। গীতও বড়ই সুন্দর - বাবা, তুমি এলে আমরা অত্যন্ত সুখী হয়ে যাবো। বাবাকে তো অবশ্যই আসতে হয়। নাহলে তো পতিত সৃষ্টিকে পাবন কে বানাবে? শ্রীকৃষ্ণ তো হল দেহধারী। তাঁর বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের নাম নিতে পারবে না। গাইতে থাকে পতিত-পাবন এসো, তো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে - এটা তোমরা কার উদ্দেশ্যে গাইছো? পতিত-পাবন কে আর তিনি কবে আসবেন? পতিত-পাবন হলেন তিনি, তাঁকে আহ্বান করছো তারমানে অবশ্যই এটা হল পতিত দুনিয়া। পাবন দুনিয়া সত্যযুগকে বলা হয়। পতিত দুনিয়াকে পাবন কে বানাবেন? গীতাতেও আছে স্পষ্টতঃ ভগবানই রাজযোগ শিখিয়েছেন আর আমরা এই বিকারগুলিকে জয় করতে পারি। কাম হল মহাশত্রু। জিজ্ঞাসা করতে হবে যে এটা কে বলেছেন - আমি রাজযোগ শেখাই, কাম হল মহাশত্রু? এটা কে বলেছে যে আমি হলাম সর্বব্যাপী? কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে? কাকে বলা হয় পতিত-পাবন? গঙ্গা কি পতিত-পাবনী নাকি অন্য কেউ? গাঙ্গীজিও বলতেন পতিত-পাবন এসো, গঙ্গা তো সর্বদাই বিরাজমান। গঙ্গা নতুন কেউ নয়। গঙ্গাকে তো অবিনাশী বলা হবে, বাকি কেবল তমোগুণী হয়ে যায় তখন তাতে চঞ্চলতা এসে যায়। প্লাবন করে দেয়, নিজের রাস্তা ছেড়ে দেয়। সত্যযুগে তো সবকিছু বড়ই রেগুলার (নিয়ম অনুসারে) চলে। বৃষ্টি কখনও কম বা কখনও বেশী হয় না। সেখানে দুঃখের কোনো কথা নেই। তো বুদ্ধিতে এটা রাখতে হবে যে আমাদের বাবা-ই হলেন পতিত-পাবন। পতিত-পাবনকে যখন স্মরণ করে তখন বলে - হে ভগবান, হে বাবা। এটা কে বলে? আত্মা। তোমরা জেনে গেছো যে পতিত-পাবন শিববাবা এসে গেছেন। নিরাকার শব্দটি অবশ্যই লিখতে হবে। না হলে তারা সাকারকে মনে করবে। আত্মা পতিত হয়ে গেছে, এটা বলতে পারবে না যে সবাই হল ঈশ্বর। অহম্ ব্রহ্মাস্মি বা শিবোহম্ বলা, কথা তো একই। কিন্তু রচনার মালিক তো একটাই রচনা করেন। যদিও মানুষ কোনো লম্বা-চওড়া অর্থ ভেবে নেয়, আমার কথা তো হলই এক সেকেণ্ডের। সেকেণ্ডে বাবার উত্তরাধিকার

প্রাপ্ত হয়। বাবার উত্তরাধিকার হল সত্যযুগের রাজত্ব। তাকেই জীবন্মুক্তি বলা হয়। এটা হল জীবন বন্ধ। বোঝাতে হবে - স্পষ্টতঃই যখন তুমি আসবে তো অবশ্যই আমাদের স্বর্গের, মুক্তি-জীবন্মুক্তির উত্তরাধিকার দেবে। তবেই তো লিখতে থাকে যে মুক্তি-জীবন্মুক্তি দাতা হলেন এক। এটাও বোঝাতে হবে। সত্যযুগেই আছে এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। সেখানে দুঃখের নাম নেই। সেটা হলই সুখধাম। সূর্যবংশী রাজ্য চলতে থাকে। তারপর ত্রেতায় হল চন্দ্রবংশী রাজ্য। পুনরায় দ্বাপরে ইসলামী, বৌদ্ধী আসবে। সমগ্র পার্ট পূর্ব নির্ধারিত। এক বিন্দুসম আত্মার মধ্যে আর পরমাত্মার মধ্যে কতো পার্ট নিরূপিত আছে। শিবের চিত্রেও এটা লিখতে হবে যে আমি জ্যোতির্লিপির মতো এতো বড় নই। আমি তো হলাম স্টারের মতো। আত্মাও হল স্টার, গাইতেও থাকে - ঝুকুটির মাছে ঝলমল করে আজব তারা... তো সেটাই হল আত্মা। আমিও হলাম পরমপিতা পরমাত্মা। কিন্তু আমি হলাম সুপ্রিম, পতিত-পাবন। আমার গুণ হল আলাদা। তো সব গুণগুলি লিখতে হবে। একদিকে শিবের মহিমা, অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা। অপোজিট বিষয়, ভালোভাবে লিখতে হবে, যাতে মানুষ ভালোভাবে পড়ে বুঝতে পারে। স্বর্গ আর নরক, সুখ আর দুঃখ, শ্রীকৃষ্ণের দিন বা রাত বলা, বা ব্রহ্মার দিন ও রাত বলা, বিষয়টা একই। সুখ আর দুঃখ কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয় - এটা তোমরা জানো। সূর্যবংশী হল ১৬ কলা, চন্দ্র বংশী হল ১৪ কলা। তারা (সূর্যবংশীরা) হল সম্পূর্ণ সত্যপ্রধান আর তারা (চন্দ্রবংশীরা) হল সত্যঃ। সূর্য বংশীরাই চন্দ্র বংশী হয়। সূর্য বংশী পুনরায় ত্রেতাতে আসবে তো অবশ্যই চন্দ্র বংশী কুলে জন্ম নেবে। যদিও রাজপদ প্রাপ্ত করে। এইসব কথা বুদ্ধিতে ভালোভাবে ধারণ করতে হবে। যে যত বেশী স্মরণ করবে, দেহী-অভিমানী হয়ে থাকবে, তার ধারণাও ভালো হবে। সে সার্ভিসও খুব ভালো করবে। স্পষ্ট করে কাউকে শোনাবে, আমরা এইভাবে বসি, এইভাবে ধারণা করি, এইভাবে বোঝাই, এইরকম ভাবে বিচার সাগর মন্বন করি - অন্যদেরকে বোঝানোর জন্য। সবসময় বিচার সাগর মন্বন চলতেই থাকে। যার মধ্যে জ্ঞান নেই তার কথা তো আলাদা, ধারণা হবে না। ধারণা হলে তো সার্ভিস করতে হবে। এখন তো সার্ভিস অনেক বৃদ্ধি হচ্ছে। দিন-প্রতিদিন মহিমা বাড়তে থাকবে। তারপর তোমাদের প্রদর্শনীতেও কতো মানুষ আসবে। কতো চিত্র বানাতে হবে। অনেক বড় মন্ডপ (স্টেজ) বানাতে হবে। এমনি তে তো বোঝানোর জন্য একান্ত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের মুখ্য চিত্রই হল কল্পবৃক্ষের চিত্র, গোলা আর লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র। রাধাকৃষ্ণের চিত্র থেকে এত কিছু বুঝতে পারবে না যে এরা কারা? এইসময় তোমরা জানো যে আমাদেরকে এখন বাবা এইরকম বানাচ্ছেন। সবাইতো একরকম সম্পূর্ণ হবে না। আত্মা পবিত্র হবে, বাদবাকি সবাই খোড়াই জ্ঞান ধারণ করবে। ধারণা না হলে তো বোঝা যায় যে এ কম পদ পাবে।

এখন তোমাদের বুদ্ধি কতো তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে, নশ্বরের ক্রমানুসার তো প্রত্যেক ক্লাসেই হয়। কেউ তীর আবার কেউ টিলা, এখানেও নশ্বরের ক্রম আছে। যদি কোনও ভালো ব্যক্তিকে কোনও থার্ড গ্রেড আত্মা বোঝায়, তাহলে সে বুঝবে এখানে তো কিছুই নেই, এইজন্য পুরুষার্থ করা হয়, ভালো ব্যক্তিকে বোঝানোর জন্য ভালো আত্মাকে পাঠানো হয়। সবাই তো একইরকম পাশ হবে না। বাবার কাছে তো লিমিট আছে। কল্প-কল্প এই পড়ারও রেজাল্ট বের হয়। মুখ্য ৮ জন পাশ হয়, তারপর ১০০, তারপর হল ১৬ হাজার, তারপর হল প্রজা। তাদের মধ্যেও সাহকার গরীব সবাই থাকে। বোঝা যায় - এইসময় এ কোন পুরুষার্থ করছে? কোন পদ পাওয়ার যোগ্য। টিচার তো সবই বুঝতে পারে। টিচারদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসারে আছে। কোনো টিচার ভালো হলে তো সবাই খুশী হয়ে যায় যে ইনি পড়ানও খুব ভালো, ভালোও খুব বাসেন। ছোটো সেন্টারকে বড় তো কোনো বড় টিচারই বানাতে তাই না। কত কিছুইনা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়। জ্ঞান মার্গে অতিমিষ্টি হতে হবে। সুইট তখন হতে পারবে, যখন মিষ্টি বাবার সাথে সম্পূর্ণ যোগ থাকবে, তাহলে ধারণাও হবে। এইরকম মিষ্টি বাবার সাথে অনেকেরই যোগ নেই। বুঝতেই পারে না - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে বাবার সাথে পুরো যোগযুক্ত হয়ে থাকতে হবে। মায়ার তুফান আসবেই। কারো তো পুরানো আত্মীয় পরিজন স্মরণে আসবে, কারো অন্যকিছু স্মরণে আসবে। তো আত্মীয় পরিজনকে স্মরণ আত্মাকে ময়লা বানিয়ে দেয়। নোংরার আচ্ছাদন পড়লে ঘাবড়ে যায়, এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এটা তো মায়া করবেই, নোংরা পড়বেই আমাদের উপর। হোলিতে নোংরা পড়ে তাই না। আমরা বাবার স্মরণে থাকলে নোংরা থাকবে না। বাবাকে ভুলে গেলে প্রথম নশ্বরে দেহ-অভিমানের নোংরা লাগে। তারপর লোভ, মোহ সব আসে। নিজের জন্য পরিশ্রম করতে হয়, উপার্জন করতে হয় আর তারপর নিজের সমান বানানোর পরিশ্রম করতে হবে। সেন্টারে সেবা খুব ভালো হয়। এখানে আসে তো বলে যে আমি গিয়ে প্রবন্ধ করবো, সেন্টার খুলবো, এখান থেকে বের হল তো সব শেষ। বাবা নিজেই সব বলে দেন যে তোমরা এইসব কথা ভুলে যাবে। এখানে তো ভাঙিতে থাকতে হয়, যতক্ষণ কাউকে বোঝানোর যোগ্য হবে। শিববাবার তো সবথেকে মিষ্টি কানেকশন আছে তাই না। স্কুল সার্ভিসের পুরস্কার অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। খুব ভালো সার্ভিস করে। কিন্তু সাক্ষেপ্ত তো আছে তাই না। সেই পড়াতেও সাবজেক্ট থাকে। তো এই আধ্যাত্মিক পড়াতেও সাবজেক্ট আছে। প্রথম নশ্বরের সাক্ষেপ্ত হল স্মরণ, তারপর হল পড়া। বাকি সবই হল গুপ্ত। এই ড্রামাকেও বুঝতে হয়। এটাও কারো জানা নেই প্রত্যেক যুগের আয়ু ১২৫০ বছর। সত্যযুগ কতটা সময় ছিল, আত্মা

সেখানে কোন্ ধর্ম ছিল? সবথেকে বেশী জন্ম এখানে কার হওয়া উচিত? বৌদ্ধ, ইসলাম প্রমুখেরা এত জন্ম খোঁড়াই নেবে। কারো বুদ্ধিতে এসব কথা নেই। শাস্ত্রবাদীদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে যে তোমরা ভগবানুবাচ কাকে বলে থাকো? সকল শাস্ত্রের শিরমণি তো হল গীতা। ভারতে তো সর্বপ্রথমে দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। তার শাস্ত্র কোনটি? গীতা কে বলেছেন? শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ তো হতে পারে না। স্থাপন আর বিনাশ করানো তো হল ভগবানের কাজ। শ্রীকৃষ্ণ কবে এসেছে? এখন কোন্ রূপে আছে? শিববাবার অপোজিট শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অবশ্যই লিখতে হবে। শিব হলেন গীতার ভগবান, তাঁর থেকে শ্রীকৃষ্ণের পদ প্রাপ্ত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের ৮৪ জন্মও দেখায়। পরে আবার ব্রহ্মার অ্যাডপ্টেড চিত্রও দেখাতে হবে। আমাদের বুদ্ধি যেন ৮৪ জন্মের মালা পরে রয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও ৮৪ জন্ম অবশ্যই দেখাতে হবে। অমৃতবেলায় বিচার সাগর মন্থন করে আরও চিন্তন করতে হবে। সেকেণ্ডে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে আমি কি লিখবো? জীবন্মুক্তি মানে স্বর্গে যাওয়া। সেটা তো যখন বাবা স্বর্গের রচয়িতা আসবেন, আমরা তাঁর সন্তান হওয়ার পর স্বর্গের মালিক হতে পারবো। সত্যযুগ হল পূণ্য আত্মাদের দুনিয়া। এই কলিযুগ পাপাত্মাদের দুনিয়া। সেটা হল নির্বিকারী দুনিয়া। সেখানে মায়া রাবণের রাজ্যই নেই। যদিও সেখানে এইসমস্ত জ্ঞান থাকে না, কিন্তু আমি হলাম আত্মা, এই শরীর বৃদ্ধ হয়েছে, একে এখন ত্যাগ করতে হবে - এই চিন্তন তো থাকে, তাই না। এখানে তো আত্মারও জ্ঞান কারো মধ্যে নেই। বাবার থেকে জীবন্মুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তো স্মরণও তাঁকে করতে হবে তাই না। বাবা আদেশ করছেন - মন্মনা ভব। গীতাতে এটা কে বলেছেন - মন্মনা ভব? আমাকে স্মরণ করো আর বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করো - এটা কে বলতে পারে? শ্রীকৃষ্ণকে তো পতিত-পাবন বলা যাবে না। ৮৪ জন্মের রহস্যও কেউ খোঁড়াই জানে। তো তোমাদেরকে সবাইকে বোঝাতে হবে। তোমরা এইসব কথাগুলিকে বুঝে নিজের এবং অন্যান্যদের কল্যাণ করো তো তোমাদের মান অনেক হবে। নির্ভয় হয়ে যেখানে-সেখানে ঘুরতে থাকো। তোমরা হলে অত্যন্ত গুপ্ত। যদিও ড্রেস পরিবর্তন করে সার্ভিস করো, চিত্র সর্বদা কাছে রাখো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) মিষ্টি বাবার সাথে সম্পূর্ণ যোগযুক্ত হয়ে মিষ্টি আর দেহী-অভিমানী হতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করে প্রথমে নিজেকে ধারণা করতে হবে, তারপর অন্যদেরকে বোঝাতে হবে।

২) নিজের অবস্থা মজবুত বানাতে হবে। অভয় হতে হবে। মানুষকে দেবতা বানানোর সার্ভিসের শখ রাখতে হবে

বরদান:- সর্বদা খুশীর পুষ্টিকর পথ্য (খুরাক) খেয়ে এবং অন্যদেরকেও খাইয়ে সদা হাসিখুশী, সৌভাগ্যবান ভব বাচ্চারা তোমাদের কাছে সত্যিকারের অবিনাশী ধন আছে এইজন্য সবথেকে ধনবান হলে তোমরা। যদি শুনকো রুটিও খেতে হয় তবে সেই শুনকো রুটিতেও খুশীর পথ্য ভরপুর আছে, এরথেকে ভালো আর পথ্য হয় না। সবথেকে ভালো পথ্য আহার গ্রহণকারী, সুখের রুটি আহারকারী হলে তোমরা। সেইজন্য সদা হাসিখুশীতে থাকো। তো এইরকম হাসিখুশী থাকো যাতে অন্যরাও দেখে খুশীতে ভরপুর হয়ে যায় তখন বলা হবে সৌভাগ্যবান আত্মা।

স্নোগান:- নলেজফুল হলো সে, যার একটিও সংকল্প বা বাণী ব্যর্থ যায় না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সেবার সাথে সাথে অসীম বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা পুরানো এবং ব্যর্থ সংস্কার গুলির থেকে মুক্ত হও"

আজ, অসীম জগতের বাবা অসীম জগতের আপন সহযোগী সাথীদের দেখছেন। চতুর্দিকের সদা সহযোগী বাচ্চারা, সদা বাবার হৃদয়ে হৃদয়-সিংহাসনাসীন তোমরা সব বাচ্চার কত সিংহাসন রয়েছে! কিন্তু নিরাকার বাবার অকাল তখতও নেই! তাইতো, বাপদাদা তখতাসীন বাচ্চাদের দেখে সদা প্রফুল্ল থাকেন - বাঃ আমার তখতাসীন বাচ্চারা! বাচ্চারা বাবাকে দেখে খুশি হয়, তোমরা সবাই বাপদাদাকে দেখে খুশি হও কিন্তু বাপদাদা কত বাচ্চাকে দেখে খুশি হন, কারণ প্রত্যেক বাচ্চা বিশেষ আত্মা। যদি লাস্ট নম্বরও হয় কিন্তু তবুও লাস্ট হয়েও কোটির মধ্যে কয়েক, কয়েকের মধ্যে কেউ-এর বিশেষ লিস্টে আছে। সেইজন্য প্রত্যেক বাচ্চাকে দেখে বাবার অধিক খুশি হয়, নাকি তোমাদের হয়? (উভয়ের) বাবার কত বাচ্চা আছে! যত বাচ্চা ততো খুশি আর তোমাদের শুধু ডবল খুশি, ব্যস্। পরিবারেরও খুশি থাকে তোমাদের, বাবার খুশি কিন্তু সদাকালীন আর তোমাদের খুশি সদাকাল থাকে নাকি কখনো উপর-নিচে হয়?

বাপদাদা বোঝেন যে, ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস হলো খুশি। খুশি নেই তো ব্রাহ্মণ জীবন নয় আর অবিনাশী খুশি, কখনো-কখনোর নয়, পার্সেন্টেজের নয়। খুশি তো খুশিই। আজ ৫০% খুশি, কাল ১০০% , তাহলে তো জীবনের শ্বাস উপর-নিচে হয়, হয় তো না! বাপদাদা আগেও বলেছিলেন যে, শরীর চলে যাক কিন্তু খুশি যেন না যায়। তো এই পাঠ সদা পাকা নাকি অল্প অল্প কাঁচা আছে? সদা আন্ডারলাইন থাকে? যারা কখনো -কখনোর তারা কী হবে? যারা সদা খুশিতে থাকে তারা পাস উইথ অনার এবং কখনো কখনোর খুশিতে যারা থাকে তাদেরকে ধর্মরাজপুরী পাস করে (মধ্য দিয়ে) যেতে হবে। যারা পাস উইথ অনার তারা এক সেকেন্ডে বাবার সঙ্গে যাবে, থামবে না। তো তোমরা সবাই কে? সঙ্গে চলার নাকি থেমে থাকার? (সঙ্গে চলার) এ'রকম পাঠ রয়েছে? কেননা, ডায়মন্ড জুবিলী বর্ষে বাপদাদার প্রত্যেক বাচ্চার প্রতি কী শুভ আশা আছে, সেটা তোমরা জানো তো না?

বাপদাদা সব বাচ্চার চার্ট দেখেছেন। তা'তে কী দেখেছেন, দেখেছেন যে বর্তমান সময় অনুসারে একটা বিষয়ে বিশেষভাবে আরও অ্যাটেনশন প্রয়োজন। সেবাতে যেমন উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এগোচ্ছ আর ডায়মন্ড জুবিলিতে সেবার জন্য যে উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে, তা'তে তোমরা পাস হয়েছ। প্রত্যেকে তাদের যথাশক্তি সেবা করছে আর করতে থাকবে। কিন্তু এখন বিশেষ কী প্রয়োজন? সময় নিকটে, তো সময়ের নৈকট্য অনুসারে এখন কোন ধরনের তরঙ্গ হওয়া দরকার? (বৈরাগ্যের) কোন ধরনের বৈরাগ্য? সীমাবদ্ধ নাকি অসীম? যতটা উৎসাহ-উদ্দীপনা সেবার জন্য থাকে, সময়ের আবশ্যিকতা অনুসারে স্ব-স্থিতিতে ততটা অসীম বৈরাগ্য কত পর্যন্ত রয়েছে? কেননা, তোমাদের সেবার সফলতা হলো যত দ্রুত সম্ভব যেন প্রজা তৈরি হয়ে যায়। সেইজন্য সেবা করো, তাই না? তাইতো, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সব নিমিত্ত আত্মার মধ্যে অসীম বৈরাগ্য-বৃত্তি না থাকবে, তৎক্ষণ অন্য আত্মাদের মধ্যেও বৈরাগ্য বৃত্তি আসতে পারে না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বৈরাগ্য বৃত্তি না হবে ততক্ষণ যেটা চাও যে, বাবার পরিচয় সবাই জানবে, সেটা সকলে জানতে পারে না। অসীম বৈরাগ্য সদাকালের বৈরাগ্য। যদি সময় অনুসারে বা সারকামস্ট্যান্স অনুসারে বৈরাগ্য আসে তখন সময় নম্বর ওয়ান হয়ে গেল আর তুমি হয়ে গেলে দ্বিতীয় নম্বর। হয় পরিস্থিতি নয়তো সময় বৈরাগ্য প্রাপ্ত করায়। পরিস্থিতি শেষ, সময় পার হয়ে গেছে তো বৈরাগ্য সরে যায় অর্থাৎ সমাপ্ত। তাহলে এটাকে কী বলবে - অসীম বৈরাগ্য নাকি সীমাবদ্ধ বৈরাগ্য? তো এখন অসীম বৈরাগ্য প্রয়োজন। যদি বৈরাগ্য খন্ডিত হয়ে যায় তবে তার মুখ্য কারণ - দেহবোধ। যতক্ষণ দেহবোধের বৈরাগ্য না হয় ততক্ষণ কোনও বিষয়ে বৈরাগ্য সদাকালের হয় না, অল্পকালের হয়। সম্বন্ধের প্রতি বৈরাগ্য, সেটা বড় ব্যাপার নয়, সে' তো দুনিয়াতেও অনেকেরই হৃদয় থেকে বৈরাগ্য এসে যায়, কিন্তু এখানে দেহবোধের যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে, সেই ভিন্ন ভিন্ন রূপকে তোমরা জানো তো না? দেহবোধের কত রূপ আছে, তার বিস্তার তো জানো কিন্তু এই দেহবোধের অনেক রূপ জেনে অসীম বৈরাগ্যে থাকতে হবে। দেহবোধ, দেহী-অভিমাণে যেন বদল হয়ে যায়। দেহবোধ যেরকম একটা ন্যাচারাল হয়ে গেছে, সেরকমই দেহী-অভিমান ন্যাচারাল হতে দাও, কেননা, সব ব্যাপারে প্রথম শব্দই আসে দেহ। যদি সম্বন্ধ হয় তবুও তা' দেহেরই সম্বন্ধ, পদার্থ যদি হয় তাহলে তা' দেহের পদার্থ। সুতরাং মূল আধার দেহবোধ। যে কোনও রূপে দেহবোধ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ বৈরাগ্য বৃত্তি হতে পারে না। তাছাড়া, বাপদাদা দেখেছেন যে বর্তমান সময়ে যে দেহবোধের বিঘ্ন রয়েছে তার কারণ হলো - দেহের যা কিছু পুরানো সংস্কার রয়েছে, তা'তে বৈরাগ্য নেই। প্রথমে দেহের পুরানো সব সংস্কারের প্রতি বৈরাগ্য প্রয়োজন। সংস্কার স্থিতি থেকে নিচে নিয়ে আসে। সংস্কারের কারণে সেবাতে এবং

সম্বন্ধ- সম্পর্কে বিদ্ব উৎপন্ন হয়। তো রেজাল্টে বাবা দেখেছেন যে দেহের পুরানো সংস্কারের প্রতি যতক্ষণ না বৈরাগ্য আসে, ততক্ষণ অসীম বৈরাগ্য সদা থাকে না। সংস্কার বিভিন্ন রূপে তার নিজের দিকে আকর্ষণ করে নেয়। সুতরাং কোথাও কোনো দিকে যদি আকর্ষণ থাকে, সেখানে বৈরাগ্য হতে পারে না। সুতরাং চেক করো, আমি নিজের পুরানো ও ব্যর্থ সংস্কার থেকে মুক্ত হয়েছি? তোমরা কত চেষ্টা করবে সেটা কোনো ব্যাপার নয়, তোমরা চেষ্টা করেও থাকো বৈরাগ্য বৃত্তিতে থাকতে, কিন্তু সংস্কার কারও কারও কাছে কিংবা মেজরিটির কাছে কোনো না কোনো রূপে এমন প্রবল যে তা নিজের দিকে টানতে থাকে। অতএব, প্রথমে পুরানো সংস্কার থেকে বৈরাগ্য প্রয়োজন। না চাইলেও সংস্কার ইমার্জ হয়ে যায়, কেন? চাও না, কিন্তু সমূহ সংস্কার সূক্ষ্ম ভাবে ভস্ম করনি। কোথাও না কোথাও অংশ মাত্র রয়ে গেছে, লুকিয়ে আছে, সেটাই সময়মতো না চাইলেও ইমার্জ হয়ে যায়। তখন তোমরা বলো - চাইনি তো কিন্তু কী করবো, হয়ে গেছে, হয়ে যায়.... এটা কে বলে - দেহবোধ নাকি দেহী-অভিমান?

তো বাপদাদা দেখেছেন যে, সমস্ত সংস্কারের প্রতি বৈরাগ্য বৃত্তিতে দুর্বলতা রয়েছে। তোমরা শেষ করেছ কিন্তু লেশমাত্র নেই সেভাবে শেষ করনি। এছাড়া, যেখানে অংশ আছে সেখানে তো বংশ থাকবেই। আজ অংশ আছে, সময় অনুসারে বংশের রূপ নিয়ে নেয়। পরবশ করে দেয়। বলতে হ'লে তখন সবাই কী বলে থাকো যে বাবা যেমন নলেজফুল তেমন আমরাও নলেজফুল, কিন্তু যখন সংস্কার তোমাদের আঘাত করে তখন নলেজফুল থাকো নাকি নলেজপুল (জ্ঞানকে কেবল টেনে নেওয়া, ধারণ করা নয়)? কী হয়? নলেজফুলের বদলে নলেজপুল হয়ে যাও। সেই সময় যে কোনও কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করো তো বলবে - হ্যাঁ, বুঝি তো আমিও, হওয়া উচিত নয়, করা উচিত নয় কিন্তু হয়ে যায়। তাহলে, নলেজফুল হয়েছ নাকি নলেজপুল হ'লে? (নলেজপুল অর্থাৎ নলেজকে নেওয়া, আত্মীকরণ বা ধারণকারী নয়) যে নলেজফুল হয় তাকে কোনও সংস্কার, সম্বন্ধ, পদার্থ আঘাত করতে পারে না।

তো ডায়মন্ড জুবিলী উদযাপন করছোও, ডায়মন্ড জুবিলীর অর্থ হলো - ডায়মন্ড হওয়া অর্থাৎ অসীম বৈরাগী হওয়া। সেবার জন্য যতটা উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে ততটা বৈরাগ্যবৃত্তির অ্যাটেনশন থাকে না। এতে তোমাদের গড়িমসি রয়েছে। এরকমই চলে ... এমনই হয়... হয়ে যাবে... সময় যখন হবে তখন ঠিক হয়ে যাবে... তো সময় তোমাদের শিক্ষক নাকি বাবা শিক্ষক? কে? যদি সময়তে পরিবর্তন করবে তবে তো সময় তোমাদের শিক্ষক হয়ে গেল! তোমাদের রচনা তোমাদের শিক্ষক হবে - এটা ঠিক? সুতরাং এমন পরিস্থিতি যখন আসে তখন কী বলো তোমরা? সময়মতো ঠিক করে নেবো, হয়ে যাবে। বাবাকেও আশ্বস্ত করে - চিন্তা ক'রো না, হয়ে যাবে। সময়মতো একদম সামনে এগিয়ে যাবে। সুতরাং সময়কে শিক্ষক বানানো - এটা কি তোমরা সব মাস্টার রচয়িতার ক্ষেত্রে শোভন? ভালো লাগে? না। সময় হলো রচনা, তোমরা মাস্টার রচয়িতা। সুতরাং রচনা মাস্টার রচয়িতার শিক্ষক হবে, সেটা মাস্টার রচয়িতার গৌরব নয়। অতএব, এখন বাপদাদা যে সময় দিয়েছেন, তার মধ্যে বৈরাগ্য বৃত্তিকে ইমার্জ করো, কেননা সেবার টানাপড়েনের মধ্যে বৈরাগ্যবৃত্তি শেষ হয়ে যায়। সাধারণতঃ, সেবাতে খুশিও পাওয়া যায়, শক্তিও পাওয়া যায় আর প্রত্যক্ষ ফলও পাওয়া যায়, কিন্তু অসীম বৈরাগ্য শেষও হয় সেবাতেই। সেইজন্য এখন নিজের ভিতরে এই বৈরাগ্য বৃত্তিকে জাগাও। পূর্ব কল্পেও তো তোমরাই হয়েছিলে নাকি অন্য কেউ ছিল? তোমরাই ছিলে তো না। এখন শুধু যা মার্জ হয়ে আছে তা ইমার্জ করো। যেভাবে সেবার প্ল্যানকে প্র্যাকটিক্যালি ইমার্জ করো, তখন সফলতা লাভ হয় তো না! সেভাবে এখন অসীম বৈরাগ্য বৃত্তিকে ইমার্জ করো। যত সাধনই প্রাপ্ত হোক, তাছাড়া তো সাধন তোমাদের দিনদিন বেশিই প্রাপ্ত হওয়ার আছে কিন্তু অসীম বৈরাগ্য বৃত্তির সাধনা যেন মার্জ না হয়, ইমার্জ হতে দাও। সাধন আর সাধনার ব্যালেন্স হতে দাও, কারণ ভবিষ্যতে তোমাদের উল্লতির সাথে সাথে প্রকৃতি তোমাদের দাসী হবে। তোমাদের আতিথেয়তা প্রাপ্ত হবে, নিজস্ব গৌরব প্রাপ্ত হবে। কিন্তু সবকিছু থাকা সত্ত্বেও, তোমাদের বৈরাগ্য বৃত্তি হ্রাস পেতে দিও না। তাহলে, অসীম বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমন্ডল নিজের মধ্যে অনুভব করো নাকি সেবাতে বিজি হয়ে গেছো? ঠিক যেমন দুনিয়ার লোকের কাছে সেবার প্রভাব যেমন প্রতীয়মান হয় না! তেমনই অসীম বৈরাগ্য বৃত্তির প্রভাব যেন প্রতীয়মান হয়। শুরুতে তোমাদের সকলের স্থিতি কী ছিল? পাকিস্তানে যখন ছিলে, সেবা ছিল না, সাধন ছিল কিন্তু অসীম বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমন্ডল দ্বারা তোমরা সেবা বাড়িয়েছ। সুতরাং যারা তাদের ডায়মন্ড জুবিলী উদযাপন করছ তাদের মধ্যে আদি সংস্কার রয়েছে, এখন মার্জ হয়ে গেছে। এবারে আবারও সেই বৃত্তিকে ইমার্জ করো। আদি রত্নসকলের অসীম বৈরাগ্য বৃত্তি স্থাপন করেছে, এখন নতুন দুনিয়া স্থাপনের জন্য আবারও সেই বৃত্তি, সেই বায়ুমন্ডল ইমার্জ হতে দাও। তাহলে, শুনেছো তোমরা কী প্রয়োজন?

সাধনই (সুযোগ সুবিধার উপকরণ, facilities) নেই তোমার কাছে আর যদি বলো যে আমার তো এই সবার প্রতি বৈরাগ্য রয়েছে, তাহলে কে মানবে? সাধন রয়েছে অথচ বৈরাগ্য তার থেকে। পূর্বের সাধন আর এখনকার সাধনের মধ্যে কত

অন্তর রয়েছে। সাধনা লুকিয়ে গেছে আর সাধন প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, খুব ভালো ভাবে তাকে ইউজ করো। কেননা সাধন তো হলো তোমাদের জন্যই, কিন্তু সাধনাকে মার্জ করে ফেলো না। সম্পূর্ণ ব্যালেন্স থাকা চাই। দুনিয়ার মানুষকে যেমন তোমরা বলে থাকো যে কমল পুষ্পের মতো হও, তো সাধন থাকা সত্ত্বেও কমল পুষ্পের সমান হও। সাধন খারাপ নয়। সাধন তো তোমাদের কর্মের, যোগের ফল। কিন্তু এ হলো তোমাদের বৃত্তির বিষয়। এইরকম তো নয় যে সাধনের এত এত বিস্তারের কারণে সাধন গুলির বশবর্তী হয়ে ফেঁসে গেলে? কমল পুষ্পের সমান ডিট্যাচ এবং বাবার প্রিয়। ইউজ অবশ্যই করো কিন্তু তার প্রভাবে আসবে না, ডিট্যাচ। সাধন, অসীম জগতের বৈরাগ্যবৃত্তিকে যেন মার্জ করে না দেয়। এখন বিশ্ব অতি-র দিকে যাচ্ছে, তো এখন আবশ্যিক হলো সত্যিকারের বৈরাগ্য বৃত্তির আর সেই বায়ুমণ্ডল বানাতে তোমরা, প্রথমে নিজের মধ্যে তারপর বিশ্বে।

তো ডায়মন্ড জুবিলী যারা পালন করছে তারা কী করবে? তরঙ্গ ছড়িয়ে দেবে তাই তো? তোমরা তো অনুভাবী। শুরু থেকেই তোমাদের অনুভব রয়েছে না! সব কিছুই ছিল, দেশী ঘী যত চাও খাও, তবুও তোমাদের ছিল অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি। জগতের মানুষ তো দেশী ঘী খায় আর তোমরা তো পান করতে। ঘী এর নদী দেখেছে তোমরা। তো ডায়মন্ড জুবিলী যারা পালন করছে তাদের বিশেষ যে কাজ করতে হবে তা হলো - নিজেদের মধ্যে একত্রিত যখন হয়েছে তাহলে আন্তরিক বার্তালাপ করবে। সেই রকম সেবার জন্য মিটিং করে থাকো। বাপদাদা যা বলেন, বাপদাদা যেটা চান যে সেকেন্ডে অশরীরী হয়ে যাও - তার ফাউন্ডেশন হলো এই অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি। নাহলে তো যত চেষ্টাই করো না কেন সেকেন্ডে হতে পারবে না। যুদ্ধ করতেই সময় চলে যাবে। আর যেখানে বৈরাগ্য রয়েছে, তো এই বৈরাগ্য হলো উপযুক্ত ধরনী, তাতে যা কিছুই দাও তার ফল সাথে সাথেই বেরিয়ে আসবে। তাহলে কী করতে হবে? সকলের যেন ফীল হয় যে, ব্যস্ আমাকেও এখন বৈরাগ্য বৃত্তিতে যেতে হবে। আচ্ছা। বুঝেছো কী করতে হবে? সহজ নাকি কঠিন মনে হচ্ছে? একটু একটু আকর্ষণ তো হবে নাকি হবে না? সাধন আকৃষ্ট করবে না তো?

এখন অভ্যাস চাই - যখনই চাইবে, যেখানেই চাইবে, সেই রকম চাইবে - সেখানে স্থিতিকে সেকেন্ডে যাতে সেট করতে পারো। সেবাতে আসতে হলে সেবাতে এসো। সেবার থেকে ডিট্যাচড হয়ে যেতে চাইলে ডিট্যাচ হয়ে যাও। স্টপ তো স্টপ হয়ে যাও। এই রকম নয় যে লাগালে স্টপ আর হয়ে গেলো কোশ্চেন মার্ক। ফুলস্টপ। স্টপও নয়, ফুলস্টপ। যেটা চাও প্র্যাকটিক্যালি যাতে করতে পারো। চাইছে করতে কিন্তু হওয়াটা কঠিন, তবে তাকে কী বলবে? উইল পাওয়ার আছে নাকি পাওয়ার আছে? সংকল্প করলে - ব্যর্থ সমাপ্ত, তো সেকেন্ডে যেন সমাপ্ত হয়ে যায়।

বাপদাদা বলেছেন না যে, কোনো কোনো বাচ্চা বলে থাকে - আমি যোগে বসি, কিন্তু যোগের পরিবর্তে যুদ্ধে থাকি। যোগী হয় না তারা, যোদ্ধা হয়ে যায় আর যুদ্ধ করবার সংস্কার যদি অনেকদিন ধরে চলতে থাকে তবে কী তৈরী হবে? সূর্যবংশী না চন্দ্রবংশী? ভাবলে আর হয়ে গেলো। ভাবা আর হওয়া, সেকেন্ডের কাজ। একে বলা হয় - উইল পাওয়ার। উইল পাওয়ার আছে যে খুব ভালো প্ল্যান বানাবো। কিন্তু প্ল্যান তৈরী হচ্ছে ১০ টা আর প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে ৫ টা, এই রকম হয় না তো? ভাবে তো খুব ভালো যে - এই রকম করবো, এই রকম হবে, এই রকম হবে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি তফাৎ হয়ে যায়। তো এখন এই রকম উইল পাওয়ার যেন হয় যে, সংকল্প করলাম আর প্র্যাকটিক্যালি হয়েই রয়েছে এই রকম অনুভব হবে। না হলে দেখা গেছে যে, অমৃতবেলায় যখন বাবার সাথে আন্তরিক বার্তালাপ করে তখন তো খুব ভালো ভালো কথা বলে, এই করবো, সেই করবো... আর রাত হতে হতে কী রেজাল্ট দেখা যায়? বাবাকে তো খুব খুশী করার মতো কথা বলে থাকে, বড়ই মিষ্টি মিষ্টি সে'সব কথা, এত ভালো ভালো কথা বলে যে বাবাও খুশী হয়ে যান, বাঃ আমার বাচ্চা! বলে - বাবা, আপনি যা বলেছেন, সেটা হবেই হবে। হয়েই রয়েছে। খুব ভালো ভালো কথা বলতে থাকে। কেউ কেউ তো বাবাকে এতখানিও আশ্বস্ত করতে থাকে, আমরা করবো না তো কারা করবে? বাবা প্রতি কল্পে আমরাই তো ছিলাম। বলেই তারা খুশী হয়ে যায়। (হল্ এর পিছনে যারা বসে আছে তাদের প্রতি) পিছনে যারা বসেছে তারা খুব ভালো ভাবে শুনতে পাচ্ছে তো?

সামনে যারা বসে আছে তাদের থেকে কি পিছনে বসেছে যারা তারা আগে করবে? পিছনে বসলেও তোমরা সবাই সমীপে বাবার হৃদয়ে রয়েছে। অন্যদেরকে চান্স দেওয়া, এই সেবা করেছে তোমরা না? তো সেবাধারী সর্বদা বাবার হৃদয়ে থাকে। কখনোই এই রকম ভাববে না যে, আমরাও যদি দাদী হতে পারতাম তবে একটু.... কিন্তু তোমরা কেবল সামনে নয় হৃদয়ে রয়েছে। আর এই হৃদয়ও সাধারণ হৃদয় নয়, সিংহাসন। তো হৃদ সিংহাসনে আসীন তো তোমরা না? যেখানেই বসো না কেন, ওই কোণেও বসে থাকো না কেন, নীচেও যদি বসো, কেবিনেই বসো... কিন্তু বাবার হৃদয়ে রয়েছে। আচ্ছা

চতুর্দিকের সিংহাসনে আসীন শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মারা, সর্বদা অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা বায়ুমণ্ডল প্রস্তুতকারী বিশেষ আত্মারা, সর্বদা নিজের শ্রেষ্ঠ বিশেষত্বকে কার্যে নিয়োজিত করা বিশেষ আত্মারা, সদা একমাত্র বাবার সাথে এবং শ্রীমতের হাতের অনুভবকারী সমীপ আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- একব্রতের রহস্যকে জেনে বরদাতাকে রাজী (সন্তুষ্ট) করা সর্ব সিদ্ধি স্বরূপ ভব
বরদাতা বাবার কাছে অফুরন্ত বরদান রয়েছে, যে যত নিতে চায়, উন্মুক্ত ভান্ডার রয়েছে। এই রকম উন্মুক্ত ভান্ডার থেকে কোনও বাচারা সম্পন্ন হয়ে ওঠে আবার কেউ কেউ যথা শক্তি সম্পন্ন হয়। সবথেকে বেশী ঝুলি ভরপুর করে দেওয়ার ব্যাপারে ভোলানাথ বরদাতা রূপই রয়েছে। কেবল ঐনাকে রাজী করবার বিধি যদি জেনে নাও তবে সর্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে যাবে। বরদাতার একটি শব্দ বড়ই প্রিয় - একব্রতা। সংকল্প, স্বপ্নেও দ্বিতীয়-ব্রতা যেন না হয়। বৃত্তিতে যেন থাকে আমার তো এক, দ্বিতীয় কেউ নেই। এই রহস্যকে যে জেনেছে, তার ঝুলি বরদানের দ্বারা ভরপুর থাকে।

স্লোগান:- মন্সা আর বাচা দুটি সেবাই সাথে সাথে করো তবে ডবল ফল প্রাপ্ত হতে থাকবে।

সূচনা:- আজ অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস তৃতীয় রবিবার, সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ৭.৩০ মিনিট পর্যন্ত সকল ভাই বোনেরা যোগ অভ্যাসে অনুভব করুন যে, আমি পরম পবিত্র আত্মা লাইটের শরীরে ক্রকুটির মধ্যে ঝলমল করছি। জ্ঞান সূর্য শিব বাবার পবিত্র কিরণ আমি আত্মার মধ্যে সমাহিত হচ্ছে, যার দ্বারা আমার জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্ম ভস্ম হয়ে যাচ্ছে, তার সাথে সাথে প্রকৃতির পাঁচ তন্ত্রও পবিত্র হয়ে উঠছে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এভারহেল্ডি - এভারওয়েল্ডি (সদা সুস্থ-সদা ধনী) হওয়ার জন্য তোমরা এখন ডাইরেক্ট নিজের তন-মন-ধন ইনসিওর করো, এই সময়েই এই বেহদের ইনসিওরেন্স হয়"

*প্রশ্ন:- নিজেদের মধ্যে একে অপরকে কোন্ স্মৃতি স্মরণ করাতে থাকলে উল্লসিত সাধন হয়?

*উত্তর:- পরস্পরকে স্মরণ করাও যে এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে, ঘরে ফিরে যেতে হবে। অনেক বার এই পাট করেছে, ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছে, এখন শরীররূপী বস্ত্র পরিত্যাগ করে ঘরে ফিরে যেতে হবে। এটাই হলো তোমাদের অর্থাৎ রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কারদের সেবা। তোমরা রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার-রা সবাইকে এই সংবাদ দিতে থাকো যে দেহ সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধ ভুলে বাবা আর ঘরকে স্মরণ করো।

*গীত:- ছেড়ে দাও আকাশ সিংহাসন...

ওম্ শান্তি । যেখানে গীতা পাঠশালা আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেখানেই এই গীত গাওয়া হয়। যিনি গীতা পাঠ করেন প্রথমে এই শ্লোকটি গেয়ে থাকেন। কিন্তু জানে না যে কাকে আহ্বান করা হচ্ছে। এই সময় ধর্মের গ্লানি হয়। প্রথমে প্রার্থনা করে, তারপরে রেসপন্স (প্রতিক্রিয়া জানায়) করে এসো, পুনরায় এসে গীতা জ্ঞান শোনাও কারণ পাপ অনেক বেড়ে গেছে। তখন তিনিও রেসপন্স করেন যে হ্যাঁ, যখন ভারতের মনুষ্য আত্মারা পাপী ও দুঃখী হয়ে যায়, ধর্মের গ্লানি হয়ে যায় তখনই আমি আসি। অবশ্যই স্বরূপ বদলাতে হয়, কারণ মানুষের শরীরেই আসতে হবে। রূপ তো সব আত্মারাই বদল করে। তোমরা আত্মারা হলে নিরাকারী, এখানে এসেই সাকারী হও। তখন তোমাদের মানুষ বলা হয়। এখন মনুষ্য আত্মারা পাপী ও অপবিত্র তাই আমাকেও নিজের রূপ ধারণ করতে হয়। যেমন তোমরা নিরাকার থেকে সাকারী হয়ে যাও, তেমন-ই আমাকেও হতে হয়। এই পতিত দুনিয়াতে তো কৃষ্ণ আসতে পারে না। সে তো স্বর্গের মালিক। মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণ গীতা শুনিয়েছিল কিন্তু কৃষ্ণ তো পতিত দুনিয়ায় থাকতে পারে না। তাঁর নাম, রূপ, দেশ, কাল, অ্যাক্ট (পাট) সবই একদম আলাদা। একথা বাবাই বলেন, কৃষ্ণের নিজের মাতা-পিতা আছে, মাতৃ-গর্ভেই তাঁর রূপ রচনা হয়। আমি গর্ভে প্রবেশ করি না। আমারও তো অবশ্যই রথের দরকার। আমি এঁনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে প্রবেশ করি। প্রথম স্থান (নম্বর) হলো শ্রীকৃষ্ণের। এঁনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম হলো তাঁর ৮৪- তম জন্ম। তাই আমি এঁনার মধ্যেই আসি। উনি নিজের জন্মকে জানেন না। শ্রীকৃষ্ণ তো এমন বলবে না যে আমি নিজের জন্মকে জানি না। ভগবান বলেন, যাঁর মধ্যে আমি প্রবেশ করেছি সে তাঁর নিজের জন্মকে জানে না। আমি জানি, কৃষ্ণ তো রাজধানীর মালিক। সত্যযুগে হয় সূর্যবংশীয় রাজ্য, বিষ্ণুপুরী। বিষ্ণু বলা হয় লক্ষ্মী - নারায়ণকে। যখন কোথাও ভাষণ হয় তখন এই রেকর্ড বেশী করে বাজানো হয় কারণ এ তো ভারতবাসীরা নিজেরাই গায়। যখন ধর্ম প্রায়ঃ লুপ্ত হয়ে যাবে তখনই তো পুনরায় গীতা জ্ঞান শোনাবো। সেই ধর্মই পুনরায় স্থাপন করতে হবে। ঐ ধর্মের কোনো মানুষই এখন নেই তাহলে সেই গীতা জ্ঞান এখানে কোথা থেকে এলো? বাবা বোঝান - সত্যযুগ- ত্রেতাতে কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি হয় না। এ সবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী, এর দ্বারা কেউ-ই আমার সাথে মিলিত হতে পারবে না। আমাকে তো আসতেই হয়, এসে সবাই-কে সঙ্গতি দিই ভাষা গতি। সবাইকে ফিরে যেতেই হয়। গতিতে গিয়ে তারপর আবার স্বর্গে আসতে হয়। মুক্তিতে গিয়ে পুনরায় জীবনমুক্তিতে আসতে হয়। বাবা বলেন এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেতে পারো। গায়ন আছে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি অর্থাৎ দুঃখ থেকে মুক্তি। সন্ন্যাসীরা তো জীবনমুক্ত করতে পারবে না। ওরা তো জীবনমুক্তিকে মানেই না। এই সন্ন্যাসীদের ধর্ম তো সত্যযুগে থাকেই না। সন্ন্যাস ধর্ম তো পরে আসে। ইসলামী, বৌদ্ধী ইত্যাদি - এই সব ধর্ম সত্যযুগে আসবে না এখন সব ধর্মই আছে শুধু দেবতা ধর্মই নেই। তারা সবাই অন্য ধর্মে চলে গেছে। নিজের ধর্মকে জানেই না। কেউ-ই নিজেকে দেবতা ধর্মের মনে করে না। জয়হিন্দ বলে - কিন্তু এখন এখানে কোন জয় নেই। ভারতের কবে জয় আর কবেই বা ক্ষয় (হার) হয়েছিল - একথা খোড়াই কেউ জানে! ভারতের জয় তখনই হয় যখন রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত হয়, যখন পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয়। ক্ষয় করে রাবণ। জয়ী করেন রাম। তাই 'জয় ভারত' বলতে হবে। শব্দই বদলে দিয়েছে। গীতায় ভালো ভালো শব্দ আছে।

উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন ভগবান, তিনি বলেন আমার কোনো মাতা-পিতা নেই। আমার রূপ আমাকে স্বয়ং রচনা করতে হয়। আমি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করি। কৃষ্ণকে তাঁর মাতা জন্ম দেন। আমি তো ক্রিয়েটর(রচয়িতা)। ড্রামা অনুসারে ভক্তিমার্গের জন্য এই সব শাস্ত্র তৈরী হয়েছে। এই গীতা, ভাগবত ইত্যাদি সবই দেবতা ধর্মের ভিতরে উপরেই তৈরী করা হয়েছে। যেমন বাবা-ই দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছেন, যা এখন পাস্ট হয়ে গেছে আবার ভবিষ্যতে হবে।

আদি-মধ্য-অন্তকে পাস্ট-প্রেজেন্ট-ফিউচার বলা হয়। এখানে আদি-মধ্য-অন্তের অর্থ আলাদা। যা পাস্ট হয়ে গেছে তাই আবার প্রেজেন্ট হবে। যা পাস্টের কাহিনী শোনায তাই আবার ভবিষ্যতে রিপীট হবে। মানুষ এইসব কথা জানে না। যা অতীত হয়ে যায়, সেই কাহিনীই বাবা বর্তমানে শোনায, তা আবার ভবিষ্যতে রিপীট হবে। একে বোঝার মতো দৃষ্টিভঙ্গি চাই, এরজন্য বুদ্ধি অনেক রিফাইন (সূক্ষ্ম) হওয়া দরকার। কোথাও যদি তোমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়, সেখানে বাচ্চাদের ভাষণ দিতে হবে। সন শো'জ ফাদার (বাচ্চার দ্বারা বাবার প্রত্যক্ষতা)। বাচ্চাদের দ্বারাই প্রকাশিত হবে যে আমাদের বাবা কে? বাবাকে তো অবশ্যই চাই, তা না হলে নেবে কীভাবে। তোমরা তো অনেক উঁচু থেকেও উঁচু কিন্তু এইসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও মান দিতে হবে। তোমাদেরই সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। সবাই গড় ফাদারকে ডাকে, প্রার্থনা করে - হে, গড় ফাদার এসো কিন্তু তিনি কে তা জানে না। তোমরা শিববাবারও মহিমা গাইবে, শ্রীকৃষ্ণেরও মহিমা গাইবে, আর ভারতেরও মহিমা গাইবে। ভারত শিবালয়, স্বর্গ (হেভেন) ছিল। ৫ হাজার বছর পূর্বে প্রথমে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল, তা কে স্থাপন করেছিল? অবশ্যই উচ্চ থেকে উচ্চতম ভগবান করেছিলেন। তাই উচ্চ থেকে উচ্চতম নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিবায়ঃ নমঃ বন্দনা করা হয়। শিব জয়ন্তী ভারতবাসীরাই পালন করে কিন্তু শিব কবে এসেছিল তা কেউ জানে না। অবশ্যই হেভেনের পূর্বের সঙ্গমে এসেছিল। তিনি বলেন যে প্রতি কল্পের সঙ্গম যুগে-যুগে আসি, প্রত্যেক যুগে নয়। যদি প্রত্যেক যুগ বলা হয় তা হলেও ৪ অবতার হওয়া উচিত। তারা তো অনেক অবতার দেখায়। এক বাবাই হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম, যিনি হেভেন রচনা করেন। ভারতই স্বর্গ ছিল, নির্বিকারী ছিল, তাই তোমরা এই প্রশ্ন করতে পারো না যে তাহলে বাচ্চার জন্ম কীভাবে হবে। সে তো যা রীতি-রেওয়াজ থাকবে সেইভাবেই চলবে। তোমরা কেন চিন্তা করো। প্রথমে তো তোমরা বাবাকে জানো। ওখানে আত্মার জ্ঞান থাকে। আমরা আত্মা, এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করি। কাল্লার কোনো কথাই নেই। কখনো অকাল মৃত্যু হয় না। খুশী মনে শরীর ত্যাগ করে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, আমি কেমন করে রূপ বদল করে আসি। তিনি কৃষ্ণের কথা বলেন না, সে তো মাতৃ-গর্ভ থেকে জন্ম নেয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর হলো সৃষ্ণবতনবাসী। এখানে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে অবশ্যই চাই, তোমরা হলে ওঁনার সন্তান। ওই নিরাকার বাবা হলেন অবিনাশী, আমরা আত্মারাও অবিনাশী। কিন্তু আমাদের পুনর্জন্মে অবশ্যই আসতে হয়। এই ড্রামা বানানোই আছে। তারা বলে যে, আবার এসে গীতা জ্ঞান শোনাও, তাহলে যারা এসে চলে গেছে তারা আবারও অবশ্যই চক্রতে আসবে। বাবাও এসে চলে গেছেন আবার এসেছেন। তিনি বলেন, পুনরায় এসে গীতা জ্ঞান শোনাও। আহ্বান করা হয় - পতিত-পাবন এসো, তাহলে এ অবশ্যই পতিত দুনিয়া। সবাই পতিত তাই তো পাপ মোচনের জন্য (ধোয়ার জন্য) গঙ্গা স্নান করতে যায়। এই ভারতই স্বর্গ ছিল, ভারতই হলো উচ্চ অবিনাশী খন্ড, সকলের তীর্থস্থান। সব মনুষ্য-মাত্রই এখন পতিত। সবার জীবনমুক্তিদাতা হলেন বাবা। এতো বড় সার্ভিস যিনি করেন অবশ্যই তাঁর মহিমা গাওয়া উচিত। অবিনাশী বাবার জন্মস্থান হলো এই ভারত। তিনিই সবাই-কে পবিত্র বানান। বাবা নিজের জন্মস্থানকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারেন না। তাই বাবা এসে বোঝান যে আমি কীভাবে রূপ ধারণ করি।

সবকিছুই ধারণার উপরে নির্ভর করে। ধারণার উপরেই বাচ্চারা, তোমাদের পদপ্রাপ্তি হয়। সবার মুরলী পড়া একই ধরনের হয় না। যদি সবাই কার্টের মুরলীও বাজায় তবুও একই রকমের বাজাতে পারে না। প্রত্যেকের পাটও আলাদা। এইটুকু ছোট্ট আত্মার মধ্যে কত ভারী পাট ভরা থাকে। পরমাত্মাও বলেন, আমিও পাটধারী। যখন ধর্মের গ্লানি হয় তখন আমি আসি। ভক্তি মার্গেও আমি ভক্তির ফল দিই। ঈশ্বরের নামে দান-পুণ্য করে তাই ঈশ্বরই তার ফল দেয়। সবাই নিজেকে ইনসিওর করে। জানে যে এর ফল পরের জন্মে পাবে। তোমরা ইনসিওর করো ২১ জন্মের জন্য। ওটা হলো হদের (পার্শ্ব জগতের) ইনসিওরেন্স, ইনডাইরেক্ট আর এ হল বেহদের (অসীম জগতের) ইনসিওরেন্স, ডাইরেক্ট। তোমরা তন-মন-ধন দিয়ে নিজেকে ইনসিওর করো তাই অগাধ ধন-সম্পদ পাবে। এভারহেল্ডী-ওয়েল্ডী হবে। তোমরা ডাইরেক্ট ইনসিওর করছো। মানুষ ঈশ্বরের নামে দান করে, মনে করে ঈশ্বর দেবে। তিনি কীভাবে দেন তা বোঝে না। মানুষ মনে করে যা কিছুই পাওয়া যায় তা ঈশ্বর দেন। ঈশ্বর সন্তান দিয়েছেন, আচ্ছা, যদি দিতে পারে তাহলে তা অবশ্যই নিতেও পারবে। তোমাদের সবাইকে অবশ্যই মরতে হবে। সাথে তো কিছুই যাবে না। এই শরীরও শেষ হয়ে যাবে। তাই এখন যা কিছু ইনসিওর করার তা করো যা কিনা ২১ জন্মের জন্য ইনসিওর হয়ে যাবে। এমনও নয় যে ইনসিওর করে দিয়ে আর কোনো সার্ভিসই করছো না আর এখান থেকেই থাকো। সার্ভিস করতেই হবে। তোমাদের খরচাও তো এখান থেকে চলে, তাই না! তাই যদি ইনসিওর করে শুধু খেতেই থাকো তো কিছুই পাবে না। পাবে তখনই যখন সার্ভিস করবে, তখন উচ্চ পদও পাবে। যে যত বেশী সার্ভিস করে, তার প্রাপ্তিও তত বেশী হয়। কম সার্ভিস তো কম প্রাপ্তি। গভর্নমেন্টের সোশ্যাল ওয়ার্কার-ও নম্বরের ক্রমানুসারেই হয়। তাদের বড় বড় মাথা (উচ্চ পদাধিকারী) থাকে। অনেক প্রকারের সোশ্যাল ওয়ার্কার হয়। এ হলো শারীরিক সেবা, তোমাদের হলো আত্মিক (রুহানী) সেবা। প্রত্যেককে তোমরা আধ্যাত্মিক (রুহানী) যাত্রী বানিয়ে থাকো। এ হলো বাবার কাছে যাওয়ার আত্মিক যাত্রা। বাবা বলেন দেহ-সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধ কে এবং গুরু,

গোঁসাই ইত্যাদিকে ছাড়ো। মামেকম স্মরণ করো। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন নিরাকার, সাকার রূপ ধারণ করে বোঝান। বাবা বলেন আমি লোন (ধার) নিই। প্রকৃতির আধার নিই। তোমরাও নগ্ন (অশরীরী) এসেছিলে। এখন সবাইকে ফিরে যেতে হবে। তিনি সব ধর্মের মানুষকে বলেন, সামনে মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে। যাদব, কৌরবরা ধ্বংস হয়ে যাবে। বাকি পান্ডবরা আবার এসে রাজত্ব করবে। এই গীতা এপিসোড রিপিট হচ্ছে। পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হবে, ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এখন এ দুনিয়াও পুরোনো হয়ে গেছে। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, নাটকও সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন ফিরে যেতে হবে, শরীর ছেড়ে ঘরে ফিরে যেতে হয়। এক-দুইজনকে এই স্মৃতি স্মরণ করাও - এখন ফিরে যেতে হবে। অনেকবার ৮৪ জন্মের এই পার্ট করা হয়েছে। এই অনাদি নাটক বানানোই আছে। যারা যারা যে ধর্মের তাদের নিজের সেক্ষেত্রে যেতেই হবে। যে দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায়ঃ লুপ্ত হয়ে গেছে তাঁদের স্যাপলিং (চার্য) লাগানো হচ্ছে। যারা ফুল হবে তারা আসবে। কত ভালো ভালো ফুল আসে কিন্তু মায়ার ঝড়ে ভেঙে পড়ে আবার জ্ঞানের সঞ্জীবনী বুটি পেয়ে উঠে দাঁড়ায়। বাবাও বলেন তোমরা এতকাল শাস্ত্র পড়ে এসেছো। ঐনারও গুরু ইত্যাদি ছিল। বাবা বলেন, এক বাবাই গুরু-সহ সকলের সঙ্গতি দাতা। এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। রাজা-রানী তো প্রবৃত্তি মার্গের হয়ে গেলো। নির্বিকারী প্রবৃত্তি মার্গ ছিল। এখন সম্পূর্ণ বিকারী। ওখানে রাবণের রাজ্য থাকে না। রাবণের রাজ্য আধাকল্প থেকে শুরু হয়, ভারতবাসীরাই রাবণের কাছে হেরে যায়। বাকী আর সব ধর্মের মানুষেরা নিজের নিজের সময়ে এসে সতঃ, রজঃ, তমঃ-র মধ্যে দিয়ে পাস (অতিক্রম) হয়। প্রথমে সুখ, পরে আবার দুঃখ আসে। মুক্তির পর জীবনমুক্তি তো আছেই। এই সময় সবাই তমোপ্রধানতায় জর্জরিত, প্রতিটি আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য নতুন শরীর ধারণ করে। বাবাও বলেন যে আমি জন্ম-মৃত্যুতে আসি না। আমার কোনো বাবা নেই। আর সবার-ই তো বাবা আছে। কৃষ্ণের জন্মও মাতৃ-গর্ভ থেকে হয়। এই ব্রহ্মাই যখন রাজ্য নেবে তখন গর্ভ থেকেই তাঁর জন্ম হবে। ঐনাকেই প্রবীন থেকে নবীন হতে হবে। ৮৪ জন্মের পুরোনো। একথা অতিকষ্টে কারো কারো বুদ্ধিতে যথাযথ বসে আর নেশা চড়ে। এ হলো জ্ঞানের কস্তুরী, যা হলো খুবই সুগন্ধী। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আধ্যাত্মিক (রুহানী) সোশ্যাল ওয়ার্কার হয়ে সবাইকে আত্মিক বা আধ্যাত্মিক যাত্রা শেখাতে হবে। নিজেদের দেবী-দেবতা ধর্মের স্যাপলিং লাগাতে হবে।

২) নিজের রিফাইন বুদ্ধির দ্বারা বাবার শো (প্রত্যক্ষতা) করতে হবে। প্রথমে নিজে ধারণা করে তারপর অন্যকে শোনাতে হবে।

বরদানঃ:- বাণীর সাথে মনের (মন্সা) দ্বারা শক্তিশালী সেবা করে সহজ সফলতা-মূর্তি ভব
যেভাবে বাণীর সেবায় সদা ব্যস্ত থাকার অনুভাবী হয়ে গেছো, তেমনভাবেই প্রতিটি সময় বাণীর সাথে সাথে মন্সা (মনের দ্বারা) সেবাও স্বতঃই হওয়া উচিত। মন্সা সেবা অর্থাৎ প্রতিটি সময়ে প্রতিটি আত্মার প্রতি স্বতঃতই শুভ ভাবনা আর শুভকামনার শুদ্ধ ভাইব্রেশন নিজের এবং অন্যদের অনুভূত হয়। মন থেকে সবসময় সকল আত্মাদের প্রতি দোয়া (প্রার্থনা) নির্গত হতে থাকে। সেইজন্য মন্সা সেবা করলে বাণীর এনার্জি জমা হবে আর এই মন্সার শক্তিশালী সেবা সহজ সফলতা-মূর্তি বানিয়ে দেবে।

স্লোগানঃ:- নিজের প্রতিটি আচার-আচরণের দ্বারা বাবার নাম মহিমান্বিত করে যে সে-ই হলো প্রকৃত খুদাই-খিদমৎগার (ঐশ্বরের সহযোগী)।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সেকেন্ডে মুক্তি আর জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে মন্মনাভব, মধ্যাজি ভব। বাবাকে যথাযথভাবে জেনে স্মরণ করো এবং সবাইকে বাবার পরিচয় দাও"

*প্রশ্ন:- কোন নেশার আধারে তোমরা বাবার শো (প্রত্যক্ষ) করতে পারো?

*উত্তর:- নেশা যেন থাকে যে আমরা এখন ভগবানের সন্তান, তিনি আমাদের পড়াচ্ছেন। সকল মানুষ মাত্রকে আমাদেরই সত্যের পথ বলে দিতে হবে। আমরা এখন সঙ্গম যুগে আছি। আমাদেরই নিজেদের রম্য্যাল আচার-আচরণের দ্বারা বাবার নাম উচ্ছল করতে হবে। বাবা আর শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সবাইকে বলতে হবে।

*গীত:- আগামী দিনের ভাগ্য হলে তোমরা.....

ওম্ শান্তি । এই গীত গাওয়া হয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে, বাকি দুনিয়ার ভাগ্যের অর্থ কি, সে তো ভারতবাসী জানে না। সম্পূর্ণ দুনিয়ার প্রশ্ন, সম্পূর্ণ দুনিয়ার ভাগ্য পরিবর্তনকারী নরককে স্বর্গে পরিবর্তনকারী কোনো মানুষ হতে পারে না। এই মহিমা কোনো মানুষের নয়। যদি কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলা হবে তাহলে কেউ কৃষ্ণের গ্লানি করতে পারবে না। মানুষ এই কথাও বোঝে না যে চতুর্থীর চন্দ্রমা কৃষ্ণ কিভাবে দেখলেন যে কলঙ্কিত হলেন। বাস্তবে কলঙ্ক কৃষ্ণকেও লাগেনা, গীতার ভগবানকেও লাগে না। কলঙ্ক লাগে রক্ষাকে। কৃষ্ণকে কলঙ্ক দেওয়া হয়েছে তাও নারী অপহরণের। শিববাবার কথা তো কারো জানা নেই। ঈশ্বরের খোঁজে বিভ্রান্ত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের গ্লানি তো করা হয় না। না-ই ঈশ্বর, না-ই কৃষ্ণকে কুকথা বলা হয়। দু'জনেরই মহিমা হল উত্তম। কৃষ্ণের মহিমাও হলো নম্বর ওয়ান। লক্ষ্মী নারায়ণের এত মহিমা হয় না কারণ তাঁরা হলেন বিবাহিত। কৃষ্ণ হলেন কুমার তাই তাঁর মহিমা বেশি, যদিও লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমাও এমনই গায়ন করা হবে - ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী..... কৃষ্ণকে তো দ্বাপরে দেখানো হয়েছে। তারা ভাবে এমন মহিমা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত রয়েছে। এইসব কথা গুলি তোমরা বাচ্চারা জানো। এ তো হল ঈশ্বরীয় নলেজ, ঈশ্বর রাম রাজ্য স্থাপন করেছেন। রাম রাজ্যকে মানুষ বুঝতে পারে না। বাবা স্বয়ং এসে এই সবার জ্ঞান প্রদান করেন। গীতায় সবকিছু নির্ভর করছে, গীতায় ভুল লিখে দেওয়া হয়েছে। কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ তো হয়নি অর্জুনের কথা নেই। এখানে তো বাবা বসে পাঠশালায় পড়াচ্ছেন। পাঠশালা যুদ্ধের ময়দানে হবে না। হ্যাঁ, এই যুদ্ধ হল মায়া রাবণের সঙ্গে। তাকেই পরাজিত করতে হবে। মায়াকে হারিয়ে জগৎজিত হতে হবে। কিন্তু এইসব কথা একটুও বুঝতে পারে না। ড্রামাতে এমনটাই নির্দিষ্ট আছে। তাদেরকেই পরে এসে বুঝতে হবে। আর তোমরা বাচ্চারাই বোঝাতে পারো। ভীষ্ম পিতামহ প্রমুখকে হিংসক বাণ ইত্যাদি মারার কোনো ব্যাপারই নেই। শাস্ত্রে তো কত কথা লিখে দিয়েছে। তাদের কাছে গিয়ে মাতাদের সময় চেয়ে নেওয়া উচিত। বলা, আমরা আপনাদের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলতে চাই। এই গীতা গায়ন করেছেন ভগবান। ভগবানের মহিমা আছে। শ্রীকৃষ্ণ তো হলেন আলাদা। এই কথাতেই আমাদের সংশয় আছে। রুদ্র ভগবানুবাচ, ওঁনার এ হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। এই হল নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার জ্ঞান যজ্ঞ। মানুষ তাও বলে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। ভগবান তো বাস্তবে একজনকেই বলা হয়, তাঁর মহিমা লেখা উচিত। এ হল কৃষ্ণের মহিমা, এবারে দুইজনের মধ্যে গীতার ভগবান কে? গীতায় লেখা আছে সহজ রাজযোগ। বাবা বলেন বেহদের সল্যাস করো। দেহ সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা ভাবো, মন্মনাভব, মধ্যাজি ভব। বাবা খুব ভালো ভাবে বোঝান। গীতায় আছে শ্রীমৎ ভগবানুবাচ। শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, অতএব পরমপিতা পরমাত্মা শিব-কেই বলা হবে। কৃষ্ণ তো হলেন দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ। গীতার ভগবান তো হলেন শিব, যিনি রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেন। যথাযথভাবে শেষের দিকে সব ধর্মের বিনাশ হয়ে এক ধর্মের স্থাপনা হয়েছে। সত্যযুগে একমাত্র আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। সেই ধর্ম কৃষ্ণের দ্বারা নয় কিন্তু ভগবান স্থাপন করেছেন। এই হল ওঁনারই মহিমা। ওঁনাকেই স্বর্গের মাতাশচ পিতা বলা হয়। কৃষ্ণকে বলা হবে না। তোমাদের সত্য পিতার পরিচয় দিতে হবে। তোমরা বোঝাতে পারো যে ভগবান হলেন লিবারেটর এবং গাইড উনি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান, মশার মতন সবাইকে নিয়ে যাওয়া হল শিবের কাজ। সুপ্রিম শব্দটি খুব ভালো। সুতরাং শিব পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা আলাদা, কৃষ্ণের মহিমা আলাদা, দুটি কথা প্রমাণ করে বোঝাতে হবে। শিব তো জন্ম- মরণে আসবেন না। তিনি হলেন পতিত-পাবন। কৃষ্ণ তো পুরো ৮৪ জন্ম নেন। এবারে পরমাত্মা কাকে বলা যায়? এই কথাও লেখা উচিত। বেহদের পিতাকে না জানার দরুন অনাথ হয়েছে, দুঃখী হয়েছে। সত্যযুগে যখন সনাতন হয়ে যাবে তখন সুখী হবে। কথা গুলো এমন স্পষ্ট হওয়া উচিত। বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো আর বর্ষা প্রাপ্ত করো। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি, এখনও শিববাবা এমনই বলেন। মহিমা পুরো লিখতে হবে। শিবায় নমঃ, তাঁর কাছে স্বর্গের বর্ষা প্রাপ্ত হয়। এই সৃষ্টি চক্রকে বুঝলে তোমরা স্বর্গবাসী

হয়ে যাবে। এবারে জাজ করো - রাইট কি ? বাচ্চারা তোমাদের সল্যাসীদের আশ্রমে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে সাফাং করা উচিত। সভা সম্মেলনে তাদের খুব অহংকার থাকে।

বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এ কথা থাকা উচিত যে মানুষকে সত্যের পথ কিভাবে বলে দেওয়া যায় ? ভগবানুবাচ - আমি এই সাধু সল্যাসীদেরও উদ্ধার করি। লিবারেটর নামও আছে। অসীম জগতের বাবা-ই বলেন আমার আপন হও। ফাদার শোজ সান তারপরে সান শোজ ফাদার হয়। শ্রীকৃষ্ণকে ফাদার বলা হবেনা। গড ফাদারের সন্তান সবাই হতে পারে। সবাই মানুষ মাত্রের সন্তান হতে পারে না। তাই বাচ্চারা তোমাদের বোঝানোর নেশা থাকা উচিত। বেহদের পিতার আমরা সন্তান, রাজার সন্তান রাজকুমার। তোমাদের চলন দেখো কতখানি রয়্যাল হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নামে ভারতবাসীরা কত কলঙ্ক লাগিয়েছে। তারা বলবে ভারতবাসী তো হলে তোমরাও। বোলো হ্যাঁ, আমরাও কিন্তু আমরা এখন সঙ্গমে আছি। আমরা ভগবানের সন্তান আর তাঁর কাছেই পড়াশোনা করি। ভগবানুবাচ - তোমাদের রাজযোগ শেখাই। কৃষ্ণের কথা হতে পারে না। ভবিষ্যতে বুঝতে পারবে। রাজা জনক ইঙ্গিত দেখেই বুঝেছিলেন তাই না ! পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করেই ধ্যান মগ্ন হয়েছিলেন। ধ্যান মগ্ন তো অনেকেই হয়। ধ্যান করলে নিরাকারী দুনিয়া ও বৈকুণ্ঠের দর্শন হবে। এ কথা তো জানো যে আমরা নিরাকারী দুনিয়ার নিবাসী। পরমধাম থেকে এখানে এসে পাট প্লে করি। বিনাশও সামনে রয়েছে। বিজ্ঞানীরা চাঁদে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, বুদ্ধি খাটাচ্ছে - এ হল সায়েন্সের চূড়ান্ত অহংকার, ফলে নিজেদেরই বিনাশ করে। বাকি মুন ইত্যাদিতে কিছু নেই। কথা তো খুব ভালো শুধু বোঝার জন্য যুক্তি চাই। আমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন উঁচু থেকে উঁচু পিতা। তিনি হলেন তোমাদেরও পিতা। তাঁর মহিমা এবং কৃষ্ণের মহিমা দুই-ই আলাদা। এ হল রুদ্র অবিনাশী জ্ঞান যন্তু, এতেই সবকিছু আলুতি হবে। এই পয়েন্ট গুলো খুবই ভালো, কিন্তু তার এখনও হয়ত দেরি আছে।

এই পয়েন্টও ভালো - প্রথম হলো আত্মিক যাত্রা, দ্বিতীয় হল দৈহিক যাত্রা। বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করো তাহলে অন্তিম সময়ে যেমন মতি, তেমনই গতি হবে অর্থাৎ মুক্তি পাবে। স্পিরিচুয়াল ফাদার ব্যতীত এই জ্ঞান কেউ শেখাতে পারে না। এমন এমন পয়েন্ট লেখা উচিত। মন্মনাভব - মধ্যজিভব, এ হল মুক্তি-জীবনমুক্তির যাত্রা। যাত্রা তো বাবা-ই করাবেন, কৃষ্ণ করাতে পারেন না। স্মরণ করার অভ্যাসটাই করতে হবে। যত স্মরণ করবে তত খুশীতে থাকবে। কিন্তু মায়া স্মরণ করতে দেয় না। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। সার্ভিস তো সবাই করে, কিন্তু উচ্চ স্তরের (উঁচু) ও নিম্নস্রঙ্গ (নীচু) সার্ভিস তো আছে তাইনা। কাউকে বাবার পরিচয় দেওয়া হল সবথেকে সহজ। আচ্ছা - আত্মাদের পিতার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস -

যেমন পাহাড়ে হাওয়া খেতে, রিফ্রেশ হতে যায়। বাড়িতে বা অফিসে বুদ্ধিতে কাজের চিন্তাই থাকে। বাইরে গেলে অফিসের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়। এখানেও বাচ্চারা রিফ্রেশ হতে আসে। অর্ধকল্প ভক্তি করতে-করতে ক্লান্ত হয়েছে, পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান ও যোগের দ্বারা তোমরা রিফ্রেশ হয়ে যাও। তোমরা জানো এখন পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়, নতুন দুনিয়া স্থাপন হয়। প্রলয় তো হয় না। তারা ভাবে দুনিয়া একেবারে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু নয়। চেঞ্জ হয়। এই হল নরক, পুরানো দুনিয়া। নতুন দুনিয়া ও পুরানো দুনিয়া কি, সে তো তোমরা জানো। তোমাদের ডিটেলে বোঝানো হয়েছে। তোমাদের বুদ্ধিতে বিস্তারিত ভাবে আছে তাও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। বোঝানোর জন্যেও রিফাইনেনেস চাই। কাউকে এমন বোঝাও যে চট করে বুদ্ধিতে বসে যায়। অনেক বাচ্চারা জ্ঞানে কাঁচা থাকে তো চলতে চলতে ভেঙে পড়ে। ভগবানুবাচও আছে আশ্চর্য হয়ে শোনে, অন্যকে শোনায়ও, তারপর....। এখানে হলো মায়ার সাথে যুদ্ধ। মায়ার কাছে মরে ঈশ্বরের আপন হয়, আবার ঈশ্বরের কাছে মরে মায়ার কাছে যায়। বাবার কাছে অ্যাডপ্ট হয়েও পালিয়ে যায়। মায়া খুব প্রবল, অনেকে তুফানে ফেঁসে যায়। বাচ্চারাও বোঝে - হার জিত হয়। এই খেলাটি হল হার জিতের খেলা। ৫ বিকারের কাছে হার হয়। এখন তোমরা জিতবার জন্যে পুরুষার্থ করছো। শেষ পর্যন্ত জিত হবে তোমাদেরই। যখন বাবার আপন হয়েছে তো পাকা হওয়া উচিত। তোমরা দেখো মায়া কত প্রলোভন দেয় ! কখনও ধ্যান মগ্ন হলে খেলার সর্বনাশ হয়। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে এখন ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করা হয়েছে। দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়ে এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে। ব্রাহ্মণ হয়ে আবার দেবতায় পরিণত হবে। এই কথা ভুলবেনা। যদি এই কথাও ভুলে যাও তো চলার পথে পিছিয়ে যাবে তারপরে দুনিয়ার কথায় বুদ্ধি যাবে। মুরলী ইত্যাদিও স্মরণে থাকবে না। স্মরণের যাত্রাও কঠিন অনুভব

হবে। এও এক ওয়ান্ডার।

অনেক বাচ্চাদের ব্যাজ লাগাতে লজ্জা হয়, এ হলো দেহ-অভিমান তাই না ! গালাগালি তো খেতেই হবে। কৃষ্ণকে কত কুকথা শুনতে হয়েছে। সবচেয়ে বেশি কটু কথা শুনেছেন শিব। তারপরে কৃষ্ণ। তারপরে সবচেয়ে বেশি কুকথা শুনেছেন রাম। নন্দ্রর অনুসারে আছে। ডিফেম করাতে ভারতের কত অপমান হয়েছে ! বাচ্চারা, তোমাদের এইসবে ভয় পাওয়া চলবে না। আচ্ছা - মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুড নাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধি দ্বারা বেহদের সন্ধ্যাস করে, আধ্যাত্মিক যাত্রায় তৎপর থাকতে হবে। স্মরণে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

২) ফাদার শো'জ সান, সান শো'জ ফাদার - সবাইকে বাবার সত্য পরিচয় দিতে হবে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তির পথ বলতে হবে।

বরদানঃ:- মনসা আর বাচা-র মেলবন্ধনের দ্বারা জাদুমন্ত্র করে নবীনত্ব আর বিশেষত্ব সম্পন্ন ভব মনসা আর বাচা দুইয়ের মিলন জাদুমন্ত্রের কাজ করে, এতে সংগঠনের ছোট-ছোট বিষয় এমন ভাবেই সমাপ্ত হয়ে যাবে তোমরা মনে করবে এটা তো জাদু হয়ে গেল। মনসা দ্বারা শুভ ভাবনা বা শুভ কামনা দেওয়ার জন্য বিজি থাকলে মনের চঞ্চলতা সমাপ্ত হয়ে যাবে, পুরুষার্থে কখনও হতাশা আসবে না। সংগঠনেও কখনও ঘাবড়ে যাবে না। মনসা-বাচার সম্মিলিত সেবার দ্বারা বিহঙ্গ মার্গের সেবার প্রভাব দেখতে পাবে। এখন সেবাতে এমনই নবীনত্ব আর বিশেষত্ব সম্পন্ন হও তবে ৯ লক্ষ প্রজা সহজেই তৈরি হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- বুদ্ধি যথার্থ নির্ণয় তখনই দেবে যখন সম্পূর্ণ রূপে ভাইসলেস (নির্বিকারী) হবে।

মাতেশ্বরী জীর মধুর মহাবাক্য: -

"কলিযুগী অসার সংসার থেকে সত্যযুগী সার যুক্ত দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়া কার কাজ"

এই কলিযুগী সংসারকে অসার সংসার কেন বলা হয়? কারণ এই দুনিয়ায় কোনো সার নেই অর্থাৎ কোনো জিনিষেই সেইরকম শক্তি নেই অর্থাৎ সুখ শান্তি পবিত্রতা নেই। যে সৃষ্টিতে এক সময়ে সুখ শান্তি পবিত্রতা ছিল। এখন সেই শক্তি নেই, কারণ এই সৃষ্টিতে ৫ টি ভূতের প্রবেশ হয়েছে সেইজন্যই এই সৃষ্টিকে ভয়ের সাগর অথবা কর্ম বন্ধনের সাগর বলা হয় তাই মানুষ দুঃখী হয়ে পরমাত্মাকে আহ্বান করছে, পরমাত্মা আমাদের ভব সাগর পার করো। যার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে নিশ্চয়ই কোনো অভয় বা নির্ভয়তার সংসার আছে যেখানে যাওয়ার ইচ্ছে আছে, তবেই এই সংসারকে পাপের সাগর বলা হয়, যা পার করে পুণ্য আত্মাদের দুনিয়ায় যেতে চায়। সুতরাং দুনিয়া হলো দুটি, একটি সত্যযুগী সার যুক্ত দুনিয়া দ্বিতীয়টি হলো কলিযুগী অসার দুনিয়া। দুটি দুনিয়াই এই সৃষ্টিতেই হয়ে থাকে। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো তোমাদের ব্রাহ্মণদের নতুন বৃক্ষ । একে বৃদ্ধিও করতে হবে আবার সুরক্ষিতও রাখতে হবে। কারণ নতুন গাছকে পাখীরা খেয়ে নেয়"

- *প্রশ্নঃ - ব্রাহ্মণ বৃক্ষের থেকে বেরোনো পাতা কেন সতেজ থাকে না, ঢলে পড়ে ? এর কারণ আর নিবারণ কি?
- *উত্তরঃ - বাবা জ্ঞানের যে ওয়াল্ডারফুল (আশ্চর্যজনক) রহস্য শোনান তা না বুঝতে পারার কারণে সংশয় উৎপন্ন হয়, তাই নতুন-নতুন পাতা মুষড়ে পড়ে আর পড়া ছেড়ে দেয়। সেইজন্য এখানে যে আত্মারা বোঝায় তাদের অনেক হুশিয়ার হওয়া উচিত । যদি কোনো সংশয় ওঠে তখন বড়দের জিজ্ঞাসা করা উচিত । উত্তর না পেলে বাবাকেও জিজ্ঞাসা করতে পারো।
- *গীতঃ- প্রীতম এসে মিলিত হও/দুঃখী এ প্রাণ ডাকছে তোমায়...

ওম শান্তি । এই গীত তো বাচ্চারা অনেকবার শুনেছে, দুঃখেই ভগবানকে সবাই ডাকে। আর তিনি তো তোমাদের কাছেই বসে আছেন। তোমাদের সব দুঃখ থেকে লিবারেট করে দেন। তোমরা জানো যে সর্বদাই যিনি দুঃখধাম থেকে সুখধামে নিয়ে যান, সেই সুখধামের মালিকই এ কথা বলেন। তিনি এসেছেন, তোমাদের সম্মুখে বসে রয়েছেন এবং রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এ কোনো মানুষের কাজ নয়। তোমরা বলবে যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের মনুষ্য থেকে দেবতা বানানোর জন্য রাজযোগ শিখিয়েছেন। মানুষ, মানুষকে দেবতা বানাতে পারে না। "মনুষ্য থেকে দেবতা বানাতে বেশী সময় লাগে না"..... এ কার মহিমা? বাবার। দেবতারা সর্বদা সত্যযুগেই থাকে। এই সময় দেবতারা থাকে না। তাহলে স্বর্গের স্বাপনা করেন যিনি, তিনিই মনুষ্য থেকে দেবতা বানাবেন। পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে শিবও বলা হয়, তাঁকে এখানে আসতে হয় পতিতদের পাবন(পবিত্র) বানাতে। এখন কথা হলো তিনি আসবেন কেমন করে? পতিত দুনিয়ায় তো কৃষ্ণের শরীর পাওয়া যেতে পারে না। মানুষ তো মুষড়ে পড়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা সম্মুখে বসে শুনছো। তোমরা এই দুনিয়ার হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী জানো। হিস্ট্রির সঙ্গে জিওগ্রাফীও অবশ্যই থাকে, আর হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী হয় মনুষ্য সৃষ্টিতে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের, সূক্ষ্মবতনের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী কখনো হবে না। ওটা হলো সূক্ষ্মবতন। ওখানে হলো মূর্তী (নির্বাক আকারী), টকী-তো (সবাক সাকারী) এখানে হয়। এখন বাবা তোমাদের বাচ্চাদের সমগ্র দুনিয়ার হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী আর মূলবতনের সংবাদ, যাকে ত্রিলোক বলা হয়,সেইসবই শোনাতে থাকেন। এখন তোমাদের ব্রাহ্মণদের নতুন গাছ লাগানো হচ্ছে। একে ঝাড় বা চারাগাছ বলে। অন্য যে সব মঠ, পন্থ (মার্গ) আছে তাদেরকে বৃক্ষ (ঝাড়) বলা হবে না। যদিও খ্রীস্টানরা জানে যে তাদের খ্রীস্টমাস-ট্রি আলাদা কিন্তু তাদের একথা জানা নেই যে সমস্ত শাখা-প্রশাখা এই বড় বৃক্ষ থেকেই বেরোয়। বোঝানো উচিত যে মনুষ্য সৃষ্টির রচনা কিভাবে হয়েছে। মাতা-পিতা, তারপরে বালক.....তাও আবার সব একসাথে তো বেরোবে না। দুই থেকে চার, পাঁচ পাতা হয়, আবার কোনো পাতাকে পাখীতে খেয়েও নেয়। এখানেও পাখী (মায়া) খেয়ে নেয়। এ হলো অতি ক্ষুদ্র ঝাড় বা চারা। ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে, যেমন পূর্বেও পেয়েছে। তোমাদের বাচ্চাদের এখন কত নলেজ(জ্ঞান) রয়েছে। তোমরা হলে ত্রিকালদর্শী, তিনটি কালকেই জানো, তোমরা ত্রিলোকীনাথ অর্থাৎ তিন লোক-কেই জানো। লক্ষ্মী-নারায়ণকে ত্রিলোকীনাথ, ত্রিকালদর্শী বলা যেতে পারে না। মনুষ্য আবার কৃষ্ণ-কে ত্রিলোকীনাথ বলে। যারাই সার্ভিস(সেবা) তাদেরই প্রজা তৈরী হবে। নিজের উত্তরসূরিও(বংশধর) বানাতে হবে, প্রজাও বানাতে হবে। তাহলে বুদ্ধিতে একথা অবশ্যই থাকা উচিত যে - আমরাই ত্রিলোকীনাথ। এ বড়ই ওয়াল্ডারফুল বিষয়। বাচ্চারা সম্পূর্ণ রীতি অনুযায়ী বোঝাতে পারে না তাই কম্পট্রাকশানের (রচনা) বদলে ডেস্ট্রাকশান (ধ্বংস) করে দেয়। নির্গত (বেরোনো) পত্রদেরও নিস্টেজ (নষ্ট) করে দেয়। তাই পড়া ছেড়ে দেয়। তখন আমরা বলি কল্প-পূর্বেও এমনই হয়েছিল, দেখো, যা বিগত তা বিগত-ই থাক। এখন তোমরা বাচ্চারা সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে গেছো, হিস্ট্রি-জিওগ্রাফীকে জানো। তাছাড়া মানুষ তো অনেক কথা বানিয়ে বলে, তাই না, কি কি সব লেখে, কেমন নাটক তৈরি করে!

ভারতে অনেককেই অবতার মানা হয়। ভারত নিজেই নিজের তরী ডুবিয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা, বিশেষ করে ভারতকে আর সাধারণভাবে সমগ্র দুনিয়াকেই মুক্ত করো। এই দুনিয়ার চক্র ঘুরতেই থাকে, আমরা উপরে যাবো তো নরক নীচে যাবো। যেমন সূর্য্য অস্ত গেলে বলা হয় সমুদ্রে ডুবে গেছে। কিন্তু খোড়াই নীচে চলে যায়। মনে করে দ্বারকা ইত্যাদি ডুবে গেছে। মানুষের বুদ্ধিও কেমন ওয়াল্ডারফুল, তাই না। এখন তোমরা কতই না উঁচু (উচ্চপদ) হয়ে যাও। কত

খুশি হওয়া উচিত । দুঃখের সময় তোমরা লটারী পাচ্ছো। দেবতাদের তো পাওয়া হয়ে গেছে। এখানে তোমরা দুঃখ থেকে অসীম সুখ পাও। কত খুশি হয়ে যাও যে ভবিষ্যত ২১ জন্মের জন্য আমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাই।

মানুষ তো বলে যে গীতার জ্ঞান শোনা অর্থাৎ এও তো এক সংসঙ্গ । সাঁই বাবা ইত্যাদি কত সংসঙ্গ আছে। এর অনেক বড় বাজার রয়েছে আর এ হলো ব্রহ্মাকুমারীদের একটাই বড় দোকান। জগদম্বা হলেন ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী। সরস্বতী, ব্রহ্মার কন্যা হিসাবেই বিখ্যাত। তোমরা জানো যে মাতা-পিতার কাছ থেকেই আমরা অনেক সুখ পেয়েছিলাম। এখন আবার আমরা সেই মাতা-পিতাকেই পেয়েছি। অতি সুখে বিভোর করে দিচ্ছেন। আচ্ছা, এই মাতা-পিতাকে জন্ম কে দিয়েছেন? শিববাবা। আমরা রত্ন(জ্ঞান) শিববাবার কাছ থেকে পেয়ে থাকি। তোমরা হলে পৌত্র-পৌত্রী। আমরা এখন সেই বেহদের বাবার থেকে, ব্রহ্মা-সরস্বতীর(মাতা-পিতা) দ্বারা অতি সুখ লাভ করছি। দাতা হলেন তিনি। কত সহজ কথা। আবার এও বোঝাতে হবে যে আমরাই এই ভারতকে স্বর্গে পরিণত করছি। সেখানে আবার অত্যন্ত সুখ লাভ করবো। আমরা হলাম ভারতের সেবক। আমরা তন, মন, ধনের দ্বারা সেবা করি। গান্ধীজী-কেও সাহায্য করতো, তাই না। তোমরা বোঝাতে পারো যে যাদব, কৌরব, পান্ডব-রা কি করতো? পান্ডবদের তরফে হলো পরমপিতা পরমাত্মা। পান্ডব হলো বিনাশকালে প্রীত বুদ্ধি, কৌরব আর যাদব হলো বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। যারা পরমপিতা পরমাত্মাকে মানে না। তিনি কাঁকড়-পাথরেও রয়েছেন বলে দেয়। তোমাদের তো তিনি ছাড়া আর কারোর সাথে প্রীত (প্রেম) হয় না। তাই সর্বদা হাসি-খুশি থাকা উচিত । পায়ের নখ থেকে মাথার শিখা(টিকি) পর্যন্ত অর্থাৎ সর্বদা খুশি থাকা উচিত । বাচ্চারা তো অনেক রয়েছে, তাই না। তোমরা মাতা-পিতার দ্বারা শোনো, তাই তোমাদের খুশী হয়। সমগ্র সৃষ্টিতে আমাদের মতো সৌভাগ্যশালী আর কেউ হতে পারে না! আমাদের মধ্যেও কেউ পদ্মাপদম ভাগ্যশালী, কেউ সৌভাগ্যশালী, কেউ ভাগ্যশালী আবার কেউ দুর্ভাগ্যশালীও রয়েছে। যারা আশ্চর্যজনকভাবে ভাগিনী হয়ে যায়, তাদের বলা হয় মহান দুর্ভাগ্যশালী। কোনো না কোনো কারণে বাবাকে ছেড়ে দেয়। বাবা তো অতি মিষ্ট। বাবা বুঝতে পারেন যে, তিনি যদি উচিত শিক্ষা দেন তবে তারা তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে না তো। তিনি বোঝান যে তোমরা বিকারে গিয়ে কুলের (বংশ) নাম বদনাম করো। যদি নাম বদনাম করাও তাহলে অনেক সাজা পেতে হবে। তাদের বলা হবে যে সঙ্কল্পের নিন্দাকারী..... তারা আবার মনে করে যে একথা বুঝি নিজের লৌকিক গুরুর বিষয়ে বলা হয়েছে। অবলাদের পুরুষেরাও ভয় দেখায়। এইসময়েই অমরনাথ বাবা তোমাদের অমরকথা শোনাচ্ছেন। বাবা বলেন, আমি তো টিচার, সার্ভেন্ট, তাই না ! টিচারের পা ধুয়ে জল পান করে কী? বাচ্চারা, যারা মালিক হতে চলেছে, আমি কি তাদেরকে দিয়ে পা ধোওয়াবো? না। গায়নও করা হয় নিরাকার, নিরহংকারী। ইনিও(ব্রহ্মা) ওঁনার সঙ্গ-তে নিরহংকারী হয়ে গেছেন।

অবলাদের উপরে অত্যাচারের কথাও বলা হয়েছে। কল্প-পূর্বেও অত্যাচার হয়েছিল। রক্তের নদী বয়ে যাবে, পাপের কলস পূর্ণ হবে। এখন তোমরা যোগবলের দ্বারা অসীম জগতের বাদশাহী (রাজত্ব) নাও। তোমরা জানো যে আমরা বাবার কাছ থেকে অটল- অখন্ড বাদশাহী নিই। আমরা তো সূর্যবংশীয় হবো। হ্যাঁ, এতে অনেক সাহসও চাই। নিজের মুখ দেখতে থাকো - আমাদের মধ্যে কোনো বিকার নেই তো। কোনো কথা না বুঝলে বড়দের জিজ্ঞাসা করো, নিজে সংশয় মুক্ত হও। যদি ব্রাহ্মণী (নিমিত্ত) সংশয় মুক্ত করতে না পারে তবে বাবাকে জিজ্ঞাসা করো। এখনও বাচ্চারা তোমাদের অনেক কিছু কথা বোঝার আছে। যতদিন বেঁচে থাকবে বাবা ততদিন বোঝাতেই থাকবে। বলা, এখনও তো আমরা পড়া করছি, আমরা বাবাকে জিজ্ঞাসা করবো, অথবা বলা, এই কথা বাবা এখনো বোঝায়নি। পরে বোঝাবে, তখন জিজ্ঞাসা করো। অনেক পয়েন্টস্ বেরোতে থাকে। কেউ বলবে লড়াই-এর কি হবে? বাবা ত্রিকালদর্শী, তাই তিনি বোঝাতে পারেন, কিন্তু এখনো তো বাবা বলেননি। আপনার আর্জি (আবেদন) রাখুন, মর্জি মতো তিনি উত্তর দেবেন। নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া উচিত ।

গার্ডেনে বাবা কিছু বাচ্চাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর তাই অবশ্যই তিনি জ্ঞান-ডাম্প করে থাকেন। আচ্ছা, যখন ভক্তিমার্গে শিববাবা সকলের মনোকামনা পূর্ণ করার পাট প্লে করেন, তখন সেইসময় ওঁনার এই সঙ্কল্প হয় যে আমাকে সঙ্গমযুগে ভারতে গিয়ে বাচ্চাদের-কে এই রাজযোগ শেখাতে হবে? স্বর্গের মালিক বানাতে হবে? এই সংকল্প হবে বা যখন আসার সময় হবে তখন সঙ্কল্প আসবে?

বাবা মনে করেন যে সম্ভবতঃ এই সঙ্কল্প আসবে না। যদিও তাঁর মধ্যে জ্ঞান মার্জ (লীন) থাকেই, তাই না। গায়নও করা হয় যে, ভগবানের নতুন সৃষ্টি রচনার সঙ্কল্প উঠেছিল, সে তো যখন সময় হবে তখনই সঙ্কল্প করবে। তিনিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছেন। এ হলো অতি গূহ্য কথা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস 13.1.69 (১৩-০১-৬৯)

বাচ্চারা যখন এখানে এসে বসে তখন বাবা জিজ্ঞাসা করেন, বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করো তো? পরে আবার বিশ্বের রাজস্বকে(বাদশাহী) স্মরণ করো তো? বেহদের পিতার নাম শিব। আবার ভাষা-ভেদে আলাদা-আলাদা নাম রেখে দেয়। যেমন বোম্বাই -তে বাবুলনাথ বলে কারণ তিনি কাঁটার ফুলে পরিনত করেন। সত্যযুগে হয় ফুল, আর এখানে সবাই কাঁটা। তাই বাবা রুহানী বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন যে বেহদের পিতার স্মরণে কতটা সময় থাকো? ওঁনার নাম হলো শিব, কল্যাণকারী। তোমরা যতই স্মরণ করবে ততই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কেটে যাবে। সত্যযুগে কোনো পাপ হয় না। ওটা হলো পুণ্যাত্মাদের দুনিয়া, এটা হলো পাপাত্মাদের দুনিয়া। পাপ করায় ৫ বিকার। সত্যযুগে রাবণ থাকে না। রাবণ হলো সমগ্র দুনিয়ার শত্রু। এই সময় সমগ্র দুনিয়াই রাবণের রাজ্য। সবাই দুঃখী, তমোপ্রধান তবেই তো বলে, বাচ্চারা, মামেকম (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। এ হলো গীতার কথা। বাবা স্বয়ং বলেন, দেহ-সহিত সব সম্বন্ধ ছেড়ে মামেকম স্মরণ করো। সবার প্রথমে তোমরা সুখের সম্বন্ধে ছিলে, তারপর রাবণের বন্ধনে এসেছো। এখন আবার সুখের সম্বন্ধে আসতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো - এই শিক্ষা বাবা সঙ্গমযুগেই দেন। বাবা স্বয়ং বলেন, আমি পরমধাম নিবাসী, এই শরীরে প্রবেশ করেছি তোমাদের বোঝানোর জন্য। বাবা বলেন, পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে না। এখন পবিত্র কি করে হবে? শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো। ভক্তিমার্গেও শুধু আমাকেই পূজা করা হয়, একে অব্যভিচারী পূজা বলা হয়। আমি হলাম পতিত-পাবন। তাই তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলেই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কেটে যাবে। এ হলো ৬৩ জন্মের পাপ। সন্ন্যাসীরা কখনো রাজযোগ শেখাতে পারে না, বাবাই শেখায়। বাস্তবে এই শাস্ত্র, ভক্তি ইত্যাদি প্রবৃত্তি-মার্গীয়দের জন্য। সন্ন্যাসীরা তো জঙ্গলে গিয়ে বসে আর ব্রহ্মকে স্মরণ করে। এখন বাবা বলেন - সকলের সঙ্গতি দাতা হলাম আমি, তাই আমাকে স্মরণ কর তবেই তোমরা এমন (লক্ষ্মী-নারায়ণ) হবে। এইম অবজেক্ট সামনে রয়েছে। যতই পড়বে আর পড়াবে ততই দৈবী রাজধানীতে উচ্চ-পদ পাবে। এক পিতার হলেন অক্ষ। রচনার দ্বারা রচনার উত্তরাধিকার পেতে পারে না। তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা তাই অসীমিতের উত্তরাধিকার দেন। তোমরা স্বর্গে সঙ্গতিতে থাকবে। এছাড়া আর সব আত্মারা ঘরে (পরমধাম) ফিরে যাবে। মুক্তি-জীবনমুক্তি, গতি-সঙ্গতি শব্দগুলো হলো শান্তিধাম, সুখধামের। বাবার স্মরণ ছাড়া কেউ-ই ঘরে ফিরে যেতে পারবে না। আত্মাকে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। এখানে সকলে হলো নাস্তিক। বাবাকে জানে না। তোমরা এখন আস্তিক হও। গায়নও রয়েছে যে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি বিনশন্তী, এখন তো বিনাশকাল, তাই না। চক্রকে অবশ্যই ঘুরতে হবে। বিনাশকালে যাদের প্রীত বুদ্ধি হয়, তারাই বিজয়ন্তী হয়। বাবা কত সহজ করে শোনান। কিন্তু মায়া রাবণ ভুলিয়ে দেয়। এখন এই পুরোনো দুনিয়ার অন্তিম সময়। ওটা হলো অমরলোক, ওখানে কাল হয় না। বাবার উদ্দেশ্যে বলা হয়, এসো, সাথে করে আমাদের সকলকে নিয়ে চলো। তাহলে বাবা হলেন কাল, তাই না। সত্যযুগের বৃক্ষ কত ছোটো! এখন তো বৃক্ষ অনেক বড়।

ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর অকুপেশন (কর্তব্য) কী? বিষ্ণুকে দেবতা বলা হয়। ব্রহ্মার তো কোনো অলঙ্কার ইত্যাদি নেই। ওখানে তো না ব্রহ্মা আছে, না বিষ্ণু, না শঙ্কর আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো এখানে রয়েছে। সূক্ষ্মবতনের শুধু সাক্ষাৎকার হয়। স্থূল, সূক্ষ্ম, মূল আছে, তাই না! সূক্ষ্মবতনে হলো মুভী। এটা হলো বোঝার মতো বিষয়। এ হলো গীতা পাঠশালা, যেখানে তোমরা রাজযোগ শেখো। শিববাবা পড়ান তাই অবশ্যই শিববাবাই স্মরণে আসবে, তাই না। আত্মা!

আত্মা রূপী বাচ্চাদের-কে আত্মাদের বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুড নাইট। আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মিক পিতার নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দুঃখের সময় যে অপার সুখের লটারী পেয়েছো, এক বাবার সাথে যে সত্যিকারের প্রীত বা প্রেম হয়েছে, তাকে স্মরণ করে সদা খুশিতে থাকতে হবে।

২) বাপ-দাদার সমান নিরাকারী আর নিরহংকারী হতে হবে। সাহস রেখে বিকারের উপরে জয় প্রাপ্ত করতে হবে।

যোগবলের দ্বারা রাজত্ব (বাদশাহী) নিতে হবে।

বরদান:- কর্ম করাকালীন শক্তিশালী স্টেজে স্থিত হয়ে আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটির অনুভব করানো কর্মযোগী ভব তোমরা বাচ্চারা কেবল কর্মকর্তা নও, তোমরা যোগযুক্ত হয়ে কর্ম করানো কর্মযোগী । তাই তোমাদের দ্বারা প্রত্যেকের যেন এমন অনুভব হয় যে, এই কাজ তো হাত দিয়ে করছি কিন্তু কাজ করাকালীনও নিজের শক্তিশালী স্টেজে স্থিত আছি । যদি সাধারণভাবেই চলছো, দাঁড়িয়ে আছো কিন্তু দূর থেকেই যেন রুহানী পার্সোনালিটির অনুভব হয় । দুনিয়ার পার্সোনালিটি যেমন আকৃষ্ট করে, তেমনই তোমাদের রুহানী পার্সোনালিটি, পবিত্রতার পার্সোনালিটি, জ্ঞানী বা যোগী তু আত্মার পার্সোনালিটি স্বতঃতই আকৃষ্ট করবে ।

স্লোগান:- সঠিক পথে যারা চলে, তথা সবাইকে যারা সঠিক পথ প্রদর্শন করায়, তারাই প্রকৃত লাইট হাউস।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ-অভিমান মানুষকে কাঁদায়। দেহী-অভিমानी হয়ল থাকলে সঠিক পুরুষার্থ হবে, হৃদয়ে সত্যতা থাকবে, বাবাকে সম্পূর্ণ রূপে ফলো (অনুসরণ) করতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - যেকোনও পরিস্থিতি বা দুর্যোগের স্থিতিতে নির্ভয় এবং একরস কখন থাকতে পারবে?

*উত্তরঃ - যখন ড্রামার এই জ্ঞানের উপরে সম্পূর্ণ নিশ্চয় থাকবে। কোনও বিপদ-আপদ সামনে হাজির হলে তখন বলবে - এটা ড্রামাতে ছিল। কল্প পূর্বেও একে পার করেছিলাম, এতে ভয় পাওয়ার কোনও কথাই নেই। কিন্তু বাচ্চাদেরকে মহাবীর হতে হবে। যারা বাবার সহায়তাকারী সুপুত্র বাচ্চা হবে, সদা বাবার হৃদয়ে বিরাজমান থাকে, এইরকম বাচ্চারাই সর্বদা স্থির থাকে, তাদের অবস্থা একরস থাকে।

*গীতঃ- ও দূরদেশের অভিযাত্রী ...

ওম্ শান্তি । যখন বিনাশের সময় হয়, তখন কিছুজন তো বেঁচে যায়, রামের সেনা বা রাবণের সেনা দুই পক্ষেরই কিছু অবশ্যই বেঁচে যায়। তখন রাবণের সেনা চিৎকার করতে থাকে। এক তো আমরা সাথে যেতে পারলাম না আবার শেষ সময়ে অনেক কষ্ট হয়, কেননা অত্যন্ত গ্রাহি গ্রাহি অবস্থা হয় । বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে যারা অনন্য হবে, তারাই বিনাশ দেখার যোগ্য হবে। তারাই সাহসী হবে। যেরকম অঙ্গদের জন্য বলা হয় যে সে স্থির ছিল তাই না। বাচ্চারা, তোমরা ছাড়া আর কেউই এই বিনাশ দেখতে পাবে না। এমন গ্রাহি-গ্রাহি হবে যে অপারেশন করার জন্য কেউ দাঁড়াতে পারবে না। এসব তোমরা সম্মুখে দেখতে পাবে। হাহাকার হতে থাকবে। যারা ভালো অনন্য বাচ্চা হবে, বাবার সহায়ক সুসন্তান হবে, তারাই হৃদয়ে বিরাজমান থাকে। হনুমান কোনও একজন ছিলো না। সব হনুমান, মহাবীরদেরই মালা আছে। রুদ্রাঙ্ক মালা হয়, তাই না। রুদ্র ভগবানের মালার নামই হল রুদ্র মালা। রুদ্রাঙ্ক এক অনন্য বীজ। রুদ্রাঙ্কের মধ্যেও কোনোটা রিয়েল, কোনোটা আর্টিফিশিয়াল হয়ে থাকে, সেই মালা ১০০ টাকাতেও পাওয়া যায় আবার ২ টাকাতেও পাওয়া যায়। প্রত্যেক জিনিসই এইরকম। বাবা হিরের মতো তৈরী করছেন, তাঁর তুলনায় সবই আর্টিফিশিয়াল হয়ে যায়। সত্য পরমাত্মার সামনে সবই হল মিথ্যা ওয়ার্থ নট এ পেনি (এক পয়সারও মূল্য নয়)। একটা প্রবাদ আছে - সূর্যের সামনে অন্ধকার কখনও লুকাতে পারে না। এখন ইনি হলেন জ্ঞান সূর্য, তাঁর সামনে অজ্ঞান কখনও লুকাতে পারবে না। তোমাদের এখন সত্য বাবার দ্বারা সত্য জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে। তোমরা জানো সত্য ঈশ্বর বাবার জন্য সাধারণ মানুষ যাকিছু বলে তা সবই হল মিথ্যা।

এখন তোমরা বোঝাও যে - গীতার ভগবান হলেন শিব, নাকি দৈবী গুণযুক্ত দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। এখন হল সঙ্গম যুগ, পুনরায় সত্যযুগ অবশ্যই আসবে। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা এখন জ্ঞান গ্রহণ করছে। সাধারণ মানুষ মনে করে - জ্ঞান প্রদান করছে। কতোখানি পার্থক্য হয়ে যায়। তিনি হলেন বাবা, আর ইনি হলেন বাচ্চা। বাবাকে একদম গুপ্ত করে দিয়েছে আর বাচ্চার নাম রেখে দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে সত্য অবশ্যই সামনে আসবে। প্রথম মুখ্য কথাই হল এর উপর। সর্বব্যাপী কেন মনে করে? কেননা গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। এইসব কথাগুলিকে তোমরাই জানো। শ্রীকৃষ্ণ অথবা দেবী-দেবতাদের যে আত্মারা আছে, তারা পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছে। গাওয়াও হয় যে - আত্মা পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল... আমরাই সবার আগে বাবার থেকে আলাদা হয়েছিলাম। বাদবাকি সকল আত্মারা তো বাবার সাথে সেখানেই ছিল। এর অর্থ কেউই বুঝতে পারে না। তোমাদের মধ্যেও কেউ বিরল (ব্যতিক্রমী) আছে, যে যথার্থ রীতিতে বোঝাতে পারে। দেহ-অভিমানই অনেক কাঁদায়। দেহী-অভিমানীরাই সঠিক পুরুষার্থ করবে তো ধারণাও খুব ভালো হবে, এইজন্য বলা হয় ফলো ফাদার। অ্যাক্ট-এও ফাদার আসেন। ফাদার তো দুটি হয়ে যায়। এটা কোন্ ফাদার বলছেন, সেটা তোমরা খোড়াই বুঝতে পারো। কেননা বাপদাদা দুজনই এই শরীরে আছেন। একজন, যিনি অ্যাক্ট-এ আসেন, তাকে ফলো করা হয়। বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হও। অনেক ভালো ভালো বাচ্চারাও দেহ-অভিমানে থাকে, কেননা বাবাকে স্মরণ করে না। যে যোগী নয়, সে ধারণাও করতে পারবে না। এখানে তো সততা চাই। সম্পূর্ণ ফলো করতে হবে। যেটা শুনছো, সেটা ধারণ করে অন্যদেরকে বোঝাতে থাকো। নির্ভয় থাকতে হবে। ড্রামার উপর নিশ্চিত থাকতে হবে। কোনও বিপর্যয় ইত্যাদি এলে মনে করতে হবে - এটা ড্রামাতে ছিল। কষ্ট তো পাশ করে এসেছে তাই না। তোমরা সবাই হলে মহাবীর তাই না। তোমাদের নাম সুপ্রসিদ্ধ। ৮ জন খুব ভালো মহাবীর আছে, ১০৮ তার থেকে কম, ১৬ হাজার তার থেকেও কম। হতে তো অবশ্যই হবে। এই বাদশাহী কল্পপূর্বেও স্থাপন হয়ে ছিল, সেটা পুনরায় হবে। অনেকে

সংশয়ে এসে ছেড়েও দেয়। নিশ্চয় থাকলে এইরকম বাবাকে খোড়াই ছেড়ে দেবে। জোর করে জ্ঞান অমৃত পান করানো হয়, তাও পান করে না, যেহেতু ছোটো বাচ্চারা হয়, তাই না। বাবা জ্ঞান দুধ পান করাচ্ছেন, তাও পান করে না, একদম মুখ ঘুরিয়ে নেয় তো কোনও কাজেরই থাকে না। বলে দেয় যে - আমরা মাতা পিতার থেকে কিছুই চাই না, আমি শ্রীমতে চলতে পারবো না তো শ্রেষ্ঠ কিভাবে হবে? ভগবানের হল শ্রীমৎ । তো এইরকম একটা শ্লোগান লিখতে হবে যে - নিরাকার জ্ঞান সাগর পতিত-পাবন ভগবান শিবাচার্য উবাচঃ - মাতা হলো স্বর্গের দ্বার। বোঝানোর জন্য বুদ্ধিতে পয়েন্টস রাখতে হবে। স্টুডেন্ট অবশ্যই নম্বরের ক্রমানুসারে হবে। ড্রামাতে তারা নিজ-নিজ পার্ট অভিনয় করছে। দুঃখে আমরা তাঁকে স্মরণ করি। দূরদেশে বাবা থাকেন। তাঁকে আমরা আত্মা স্মরণ করি। দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখের সময়ে একজনও স্মরণ করে না। এখন তো দুঃখের দুনিয়া তাই না। এটা বোঝানো খুবই সহজ। সবার প্রথমে তো বোঝাতে হবে যে বাবা হলেন স্বর্গের স্থাপক, তো কেন আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার নেবো না। এটাও জানে যে সবাই উত্তরাধিকার পাবে না। সবাই স্বর্গে এসে গেলে তো নরকই থাকবে না। বুদ্ধি কিভাবে হবে?

এই রকম তো গাওয়াই হয়েছে যে - ভারত হলো অবিনাশী খন্ড অর্থাৎ অবিনাশী বাবার বার্থ প্লেস । ভারতই স্বর্গ ছিল। আমরা আনন্দের সাথে বলে থাকি যে - ৫ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ ছিল। অবশ্যই স্বর্গের মালিকদের চিত্র তো রয়েছে না! বলা হয় যে খ্রিস্টের ৫ হাজার বছর পূর্বে ভারত হেভেন ছিল। অবশ্যই ভারতেই সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশীরা ছিল। তাদের চিত্র রয়েছে। কতখানি সহজ বিষয়। বুদ্ধিতে এই নলেজ চলতে থাকে। বাবার আত্মাতে এই নলেজ ছিল, তবেই তো তিনি আমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকে ধারণা করিয়েছেন। তিনি হলেনই নলেজফুল। তারপর তিনি বলেনও যে এই প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা আমি রাজযোগ শিখিয়ে থাকি, যার দ্বারা তারা রাজাদেরও রাজা হয়ে যায়। তারপর এই নলেজ প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে । এখন পুনরায় আবার তোমরা প্রাপ্ত করছো। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদের এখন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে হবে, এর জন্য অত্যন্ত ভালো ফাস্ট ক্লাস বুদ্ধি চাই। বাবা নিজের কাছে কখনোই ভালো ভালো বস্তু রাখেন না। তিনি তো বলেন যে, এত বড় বড় বাড়িঘর ইত্যাদি বানিয়েছি সবই হলো বাচ্চাদের থাকার জন্য। নাহলে বাচ্চারা এসে কোথায় থাকবে? একদিন তো সব বাড়িঘর আমাদের হাতেই চলে আসবে। ভগবানের দ্বারে অসংখ্য ভক্তের ভিড় তো হতেই থাকে না! তারা তো অনেক ভগবান বানিয়ে দিয়েছে। প্র্যাকটিক্যাল তো ইনিই হলেন ভগবান। তোমরা বুঝতে পারো যে কতখানি ভীড় হতে পারে! জগতে তো কতো অন্ধশ্রদ্ধা রয়েছে। মেলা হলে তখন কতো ভীড় হতে থাকে। কখনো কখনো তো নিজেদের মধ্যে বচসাতেও জড়িয়ে পড়ে। ভীড়ের কারণে কত মানুষের মৃত্যুও হয়। অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। তো এই স্বদর্শনচক্র হলো অত্যন্ত কাজের। শ্লোগানও অবশ্যই লিখে দেওয়া উচিত। পরবর্তী কালে মাতাদের সামনে সকলকে নত হতে হবে। তারা শক্তির এই রকম চিত্র বানিয়ে থাকে। বাবা বাচ্চাদের জন্য জ্ঞান বারুদ তৈরী করান। তিনি বাচ্চাদেরকে বলেন প্রমাণিত করে মানুষকে বোঝা। সেটা তো সহজ। ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে, সাধুরা সাধনা করে - ভগবানের সাথে মিলনের জন্য। গড ফাদার বলা হয়ে থাকে। অবশ্যই আমরা হলাম তাঁর সন্তান। ব্রাদারহুড বলা হয় না! হিন্দু - চীনি ভাই-ভাই। তাহলে তো বাবা একজনই হলেন তাই না? শারীরিক দিক থেকে এরপর ভাই-বোন হয়ে যায়, তাই বিকারের দৃষ্টি হতে পারে না। এ হলো পবিত্র থাকার যুক্তি। বাবাও বলেন - কাম হলো মহাশত্রু। কিন্তু যদি কেউ সেটা বোঝে। মুখ্য হলো একটিই কথা - ভগবান হলেন সকলের বাবা। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন, তাহলে উত্তরাধিকার বাবার থেকেই পাওয়া উচিত। উত্তরাধিকার ছিল, এখন তোমরা হারিয়ে ফেলেছো। এ হলো সুখ - দুঃখের খেলা। এটা খুব ভালো ভাবে বোঝাতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সত্যকে ধারণ করে বাবার প্রতিটি অ্যাক্টকে ফলো করতে হবে। জ্ঞান-অমৃত পান করে অন্যদেরও পান করাতে হবে। নির্ভয় হতে হবে।

২) আমরা সবাই হলাম ভগবানের সন্তান, পরস্পর হলাম ভাই-ভাই - এই স্মৃতিতে নিজের দৃষ্টি-বৃত্তিকে পবিত্র বানাতে হবে।

বরদানঃ:- প্রত্যেকের বিশেষত্বকে দেখে তাকে সেবাতে ব্যবহারকারী আশীর্বাদের পাত্র ভব
বাপদাদার যেমন প্রতিটি বাচ্চার বিশেষত্বের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে আর সকলের মধ্যে কোনো না কোনো

বিশেষত্ব রয়েছে, তাই সকলকে তিনি ভালোবাসেন। তাই তোমরাও প্রত্যেকের বিশেষত্বকে দেখো। হংস যেমন পাখরকে বাদ দিয়ে রত্নকে বেছে নেয়, তোমরা হলে হোলিহংস। তোমাদের কাজ হলো প্রত্যেকের বিশেষত্বকে দেখা আর তাদের সেই বিশেষত্বকে সেবাতে লাগানো। তাদের বিশেষত্বকে উৎসাহিত করে, তাদেরকে দিয়েই তাদের বিশেষত্বকে সেবাতে লাগাও, তাহলে তাদের আশীর্বাদ তোমরা প্রাপ্ত করবে। আর তারা যে সেবা করবে তার শেয়ারও তোমরা পেয়ে যাবে।

স্লোগান:- বাপদাদার সাথে এইরকম কন্সাইন্ড থাকো যাতে তোমাদের দ্বারা অন্যদের বাবার স্মরণ এসে যায়।

মাতঙ্গরী জীর মধুর মহাবাক্য -

"তমোগুণী মায়ার বিস্তার"

সতোগুণী, রজোগুণী, তমোগুণী এই তিন শব্দ বলা হয়। এর যথার্থ অর্থ বোঝাটা জরুরী। মানুষ মনে করে যে এই তিন গুণ একসাথে চলতে থাকে। কিন্তু বিবেক কি বলে - এই তিন গুণ একসাথে চলে আসছে, নাকি তিন গুণের পার্ট আলাদা আলাদা যুগে হয়ে থাকে? বিবেক তো এই রকমই বলে যে এই তিন গুণ একসাথে চলতে পারে না। যখন সত্যযুগ রয়েছে তখন সতোগুণ রয়েছে, দ্বাপর হলে রজোগুণ রয়েছে আর কলিযুগ হলে তখন তমোগুণ রয়েছে। যখন সতোগুণ রয়েছে তখন তমঃ, রজঃ নেই, যখন রজঃ রয়েছে তো তখন সতোগুণ নেই। এ তো মানুষ এরকমই মনে করে বসে আছে যে এই তিনটি গুণ একসাথে চলে আসছে। এই কথা বলা একেবারেই ভুল। তারা মনে করে যে যখন মানুষ সত্য কথা বলে, পাপকর্ম করে না, তো তখন সে সতোগুণী হয়ে থাকে। কিন্তু বিবেক বলে যে যখন আমরা বলে থাকি সতোগুণ, তো সেই সতোগুণের অর্থ হলো সম্পূর্ণ সুখ অর্থাৎ কিনা সমস্ত সৃষ্টি সতোগুণী। বাকি এইরকম বলা যাবে না যে সত্য কথা বললেই সে সতোগুণী আর যে মিথ্যা কথা বলছে সে কলিযুগী তমোগুণী, এইরকমই দুনিয়া চলে আসছে। এখন যখন আমরা সত্যযুগ বলি তো তার অর্থই হলো সমগ্র সৃষ্টিতে সতোগুণ সতোপ্রধান চাই। হ্যাঁ কোনো সময় এইরকম সত্যযুগ ছিল, যেখানে সমগ্র জগৎ সংসার সতোগুণী ছিল। এখন সেই সত্যযুগ নেই, এখন তো হলো কলিযুগী দুনিয়া অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিতে তমোপ্রধানতার রাজত্ব। এই তমোগুণী সময়ে তাহলে সতোগুণ কোথা থেকে এলো? এখন হলো ঘোর অন্ধকার, যাকে ব্রহ্মার রাত বলা হয়। ব্রহ্মার দিন হলো সত্যযুগ আর ব্রহ্মার রাত হলো কলিযুগ। তো এই দুটোকে একসাথে মেলানো যায় না। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent

4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সত্যকথার তীর তখনই লাগবে যখন হৃদয়ে সততা আর স্বচ্ছতা থাকবে। সত্যিকারের বাবার সঙ্গ পেয়েছো, তাই সৎ হও"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা হলে স্টুডেন্ট, কোন্ কথা তোমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত?

*উত্তরঃ - কখনো কোনো ভুল হলে সত্য বলো, সত্যি বললেই উল্লিখিত হবে। তোমাদের নিজের সেবা অন্য কাউকে দিয়ে করানো উচিত নয়। যদি এখানে সেবা নেবে তো ওখানে করতে হবে। তোমরা হলে স্টুডেন্ট, ভালো করে পড়ে অন্যদের পড়াও, তাহলে বাবা খুশী হবেন। বাবা প্রেমের সাগর, ওঁনার ভালোবাসা এমন যে বাচ্চাদের পড়িয়ে উচ্চ পদ প্রদান করেন।

*গীতঃ- কে এই সব খেলা রচনা করেছে.....

ওম্ শান্তি। আজকাল সমাচার আসে যে আমরা গীতা জয়ন্তী পালন করছি। এখন গীতার জন্ম কে দিয়েছে, এ সব হলো টপিক(বিষয়)। জয়ন্তী যখন বলা হয়েছে তখন জন্ম তো অবশ্যই হয়েছে তাই না! একে বলা হয় শ্রীমদ্ভাগবত গীতা জয়ন্তী, তাহলে অবশ্যই তার জন্মদাতাও চাই, তাই না! সকলে বলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ। তাহলে তো শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে আসে, গীতা পিছনে চলে যায়। তাহলে গীতার রচয়িতাকে তো অবশ্যই চাই। যদি শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় তাহলে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ, পরে গীতার আসা উচিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা, সে গীতা শোনাতে পারে না। এটা প্রমাণ করতে হবে যে গীতার জন্মদাতা কে? এ হল অতি গূহ্য (রহস্যপূর্ণ) কথা। কৃষ্ণ তো মাতৃ-গর্ভ থেকে জন্ম নেয়, সে তো স্বয়ং গীতার দ্বারা রাজযোগ শিখে প্রিন্সের পদ প্রাপ্ত করেছে। এখন কথা হল গীতার জন্মদাতা কে? পরমপিতা পরমাত্মা শিব না শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণকে বাস্তুবে ত্রিলোকীনাথ, ত্রিকালদর্শী বলা যেতে পারে না। ত্রিলোকীনাথ, ত্রিকালদর্শী একজনকেই বলা হয়। ত্রিলোকীনাথ অর্থাৎ তিন লোকের উপরে রাজত্ব করেন যিনি। মূল, সূক্ষ্ম, স্থূল - এই তিনটি-কে বলে ত্রিলোক, আর একে যিনি জানেন তিনি হলেন ত্রিলোকীনাথ, ত্রিকালদর্শী পরমপিতা পরমাত্মা শিব। এই মহিমা ওঁনার, না কি শ্রীকৃষ্ণের। কৃষ্ণের মহিমাও আছে - ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সর্বগুণসম্পন্ন...। শ্রীকৃষ্ণের তুলনা হয় চন্দ্রমার সাথে। পরমাত্মার তুলনা চন্দ্রমার সাথে করা যাবে না। ওঁনার কর্তব্যই আলাদা। তিনি হলেন গীতার জন্মদাতা, রচয়িতা। গীতার জ্ঞান বা রাজযোগ থেকেই দেবতার তৈরী হয়। মানুষকে দেবতা বানানোর জন্য বাবাকে এসে নলেজ দিতে হয়। এখন এই জ্ঞান দেওয়ার জন্য বড় হাশিয়ার ব্রহ্মাকুমার-কুমারী চাই। সবাই একই রকমভাবে বুঝতে পারে না। বাচ্চারাও তো নব্বরের ক্রমানুসারেই হয়। টপিকও এমন রাখা উচিত যে শ্রীমদ্ভাগবত গীতার জন্ম কে দিয়েছেন? এরজন্য কন্ট্রাস্ট(পার্থক্য) বোঝাতে হবে। ভগবান তো একজনই, পরমপিতা পরমাত্মা শিব। সেই জ্ঞানসাগরের থেকে জ্ঞান শুনে কৃষ্ণ এই পদ প্রাপ্ত করেছিলেন। সহজ রাজযোগ থেকে এই পদ কীভাবে পেয়েছে, তা বোঝাতে হবে। ব্রহ্মার দ্বারাই বাবা প্রথমে ব্রাহ্মণ রচনা করেন। সকল বেদ-শাস্ত্রের সার শোনান। ব্রহ্মার সঙ্গে ব্রহ্মা মুখবংশাবলীও চাই। ব্রহ্মাই ত্রিকালদর্শীর জ্ঞান লাভ করে। ত্রিলোকী অর্থাৎ তিন লোকেরই জ্ঞান পায়। ত্রিকাল আদি, মধ্য, অন্তকে মিলিয়ে বলা হয় আর তিন লোক অর্থাৎ মূল, সূক্ষ্ম, স্থূলবতন। একথা স্মরণে রাখতে হবে। অনেক বাচ্চারা ভুলে যায়। ভুলিয়েছে দেহ অহংকার-রূপী মায়া। তাহলে গীতার রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মা শিব না কি শ্রীকৃষ্ণ। পরমপিতা পরমাত্মাই ত্রিকালদর্শী তথা ত্রিলোকীনাথ। কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণের এই নলেজ নেই। হ্যাঁ, যারা এই নলেজ বাবার থেকে পেয়েছে তারা বিশ্বের মালিক হয়ে গেছে। যখন সঙ্গতি পেয়ে যায় তখন এই নলেজ বুদ্ধি থেকে হারিয়ে যায়। সকলের সঙ্গতি দাতা একমাত্র তিনিই। তিনি পুনর্জন্মে আসেন না। পুনর্জন্ম শুরু হয় সত্যযুগ ইত্যাদি থেকে। কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত ৮৪ জন্ম নেয়, এই জ্ঞান ঠিক মতো বোঝাতে হবে। সবাই তো ৮৪ জন্ম নেবে না। যে এই গীতা লিখেছে তাকে ত্রিকালদর্শী বলা যাবে না। প্রথমেই লিখেছে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ। এ একদমই ভুল। ভুলও অবশ্যই হতে হবে। যখন সব শাস্ত্র ভুল হয়ে যায় তখনই তো বাবা এসে সঠিক জ্ঞান শোনাবেন। সর্বদা ব্রহ্মার দ্বারা বেদ-শাস্ত্রের সত্য-সার শোনান, সেইজন্য তাঁকে সত্য বলা হয়। এখন তোমাদের এক সত্যের সাথে সঙ্গ থাকাতে হবে, যিনি তোমাদেরকে সৎ বানাচ্ছেন।

প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং ওঁনার মুখবংশাবলী হলেন এই জগদম্বা সরস্বতী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সব বাচ্চারা হলো একে-অপরের ভাই-বোন। কোনও মন্দিরে গিয়ে ভাষণ করা উচিত। ওখানে অনেকে ঘুরতে-ফিরতে আসে। একজনকে বোঝালেই সৎ সঙ্গ লেগে যাবে। শ্মশানেও যাওয়া উচিত। সেখানে মানুষের বৈরাগ্য আসে। কিন্তু বাবা বলেন যে আমার ভক্তদের

বোঝালে তারা ঝট করে বুঝে যাবে। তাই শিববাবার মন্দির, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যেতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে বাবা-মাম্মা বলা হয় না। শিবকে বাবা বলা হয় তাহলে মাম্মাও অবশ্যই চাই, তিনি হলেন গুপ্ত। শিববাবা হলেন রচয়িতা, তাঁকে মাতা-পিতা কীভাবে বলা হয়, এই গুপ্ত কথা কেউ জানতে পারে না। লক্ষ্মী-নারায়ণের তো নিজের একটাই সন্তান থাকবে। বাকী এঁনার নাম হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মা। বিষ্ণু ও শংকর-কে উঁচুতে রাখা হয় না। উঁচুতে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মাকে রাখা হয়। যেমন শিব পরমাত্মাকে রচয়িতা বলা হয় তেমন-ই ব্রহ্মাকেও রচয়িতা বলা হয়। এক উনিই(শিব) হলেন অবিনাশী। যখন রচনা শব্দটি বলবে তখন জিজ্ঞাসা করবে, কীভাবে রচনা করেছেন? তিনি তো রচয়িতা। বাকী রচনা করা হয় ব্রহ্মার দ্বারা। এখন ব্রহ্মার দ্বারা পরমাত্মা সব আত্মাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ দেন। বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। ভক্তিমার্গ আধাকল্প চলে, এ হলো জ্ঞান- কান্ড। যখন ভক্তিমার্গ সম্পূর্ণ হয় তখন সবাই পতিত, তমোপ্রধান হয়ে যায়, তখনই আমি আসি। প্রথমে সতোপ্রধান থেকে সতঃ, রজঃ, তমঃ-তে আসে। উপর থেকে যে সব পবিত্র আত্মারা আসে তারা এমন কোনো কর্ম করেনা যাতে তাদের দুঃখ ভোগ করতে হয়। থাইস্টের উদ্দেশ্যে বলা হয় যে তাকে ক্রুশ-বিদ্ধ করা হয়েছিল, এটা তো হতে পারে না। নতুন আত্মারা, যারা ধর্ম স্থাপন করতে আসেন, তারা তো দুঃখ পেতে পারে না, কারণ তারা তো কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্তকারী ম্যাসেঞ্জার (দূত), ধর্ম স্থাপন করতে আসেন। লড়াইতেও যখন কোনো ম্যাসেঞ্জারকে পাঠানো হয় তখন সে শ্বেত-পতাকা নিয়ে আসে, তাতে অপরপক্ষ বুঝে যায় যে এ কোনো ম্যাসেজ (খবর) নিয়ে এসেছে, তাই তাকে কোনো কষ্ট দেওয়া হয় না। তাই ম্যাসেঞ্জার যিনি আসেন, তাকে কেউ ক্রুশ-বিদ্ধ করতে পারে না। দুঃখ আত্মাকেই ভোগ করতে হয়। আত্মা নির্লেপ নয়, একথা লেখা উচিত। আত্মাকে নির্লেপ বলা ভুল, একথা কে বলেছেন? শিব ভগবানুবাচ। এই পয়েন্ট তোমাদের নোট করা উচিত। লেখার জন্য অনেক বিশাল বুদ্ধি চাই। মনে করো, প্রদর্শনীতে খ্রীস্টানরা এলো, তাদেরকেও বলতে পারো যে থাইস্টের আত্মাকে ক্রুশে চড়ানো হয়নি। যার মধ্যে তিনি প্রবেশ করেছিলেন সেই আত্মা দুঃখ পায়। এমন কথা শুনে তো বিস্মিত হবে। ওই পবিত্র আত্মা এসে ধর্ম স্থাপন করেছেন, গড ফাদারের ডায়রেকশন অনুসারে। এও ড্রামা। ড্রামাকেও অনেক লোক বোঝে কিন্তু তার আদি-মধ্য-অন্তকে কেউ জানে না। এমন কথা শুনে ওইসব লোকেরা কিছু বোঝার চেষ্টা করে। কৃষ্ণকে কেউ গালি দেয় না। গালি অবশ্যই দেওয়া হয় কিন্তু কাকে? শিবকে নয়, এই সাকার-কে। বাবা তো টিচার, পবিত্র আত্মা আর ইনি (ব্রহ্মা বাবা) হলেন অপবিত্র, এখন পবিত্র হচ্ছেন। যে বুঝবে সে কোনো সংশয় প্রকাশ করবে না। আর তা নাহলে লোকেরা মনে করবে যে এ তো শেখানো বুলি (কথা)। তখন তা কেউ গ্রহণ করে না। তীর নিশানায় লাগে না। অনেক সততা আর স্বচ্ছতা চাই। যে নিজে বিকারী সে যদি বলে কাম মহাশত্রু তাহলে তীর সঠিক স্থানে লাগতে পারে না। যেমন পন্ডিতের উদাহরণ আছে - রাম-রাম বললেই নদী বা সাগর পার হয়ে যাবে (পন্ডিত নিজে পার হতে পারেনি, কিন্তু তার শিষ্য বিশ্বাসের জোরে পার হয়ে যায়)। এ হল এখানকারই কথা। শিববাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা এই বিষয় সাগর পার হয়ে যাবে। কোন সাগর? তা এই পন্ডিত জানে না। বেশ্যালয় থেকে শিবালয়ে চলে যাবে। অত্যন্ত সূষ্ঠুভাবে শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। বলে যে, বাবা.... হয় ভালোবাসো, আর না হয় দূরে ঠেলে দাও.....। এখানে তো শুধু বোঝানো হয়, তাও অনেকে মৃত-প্রায় হয়ে যায়। বাচ্চাদের এখানে লেখা-পড়া করতে হয়। বাবা হলেন প্রেমের সাগর অর্থাৎ পড়িয়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করান। এটাই হলো ভালোবাসা। বাবা যখন পড়ান তখন সেই পড়া পড়ে অন্যদেরকেও পড়াতে হবে। বাবাকে খুশী করতে হবে। বাবার সার্ভিসে সদা তৎপর থাকতে হবে। বাবার সার্ভিস এটাই যে নিজের তন, মন, ধন দ্বারা ভারতের সত্য সেবা করো। তোমাদেরকে তো তারস্বরে আওয়াজ করে বোঝাতে হবে। সবাই এখানে নম্বরের ক্রমানুসারেই হয়, রাজধানীতেও নম্বরের ক্রমানুসারেই হবে। টিচার বুঝে যান যে এ দৈবী রাজধানীতে কী নম্বর পাবে। সার্ভিস দ্বারা বুঝতে পারো, কে কে মুখ্য হবে। নিজেরাও বুঝতে পারে যে আমরা যদি বাবা-মাম্মার মতো সার্ভিস না করি তাহলে দাস-দাসীর পদ পাবো। পরে তোমরা সবাই সবকিছুই জানতে পারবে। যদি তোমরা শ্রীমত অনুসারে না চলো, তাহলে সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই সময় তোমরা বাচ্চারা হলে স্টুডেন্ট, এখন যদি তোমরা নিজের দাসী বানাও তবে তোমাদেরও দাস-দাসী হতে হবে। এখানে মহারানী হওয়া হলো দেহ-অভিমান। সত্যি বলতে হবে যে বাবা এই ভুল হয়েছে। এখনো তো সবাই সম্পূর্ণ হয় নি। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তো লজ্জিত হতে হয়। বাবার রাত্রি মনের মধ্যে খেয়াল চলছিল যে, মানুষ ২১ জন্ম বলে, গায়নও করে, কিন্তু এখন এই ঈশ্বরীয় জন্ম হলো আলাদা। ৮ জন্ম সত্যযুগে, ১২ জন্ম ত্রেতায়, ২১ জন্ম দ্বাপরে, ৪২ জন্ম কলিযুগে। তোমাদের এই ঈশ্বরীয় জন্ম হলো সর্বাপেক্ষা উচ্চ জন্ম যা হলো অ্যাডপ্টেড (দত্তক নেওয়া)। একমাত্র তোমাদের ব্রাহ্মণদেরই এই সৌভাগ্যশালী জন্ম হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) প্রেমের সাগর বাবার ভালোবাসা রিটার্ন (ফেরত) করতে হবে। ভালো করে পড়ে তারপর পড়তে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে।

২) সততা আর স্বচ্ছতার দ্বারা প্রথমে নিজে ধারণাযুক্ত হয়ে তারপর অন্যদের ধারণা করাতে হবে। এক বাবার সঙ্গেই করতে হবে।

বরদানঃ:- নিমিত্ত আত্মাদের ডায়েরেকশনের মহত্বকে জেনে পাপকর্ম করা থেকে বিরত থাকা সেন্সীবল্ ভব যারা সেন্সীবল্ বাচ্চা হয়, তারা কখনও এটা চিন্তা করে না যে এই নিমিত্ত আত্মারা যে ডায়েরেকশন দিচ্ছে, নিশ্চই কেউ বলতে বলেছে তাই বলছে। নিমিত্ত আত্মাদের প্রতি কখনও এই ব্যর্থ সংকল্প করা উচিত নয়। মনে করো, কেউ এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিলেন, যেটা তোমাদের সঠিক মনে হলো না, কিন্তু তোমরা সেই কর্মের ভাগীদার নও, এতে তোমাদের পাপ হবে না। কারণ যিনি একে নিমিত্ত বানিয়েছেন সেই বাবা, পাপকেও পরিবর্তন করে দেবেন, এটা হলো গুপ্ত রহস্য, গুপ্ত মেশীনারী।

স্লোগানঃ:- অনেস্ট (সৎ) হলো সে, যে প্রভুর পছন্দের এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর পছন্দের হয়, আরাম পছন্দকারী নয়।

মাতেশ্বরী জী-র মধুর মহাবাক্য- "মানুষের ৮৪ জন্ম হয়, ৮৪ লক্ষ যোনীতে নয়"

এখন এই যে আমরা বাচ্চারা বলি, প্রভু আমাদের ওই পারে নিয়ে চলো - তো ওই পারের অর্থ কী? লোকেরা মনে করে যে ওই পারের অর্থ হলো জন্ম-মৃত্যুর চক্র-তে না আসা অর্থাৎ মুক্ত হয়ে যাওয়া। এখন এ তো হলো মানুষের কথা, কিন্তু তিনি বলেন, বাচ্চারা, যেখানে সত্যিই সুখ-শান্তি আছে, দুঃখ -অশান্তির থেকে দূরে - তাকে কোনো দুনিয়া বলে না। মানুষ সুখ চায় তাও তা আবার এই জীবনেই চায়। এখন সে তো সত্যযুগী বৈকুণ্ঠ, দেবতাদের দুনিয়া ছিল যেখানে সর্বদাই সুখময় জীবন ছিল, সেই দেবতাদেরকেই অমর বলা হতো। এখন অমরের-ও কোনো অর্থ নেই, এমনও নয় দেবতাদের আয়ু এতো বেশী ছিল যে কখনো মারা যেতো না। এখন এটা বলা তাদের ভুল, কারণ এরকম হয় না। তাঁদের আয়ু সত্যযুগ-ত্রৈতা পর্যন্ত চলে না। কিন্তু দেবী-দেবতাদের জন্ম সত্যযুগ-ত্রৈতায় অনেকবার হয়েছে, ২১ জন্ম তাঁরা ভালোই রাজস্ব চালিয়েছে। তারপর আবার ৬৩ জন্ম দ্বাপর থেকে কলিযুগ পর্যন্ত অবতরণ (পতন) কলা; তাঁদের টোটাল জন্ম হলো - ২১ জন্ম উল্লভি কলার আর অবনতি কলার ৬৩ জন্ম। টোটাল ৮৪ জন্ম নেয়। কিন্তু এই যে মানুষ মনে করে যে মানুষ ৮৪ লক্ষ যোনী ভোগ করে, এমনটা বলা ভুল। যদি মানুষ মনুষ্য যোনীতেই সুখ-দুঃখ উভয় পাট-ই ভোগ করতে পারে তবে পশু-যোনীতে ভোগ করার প্রয়োজন আছে কী? এখন মানুষের মধ্যে এই নলেজই নেই যে মানুষ ৮৪ জন্ম নেয়। এছাড়া টোটাল এই সৃষ্টিতে জন্তু জানোয়ার, পশু, পাখী ইত্যাদি সব মিলিয়ে অবশ্যই ৮৪ লক্ষ যোনী আছে। যেমন অনেক প্রজাতির জীব-জন্তু আছে, তার মধ্যেও মানুষ তার নিজের যোনীতেই পাপ-পুণ্য ভোগ করছে আর পশু তার নিজের যোনীতে ভোগ করছে। না মানুষ পশু-যোনীতে যায়, না পশু মনুষ্যযোনীতে আসে। মানুষ তো নিজের যোনীতেই (জন্মতে) দুর্ভোগ ভোগ করে, তখন তাদের দুঃখ-সুখের অনুভব আসে। তেমনই পশুরাও তাদের নিজের যোনীতে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু তাদের এই বোঝার বুদ্ধি নেই যে কোন্ কর্মের ফলে তাদের এই ভোগান্তি হয়। ভোগের অনুভবও মানুষই করে কারণ মানুষ বুদ্ধিমান। এছাড়া এমন নয় যে মানুষ ৮৪ লক্ষ যোনী ভোগ করে। অচেতন গাছ-পালাও আপন যোনীতে আসে। এ তো সহজ আর বিবেক-বুদ্ধির কথা। অচেতন গাছ-পালা কী এমন কর্ম-অকর্ম করেছে যে তাদেরও কর্মের হিসাব-নিকাশ তৈরী হবে। যেমন দেখো গুরুনানক সাহেব এমন মহাবাক্য উচ্চারণ করেছেন - অস্তিমকালে যে ব্যক্তি পুত্রকে স্মরণ করতে করতে মারা যাবে সে শুয়োরের যোনীতে আসে.....কিন্তু এ কথার অর্থ এটা নয় যে মানুষ শুয়োরের যোনীতে আসবে। কিন্তু শুয়োরের অর্থ হলো মানুষের কাজ-কর্মই এমন হয়ে যায়, পশুর কাজ-কর্মের মতো। এছাড়া এমন নয় যে মানুষ পশু হয়ে যায়। এখন এ তো মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য এমন শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহলে সঙ্গমের এই সময় নিজেকে পরিবর্তন করে পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা হতে হবে। আত্মা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের বুলবুল পাখি হয়ে সারা দিন জ্ঞানের কথা বলতে থাকে (কচকচ করো, টিকলু টিকলু করো)
তাহলে লৌকিক ও পারলৌকিক মাতা-পিতাকে শো (প্রত্যক্ষ) করাতে পারবে"

- *প্রশ্ন:- কথায় আছে - "নিজের ভাঙ নিজে পেশাই করলে (অর্থাৎ জ্ঞানের মনন-চিন্তন করলে) নেশা চড়ে" এর অর্থ কি?
- *উত্তর:- নিজের সামগ্রী নিজে পেশাই করতে থাকা অর্থাৎ বুদ্ধিযোগ চারদিকে না ঘুরিয়ে এক বাবাকে স্মরণ করা। একমাত্র বাবা স্মরণে থাকলে নেশা বাড়ে। কিন্তু এতেই দেহ অভিমান বিদ্ব সৃষ্টি করে। শরীর একটু অসুস্থ হলেই অস্থির হয়ে যায়, বন্ধু আত্মীয় স্বজন স্মরণে আসে, তাই নেশা বাড়ে না। যোগে থাকলে তো ব্যথাও কমে যাবে।
- *গীত:- তুমি রাত কাটালে ঘুমিয়ে, আর দিন কাটালে খেয়ে, অমূল্য এই মানব জনম, ব্যর্থ চলে যায়....

ওম্ শান্তি । এই সব কথা শাস্ত্রেও লেখা আছে। একে অপরকে বোঝানো হয়। অনেক রকমের মতামত গুরু প্রদান করে থাকেন। অনেক ভালো ভালো ভক্তরা কুঠিতে বসে একটি গৌ মুখের ন্যায় কাপড়ের মধ্যে হাত রেখে মালা জপ করতে থাকে। এও হল ফ্যাশন, শেখানো হয়েছে। এবারে বাবা বলেন - এইসব ত্যাগ করো। আত্মাকে তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এর জন্য মালা জপ করার ব্যাপারই নেই। সবচেয়ে ভালো গান হল শিবায় নমঃ গান। এতেই বোঝানো হয় তুমি হলে মাতা-পিতা। ভগবানকেই রচয়িতা, পিতা বলা হয়। এবারে রচয়িতা বলা হয়, তো তিনি কি রচনা করেছেন? নিশ্চয়ই সে কথা সবাই বুঝতে পারে যে নতুন দুনিয়ার রচনা করেছেন। গায়নও আছে তুমি মাতা-পিতা আমরা সন্তান তোমার.... তো প্রথম কথা হল - ঈশ্বর হলেন সকলের পিতা। ফাদার আছেন তো মাদারও অবশ্যই থাকবেন। মাদার ব্যতীত ক্রিয়েট করা সম্ভব নয়। শুধু এই কথা কেউ জানে না যে ক্রিয়েট করেন কিভাবে? দ্বিতীয় কথা হল - নিজেদের মধ্যে সবাই হল ভাই বোন। তৃতীয়তঃ - সৃষ্টি রচনা অবশ্যই পিতা করেছেন। আমরা সন্তান ছিলাম, পুনরায় এখন হয়েছে। ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করে আবার মাতা-পিতার শরণে এসেছি। ভক্তি মার্গে যার গায়ন আছে। মাতা-পিতা সৃষ্টি রচনা করেন, তাঁর সন্তান হলে নিশ্চয়ই অগাধ সুখের প্রাপ্তি হবে। এইসব কেউ জানেনা যে পরমাত্মা আমাদের মাতা-পিতাও হয়ে থাকেন। টিচারও হয়ে থাকেন, সঙ্করুও হন।

আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান নিজেদের মধ্যে ভাই বোন হই। বলাও হয় ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, তাদেরও রচনা করেন তিনি। অগাধ সুখের প্রাপ্তির জন্যে মাতা-পিতার কাছে রাজযোগের শিক্ষা গ্রহণ করি। অগাধ সুখের প্রাপ্তি তখন হয় যখন আমরা দুঃখে থাকি, এমন নয় যে ভবিষ্যতে সুখের সময়ে এসে শিক্ষা দেবেন। যখন আমরা দুঃখে থাকি, তখন আমাদের সুখের জগতে প্রবেশ করার শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। তিনিই হলেন মাতা পিতা, এসে সুখ প্রদান করেন। অ্যাডম এবং ইভ তো সুপ্রসিদ্ধ। তারাও অবশ্যই ভগবানের সন্তান ছিলেন। তাহলে ভগবান বা গড কে?

এ কথা বাচ্চারা তো জানে যে বাবা যে নলেজ প্রদান করেন সেইটি হল সব ধর্মের মানুষদের জন্য। সম্পূর্ণ দুনিয়ার বুদ্ধিযোগ পিতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। মায়া ভূত বুদ্ধিযোগ পিতার সঙ্গে যুক্ত করতে দেয়না, আরও বুদ্ধি যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বাবা এসে ভূতকে পরাজিত করতে শেখান। আজকাল দুনিয়ায় রিদ্ধি-সিদ্ধি সম্পন্ন এমন অনেকেই আছে। এটি হল ভূতের দুনিয়া। কাম বিকার রূপী ভূত একে অপরকে আদি, মধ্য, অন্ত দুঃখ দেয়। একে অপরকে দুঃখ দেওয়া হল ভূতের কাজ। সত্যযুগে ভূত থাকেনা। সুতরাং এই কথাও বোঝানো হয়েছে, ঘোস্ট নামটি বাইবেলে আছে। রাবণ অর্থাৎ ঘোস্ট বা ভূত, এটি হল ভূতের রাজ্য। সত্যযুগে রাম রাজ্যে ভূত থাকেনা। সেখানে থাকে অসীম সুখ।

ওম্ নমঃ শিবায় গানটি হলো খুব ভালো। শিব হলেন মাতা-পিতা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে মাতা পিতা বলা হবেনা। শিবকেই ফাদার বলা হবে। অ্যাডম -ইভ অর্থাৎ ব্রহ্মা -সরস্বতী এখানে আছেন। খ্রিস্টানরা গড ফাদারের কাছে প্রার্থনা করে। এই ভারত তো হল মাতা পিতার গ্রাম। তাঁদের জন্ম-ই হয় এখানে। অতএব বোঝাতে হবে তোমরা মাতা পিতা গায়ন করে থাকো, তাহলে তোমরা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন হলে, তাইনা। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেন। তিনি তো অ্যাডপ্ট করেন। সরস্বতীও অ্যাডপ্ট হয়েছেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা অ্যাডপ্ট করেছেন, তবে তো এত সংখ্যায় ব্রহ্মাকুমার -কুমারী

আছে। শিববাবা অ্যাডপ্ট করাতে থাকেন। নতুন সৃষ্টির রচনা ব্রহ্মার দ্বারা-ই হয়। বোঝানোর জন্য অনেক যুক্তি চাই। কিন্তু সম্পূর্ণ তো বোঝায়না। বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন - এই শিবায় নমঃ গানটি সর্বত্র বাজাও। আমরা মাতা-পিতার সন্তান হই কিভাবে ? বসে সেসব বোঝাও। ব্রহ্মা দ্বারা নতুন সৃষ্টির রচনা হয়েছিল। এখন কলিযুগের শেষ সময়, পুনরায় সত্যযুগ স্থাপনা করা হচ্ছে। বুদ্ধিতে ধারণা করতে হবে। নলেজ খুব সহজ। মায়ার ঝড় জ্ঞান - যোগে স্থির থাকতে দেয়না। বুদ্ধি ঘুরে যায়। সর্বদা বোঝাতে হবে ভগবান রচয়িতা হলেন সবার এক, ফাদার তো সবাই বলবে তাইনা। তিনি হলেন নিরাকার জন্ম-মরণ রহিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের সূক্ষ্ম দেহ আছে। মানুষ ৮৪ জন্ম এখানেই গ্রহণ করে, সূক্ষ্ম বতনে নয়। তোমরা জানো আমরা মাতা পিতার সন্তান। আমরা সন্তানরা হলাম নতুন। শিববাবা অ্যাডপ্ট করেছেন। যখন প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন তো কত প্রজা হবে ? নিশ্চয়ই অ্যাডপ্ট করেছিলেন। ব্রহ্মাকে বহু ভূজাধারী দেখানো হয়, অর্থ তো কিছু বোঝেনা। যে সব চিত্র গুলি আছে অথবা শাস্ত্র ইত্যাদি আছে - এই সবই হল ড্রামার উপর আধারিত। একসময় ব্রহ্মার দিন ছিল, তারপর ভক্তিমার্গ আরম্ভ হয়েছে, সেটি চলে আসছে। এই রাজযোগ বাবা এসে শেখান। সে কথা স্মরণে থাকা উচিত।

বলা হয় যে - জ্ঞানের মনন-চিন্তন করলে নেশা চড়ে। কিন্তু বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। এখানে তো অনেকের বুদ্ধিযোগ বাইরে ঘুরতে থাকে। পুরানো দুনিয়ার আত্মীয় স্বজন স্মরণে থাকে বা দেহ অভিমানে ফেঁসে থাকে। একটু অসুস্থ হলেই অস্থির হয়ে যায়। আরে, যোগযুক্ত হয়ে থাকলে ব্যথা কমে যাবে। যোগ না করলে রোগ মুক্ত হবে কিভাবে ? স্মরণে থাকা চাই - মাতা-পিতা, যাঁরা নম্বর ওয়ান পবিত্র হয়, তাঁদের সবচেয়ে বেশি নীচে পতন হয়। তাঁদের কর্মভোগও বেশি ভোগ করতে হয়। কিন্তু যোগে থাকার জন্য রোগ মিটেতে থাকে। নাহলে এঁদের সবচেয়ে বেশি ভোগ করতে হয়। কিন্তু যোগবলের দ্বারা দুঃখ দূর হয় এবং অনেক খুশীতে থাকে - বাবার কাছে আমরা স্বর্গের অসীম সুখ প্রাপ্ত করি। অনেক বাচ্চারা নিজেদের আত্মা ভাবেনা। সারাদিন দেহবোধে থাকে।

বাবা এসে জ্ঞানের টিকলু টিকলু শেখান অর্থাৎ জ্ঞান মনন করে দান করতে শেখান। সুতরাং তোমাদের জ্ঞান রূপী বুলবুল পাখি হতে হবে। বাইরে খুব ভালো ছোট কন্যারা জ্ঞানের টিকলু টিকলু করে। ভীষ্ম পিতামহ কুমারীদের দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত করেন। ছোট বাচ্চাদেরকেও তৈরী করতে হবে। ছোট বাচ্চারা লৌকিক এবং পারলৌকিক মাতা-পিতাকে শো করায় অর্থাৎ মাতা পিতাকে সকলের সামনে প্রত্যক্ষ করায়। তার ফলেই তো ইহলোক-পরলোক মহিমাম্বিত হয়, তাইনা ! তাই লৌকিক মাতা পিতাকেও জ্ঞানে আনতে হবে। সেসবও তোমরা দেখবে যে, ছোট ছোট কন্যারা মা-বাবাকে জ্ঞানে আনবে। কুমারীদের সম্মান আছে। কুমারীদের সবাই নমন করে। শিব শক্তি সেনা-য় সবাই হল কুমারী। যদিও মাতারা আছে কিন্তু তাদেরও কুমারী বলা হয়, তাইনা ! অনেক ভালো ভালো কুমারীরা থাকবে। ছোট ছোট কন্যারাই বিশাল শো' বা প্রদর্শন করবে। কোনো কোনো ছোট কন্যারা খুব ভালো সেবা করে। কিন্তু কারো কারো মোহও অনেক থাকে। এই মোহ হল খুব খারাপ। এও হল এক ভূত, বাবার থেকে বিমুখ করে দেয়। মায়া ভূতের কাজ হল পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে বিমুখ করা।

এই ওম্ নমঃ শিবায় গানটি সব থেকে ভালো গান। এর মধ্যেই কথা গুলো আছে - তুমি হলে মাতা পিতা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাধে-কৃষ্ণের মন্দিরে যুগল মূর্তি দেখানো হয়। গীতায় কিন্তু কৃষ্ণের সাথে রাধার নাম নেই। কৃষ্ণের মহিমা হল আলাদা - সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, শিবের মহিমা আলাদা। কত মহিমা গায়ন হয় শিবের আরতিতে। অর্থ কিছুই বোঝেনা। পূজা করে সবাই ক্লান্ত হয়ে গেছে। তোমরা জানো মাঝা-বাবা এবং আমরা ব্রাহ্মণরা সবচেয়ে বেশি পূজারী হয়েছি। বর্তমানে এসে আবার ব্রাহ্মণ হয়েছি। তাতেও নম্বর অনুযায়ী আছে। কর্ম ভোগও আছে, যা যোগ দ্বারা মেটাতে হবে। দেহ-অভিমানকে ভাঙতে হবে। বাবাকে স্মরণ করে খুব খুশীতে থাকতে হবে। মাতা পিতার কাছে আমরা গহন সুখ প্রাপ্ত করি। এই ব্রহ্মা বলবেন - বাবার কাছে আমরা বর্সা প্রাপ্ত করি। বাবা আমার দেহ রূপী রথ লোনে নিয়েছেন। এবার বাবা এই রথের খেয়াল তো রাখবেন। প্রথমে ভাবতাম - আমি আত্মা এই রথকে খাওয়াই। এটা তো রথ - তাইনা। এখন বলা হবে এই রথকে তিনিই খাওয়ান। এই রথের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সাহেবরা ঘোড়ায় চড়ে, তাই ঘোড়াকে হাত দিয়ে খাওয়ান, কখনও পিঠে হাত বোলায়। খুব খেয়াল রাখে, কারণ ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করে। বাবা এই রথে বসে যাত্রা করেন, তাহলে বাবা খেয়াল রাখবেন না, এমন হয় ? বাবা যখন স্নান করেন তখন ভাবেন আমিও স্নান করছি, বাবাকেও করাতে হয় কারণ তিনি এই রথ লোনে নিয়েছেন। শিববাবা বলেন আমিও তোমার শরীরকে স্নান করাই, খাওয়াই। আমি খাইনা, শরীরকে খাওয়াই। বাবা খাওয়ান, নিজে খান না। এইসব বিভিন্ন রকম চিন্তা মনের মধ্যে চলতে থাকে - স্নানের সময়, ঘুরে বেড়ানোর সময়। এইসব তো অনুভবের কথা, তাই না ! বাবা নিজেই বলেন - অনেক

জন্মের শেষ জন্মে প্রবেশ করি। ইনি (ব্রহ্মাবাবা) নিজের জন্ম গুলি জানেন না, আমি (শিববাবা) জানি। তোমরা বলো পুনরায় বাবা আমাদের জ্ঞান প্রদান করেছেন। স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে হবে। সত্যযুগে তো রাজা, প্রজা ইত্যাদি সবাই আছে। পুরুষার্থ করতে হবে বাবার কাছে বর্ষা নেওয়ার জন্য। এখন না নিলে কল্প কল্প মিস করতে হবে, উঁচু পদের প্রাপ্তি হবে না। এ হল জন্ম জন্মান্তরের বাজি, তো কতখানি শ্রীমৎ অনুযায়ী চলা উচিত। কল্প কল্প নিমিত্ত হব আমরা। কল্প-কল্প উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছি। কল্প কল্পের জন্য এই পড়াশোনা। এতেই খুব একাগ্র থাকতে হবে। ৭ দিনের কোর্স করে নিজের লক্ষ্যকে বুঝে নিয়ে তারপর ঘরে বসেও মুরলী পড়া যায়। বাবা খুবই সহজ করে দেন। ড্রামা তো বুদ্ধিতে থাকা চাই, তাই না!

একেই ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বলা হয়। তো যেখানেই যাও না কেন, তা সেটা আমেরিকাই হোক না কেন, বাবার থেকে বর্ষা নিতে পারো। শুধু সাত দিনের কোর্স করে ধারণা পাকা করে যাও। ভগবানের বাচ্চারা তো হলে ভাই বোন, তাই না! প্রজাপিতা হলেন ব্রহ্মা - তাই তাঁর সব সন্তানরা হল ভাই বোন। অবশ্য গৃহস্থে থেকে নিজেদের মধ্যে ভাই বোন রূপে থাকলে পবিত্র থাকতে পারবে। খুব সহজ। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজেকে মায়া রূপী ঘোস্ট-এর (ভূতের) হাত থেকে রক্ষা করতে জ্ঞান-যোগে তৎপর থাকতে হবে। মোহ রূপী ভূতকে ত্যাগ করে বাবাকে শো করাতে হবে। জ্ঞানের টিকলু টিকলু করতে (জ্ঞানের গান গাইতে) হবে।

২) পড়াশোনায় সম্পূর্ণ একাগ্র হয়ে বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। কল্প কল্পের এই বাজি কোনো মতে হারানো চলবে না।

বরদানঃ:- সময় অনুযায়ী রূপ-বসন্ত অর্থাৎ জ্ঞানী ও যোগী তু আত্মা হওয়া স্ব শাসক ভব যে স্ব শাসক সে যখন ইচ্ছে রূপ হয়ে যায়, আবার যখন ইচ্ছে বসন্ত হয়ে যায়। দুটি স্থিতিই সেকেণ্ডে তৈরী করে নিতে পারে। এমন নয় যে হতে চাইছে রূপ আর স্মরণ আসছে জ্ঞানের কথা। সেকেণ্ডেরও কম সময়ে যেন ফুলস্টপ লেগে যায়। পাওয়ারফুল ব্রেকের কাজ হলো যেখানে ব্রেক লাগাতে চাও, সেখানে লাগবে। এরজন্য প্র্যাক্টিস করো যে, যে সময়ে যে বিধির দ্বারা যেখানে মন-বুদ্ধি লাগাতে চাও, সেখানেই যোগযুক্ত হয়ে যাবে। এইরকম কন্ট্রোলিং বা রুলিং পাওয়ার থাকবে।

স্নোগানঃ:- শান্তিদূত হল সে, যে হট্টগোল করা আত্মাকেও শান্তির উপহার প্রদান করে।

মাতেশ্বরী জীর মধুর মহাবাক্য

“মনুষ্যাত্মাদের পরমাত্মার প্রতি প্রার্থনা আর প্রাপ্তি”

তুমি মাতা-পিতা আমরা বালক (সন্তান) তোমার, তোমার কৃপাতেই গহন সুখ অনুভূত হয়..... এই মহিমা কাকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া হয়েছে? অবশ্যই পরমাত্মার উদ্দেশ্যে গায়ন করা হয়েছে। কারণ পরমাত্মা স্বয়ং মাতা পিতা রূপে এসে এই সৃষ্টিকে অসীম সুখ প্রদান করেন। নিশ্চয়ই পরমাত্মা কোনো সময়ে সুখের সৃষ্টি তৈরি করেছিলেন, তাই তো ওঁনাকে মাতা পিতা বলা হয়। কিন্তু মানুষ তো সেসব জানেনা যে সুখ কি জিনিস? যখন এই সৃষ্টিতে অসীম সুখ ছিল তখন সৃষ্টিতে শান্তি ছিল, কিন্তু এখন সেই সুখ নেই। যদিও মানুষের ইচ্ছা থাকে সেই সুখ প্রাপ্তির, তখন কেউ ধন সম্পদ চায়, কেউ সন্তান চায়, কেউ আবার এমনও চায় যে আমি যেন পতিব্রতা নারী হই, সদা সৌভাগ্যবতী হই, ইচ্ছা তো সুখেরই থাকে, তাই না! অতএব পরমাত্মা কোনো সময়ে তাদের ইচ্ছা তো অবশ্যই পূরণ করবেন। তাই সত্যযুগের সময় যখন সৃষ্টিতে স্বর্গ থাকে তখন সদা সুখ থাকে, যেখানে স্ত্রী কখনও বিধবা হয়না অর্থাৎ সেই ইচ্ছা সত্যযুগে পূর্ণ হয় যেখানে অপার সুখ থাকে। বাকি এই সময় তো হলো কলিযুগ। এই সময়ে মানুষ তো দুঃখই ভোগ করে। আচ্ছা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"নববর্ষে অনুভাবী মূর্ত হয়ে সবাইকে অনুভাবী বানাও"

(শান্তিবন ডায়মন্ড জুবিলী হলের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে)

আজ বাপদাদা দৃষ্টি দ্বারা সর্বতোভাবে তৃপ্ত করে তোমরা সব অতি স্নেহী, সহযোগী, স্নেহে লাভলীন বাচ্চাদের দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চার মস্তকে, হৃদয়ে স্নেহের লক্ষণ প্রতীয়মান হচ্ছে। (হলে উপস্থিত পিছনে বসা ভাই-বোনের প্রতি) তোমরা ভাববে যে আমরা পিছনে রয়েছেি তাই আমাদের দেখা যায় না কিন্তু বাপদাদার নয়নে এমন অভিনব টি.ভি. রয়েছে যার দ্বারা দূরের জিনিসও সামনে দেখা যাচ্ছে। হতে পারে কোথাও কোনো কোণে বসে আছে কিন্তু বাবার সামনেই আছে। এখন তো তবুও আরামে বসে আছে, তাই না। (সকলে হাততালি দিলো) আজ অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা আর খুশি রয়েছে, সেটাই তো তালি সহযোগে দেখাচ্ছে। কিন্তু বাপদাদা তোমাদের হৃদয়ের খুশিকে জানেন। বাপদাদা দেখছেন যে সহযোগ দেওয়ার প্রমাণ দিতে প্রত্যেক বাচ্চা খুব খুশি হয়, সেইজন্য হাজার হাজার বাচ্চ দেখানো হয়েছে। তাইতো, বাচ্চসমূহ সহযোগের লক্ষণ। বাপদাদা জানেন এক-এক বাচ্চা চতুর্দিকে দেশে কি বিদেশে সকলেই হয় ধন দ্বারা, অথবা মন দ্বারা কিংবা তন দ্বারা অবশ্যই সহযোগ দিয়েছে। আর আজ তোমাদের সকলের সহযোগের প্রমাণ তোমরা আরামে বসে দেখছো তো বটেই শুনছোও। এখন বেশি তালি বাজিও না। তোমাদের খুশির, মনের সব তালি বাপদাদার কাছে পৌঁছে গেছে।

দেখো, আজ দুটো বিশেষত্ব রয়েছে। এক, এই শান্তিবনকে সবাই, যারা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে বানিয়েছে, বাপদাদার সাথে সাথে তোমরা বাচ্চারাও তার উদ্বোধন করছো এবং আজ ড্রামা অনুসারে আজ নতুন বছরও শুরু হতেই চলেছে, সেইজন্য বাপদাদা সব বাচ্চাকে নিজের দুবাহতে সমাহিত করে দুটির উপলক্ষ্যেই অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আর যেভাবে এখন এই সময় সাকার রূপে বাবার সঙ্গে উৎসাহ - উদ্দীপনায় খুশিতে আত্মসন্তুষ্টিতে হেলছো দুলছো, ঠিক সেভাবেই নতুন বছরে সদা অব্যক্ত রূপে সাথী মনে করে অনুভব করবে - এই সাথে অনুভব খুব মনোরম। বাপদাদারও বাচ্চাদের ছাড়া ভালো লাগে না। (মাইক বন্ধ হয়ে গেছে) প্রথম প্রথম অনুভব তাই না, সেইজন্য এটাও ড্রামার খেলা মনে করো, কোনও ঘটনা উপর-নিচে হচ্ছে মনে ক'রো না। ভালো আছে আর ভালোই থাকবে। খুব ভালো, খুব ভালো করতে করতে তোমরাও ভালো হয়ে যাবে আর ড্রামার প্রতিটা সীনও ভালো হয়ে যাবে। কেননা, তোমাদের ভালো হওয়ার ভাইব্রেশন যে রকম সীনই হোক, নেগেটিভকে পজিটিভে বদলে দেবে, এতটাই শক্তি তোমরা সব বাচ্চার মধ্যে রয়েছে, শুধু ইউজ করো। শক্তি অনেক আছে, সময়মতো ইউজ করে যদি দেখো তাহলে খুব ভালো ভালো অনুভব করবে।

এই নতুন হন্ আর নতুন বছর, তাহলে এতে কী করবে? নতুন বছরে কিছু নবীনত্ব করবে তো না! তো এই বছর অনুভাবী মূর্ত হয়ে অন্যদেরও অনুভব করানোর বছর। বুঝেছো - কী করতে হবে? অনুভব করতে হবে। বাণীর দ্বারা বর্ণন তো করেই থাকো কিন্তু প্রত্যেক বাচ্চাকে সব শক্তির, সব গুণের অনুভব করতে হবে। তোমরা অনুভাবী মূর্ত তো না! অনুভাবী মূর্ত নাকি বাণী মূর্ত তোমরা? অনুভাবী হলেও এই বছরে কিন্তু এমন কোনও বাচ্চা যেন না বলে যে, আমার এই ব্যাপারে তো অনুভব আছে, কিন্তু এই ব্যাপারে অনেক কম অনুভব রয়েছে। এইরকম কোনও বাচ্চা যেন না থাকে। কারণ জ্ঞানের অর্থই হলো কেবল বুঝতে পারাই নয়, বরং অনুভব করা এবং যতক্ষণ অনুভব না করেছে ততক্ষণ অন্যদেরও অনুভাবী বানাতে পারবে না। যদি তোমাদের স্থিতি বাণী পর্যন্ত হয়, অনুভব পর্যন্ত না পৌঁছায় তবে যে আত্মাদের জন্য তোমরা সেবার নিমিত্ত হয়ে থাকো তারাও বাণীর দ্বারা খুব ভালো, খুব ভালো, চমৎকার - এই পর্যন্তই পৌঁছায়। অনুভাবী হবে - তারা কোটিতে কয়েক, কয়েকের মধ্যেও কেউই হয়, তাছাড়া প্রত্যক্ষতার আধার হলো অনুভব। অনুভব করা আত্মারা কখনও বায়ুমন্ডল তথা স্পেরের রঙে যেতে পারে না। যারা কেবল বাণীর প্রভাবে থাকে তারা কখনো নাচবে আর কখনো চিন্তার মধ্যে পড়ে যাবে, অনুভব অর্থাৎ মজবুত ফাউন্ডেশন। অর্ধেক অনুভব হয়েছে তো ফাউন্ডেশন অর্ধেক পাকা হয়েছে, তার লক্ষণ হলো সে ছোট বড় বিষয়ে নড়বে, অটল হবে না। কেননা, ভবিষ্যতের সমস্ত পরিস্থিতি তথা সমস্যা প্রবল হয়ে যায়, সেইজন্য যারা অপূর্ণ ফাউন্ডেশনের তারা নড়বড়ে হয়, পতন হয় না কিন্তু নড়বড় করে। সুতরাং প্রথমে এই বছরে নিজের অনুভাবী মূর্ত হওয়ার ফাউন্ডেশন মজবুত করো। অনেক বাচ্চা আজ খুব ফাস্ট চলছে আর কাল মুখের চেহারা একটু খানি পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ? অনুভবের ফাউন্ডেশন মজবুত নয়। অনুভব করা আত্মারা যত বড় সমস্যাই হোক, এমন ভাবে সমাধা করবে যেন কিছুই হয়নি। এসেছিল আর নিজের পার্ট প্লে করেছে, কিন্তু সাক্ষী হয়ে, স্বতন্ত্র অথচ

প্রিয় হয়ে তারা খেলার সমান দেখবে। পরিস্থিতি নয়, খেলা - মনোরঞ্জন। মনোরঞ্জন ভালো লাগে তো না? সুতরাং যে কোনও বিষয়ই হোক, তোমাদের জন্য সেটা বড় ব্যাপার তখনই মনে হয় যখন ফাউন্ডেশন একটুখানিও কাঁচা থাকে। হতে পারে ৭৫% মজবুত, ৯০% মজবুত তবুও টলে যাওয়ার চাপের সম্ভাবনা রয়েছে। বাচ্চাদের প্রশ্রম অর্থাৎ যুদ্ধ করা বাপদাদার ভালো লাগে না। কেন প্রশ্রম, কেন যুদ্ধ? যোগীর বদলে কী তোমরা যোদ্ধা হতে চাও নাকি যোগী আত্মা তোমরা? যুদ্ধ করার সংস্কার চন্দ্রবংশে নিয়ে যাবে। তাহলে, কী হতে হবে তোমাদের, সূর্যবংশী নাকি চন্দ্রবংশী হতে হবে? সূর্যবংশী হতে চাইলে যুদ্ধ শেষ। এই বছরে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে? এই ব্যাপারে তোমরা হ্যাঁ বলো না! জিজ্ঞাসা করলে বলো! বাপদাদা তো না দেখেও বাচ্চাদের রেজাল্ট দেখে নেন, সব সময়ের রেজাল্ট নয়-সমুখে নেই কিন্তু হৃদয়ে এসেই যায়। এখানে সাকার বতনে যখন তোমরা অল্প অল্প কিংবা অনেক টলতে থাকো তখন ওখানে বতনে বাবার অনুভব হয় যে কেউ টলমল করছে। সেইজন্য যেরকম শান্তিবনের খুশি থাকে, হলের খুশি থাকে সেরকম বাপদাদা এবং এত বড় সংগঠনের মাঝে এই প্রতিজ্ঞা করো যে এই বছরে অস্থিরতার উর্ধ্ব হবে এবং অটল-অনড় হতেই হবে, হবো নয়, হতেই হবে। এইরকম হয়েছে? এমন নয় যে ভাববে, করবে, দেখবে, এইভাবে - যারা মনে করে হতেই হবে, তারা হাত তোলো। আচ্ছা - অভিনন্দন আর যারা কোনো কারণে হাত তোলোনি, এইরকম হতে পারে না যে তোমরা হবে না, কিন্তু কিছু কারণে হয়তো তোলোনি তারা হাত তোলো। লজ্জা হয় তুলতে, যখন হাত তুলতে লজ্জা লাগে তবে এটা (ওঠানামা করা) করার সময়ও তোমাদের লজ্জা বোধ করা উচিত। ভাবো যে এটা লজ্জিত হওয়ার বিষয় নয়, তবে লজ্জা হবে না। মজবুত হয়ে যাবে, কেননা, কিছু বাচ্চা বারবার জিজ্ঞাসা করে, হয় নিমিত্ত বাচ্চাদেরকে কিংবা আত্মিক আলাপচারিতায় বাপদাদাকে একই কোশ্চেন করে, বাবা বিনাশের ডেট বলে দাও। তোমাদের সবার কোশ্চেন রয়েছে না? আচ্ছা বাপদাদা বলছেন ডেট বলে দেবেন - ধরে নাও ২০০০-এ পুরো হবে, তাহলে কী করবে? এটা কোনো ডেট জানাচ্ছেন না, মিস-আন্ডারস্ট্যান্ড ক'রো না। বাপদাদা জিজ্ঞাসা করছেন যে মনে করো ২০০০ পর্যন্ত সময়-সীমা তোমাদেরকে বলছেন, তাহলে কী করবে? টালবাহানা করবে নাকি তীব্র পুরুষার্থী হবে? তীব্র পুরুষার্থী হবে! বাপদাদা আরও জিজ্ঞাসা করছেন যে, এই বছরে দোলাচল হবে তখন তাহলে কী করবে? আরও তীব্র পুরুষার্থী করে নেবে? নাকি অল্প অল্প ডেট কনশাস হয়ে যাবে, গুনতে থাকবে যে এত সময় পুরো হয়েছে, এক মাস পূর্ণ হয়েছে, এক বছর পূর্ণ হয়েছে, বাকি এত মাস রয়েছে!... তো ডেট কনশাস হবে নাকি সোল কনশাস হবে? কী করবে? টালবাহানা করবে না তো? এইরকম ভাববে না তো যে এখনও তো চার বছর পড়ে রয়েছে? কী আছে, লাস্ট বছরের মধ্যে করে নেবো - এই রকম টালবাহানা করবে না তো নাকি একটু আধটু এই রকম হয়ে যাবে? তোমরা হয়তো হতে চাইবে না, কিন্তু মায়া তো শুনছে, সে তোমাদের সামনে এমন এমন পরিস্থিতি নিয়ে আসবে যে আলস্য, টালবাহানা করা মাঝে মাঝেই নিয়ে আসবে, তখন কি করবে? সেইজন্য বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, ডেট কনশাস হয়ো না, বরং প্রতিটি মুহূর্ত হলো অস্তিম মুহূর্ত, এতখানিই প্রতি মুহূর্তে এভাররেডি থাকো। আচ্ছা মনে করো বাপদাদা বলছেন ২ হাজার সালের পরে হবে, চলো তোমরা মেনে নিলে, রিয়েল নয়, কিন্তু মেনে নিলে, তোমরা তো দু হাজারে সম্পূর্ণ হলে আর তবে অন্যদেরকে কবে বানাবে? সত্যযুগে বানাবে নাকি? যারা বানাবে তারা হলো অল্প আর যারা হবে তাদের সংখ্যা বেশী। তাদের জন্যও সময় চাই, নাকি চাই না? আগের সীজনেও জানতে চেয়েছিলাম যে, অন্ততপক্ষে সত্যযুগের আদির ৯ লাখ তৈরী হয়েছে? যদি না হয় তবে বিনাশ কী করে হবে? কাদের উপরে রাজস্ব করতে? পুরানো আত্মাদের উপরে রাজস্ব করবে? নতুন আত্মারা তো তৈরী হয়নি আর বিনাশ হয়ে গেলো তখন তাহলে কী করবে? সেইজন্য বাপদাদা এই কাজটা নিজের বাচ্চাদের উপরে যারা নিজেরা তো জ্যোতিষী না? তাদের উপরেই রেখে দিয়েছেন। যেটা জ্যোতিষী করতে পারে সেটা তাহলে বাবা কেন করবেন? তবুও বাবারই বাচ্চা যে, তাদেরকে কিছু রোজগার করতে দেওয়া যাক। তাদের উপার্জনের সাধন তো এটাই। কারো যদি বেশী তাড়া থাকে তাহলে তারা ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো। বাবা বলবেন না।

বুঝেছো - এই বছর কী করতে হবে? অনুভাবী মূর্ত। কোনো কোনো বাচ্চা আন্তরিক আলাপচারিতা করে, বলে বাবা কী করবো, এতখানি তো হয়ে গেছে, বাকি এতটা তুমি করে নাও। রাজস্ব আমি করবো কিন্তু সম্পূর্ণ তুমি বানিয়ে দাও। এই রকম হবে কী? বাবা অবশ্য সহায়ক থাকবেন, অস্তিম সময় পর্যন্ত থাকবেন, এই গ্যারান্টি রয়েছে। কিন্তু কাদের সহায়ক হবেন? যারা সাহসের পা বাড়াবে। তখন বাবা সহায়তার দ্বিতীয় পাকে উত্থিত করতে সহায়তা করবেন। সাহসিকতার একটি পাকেও অগ্রসর করলে না আর শুধুই যদি বলো যে, বাবা তুমি করে নাও, বাবা তুমি করে নাও! তো বাপদাদাও বলবেন - দেখবো, আগে পা তো রাখো। এক পাও রাখলে না তবে কী করে হবে? সেইজন্য এই বছরে সব সময় এটা চেক করো যে, সাহসিকতার পা মজবুত আছে তো? বাবাকে বলার পূর্বে এটাকে চেক করো। সাহসের পাকে অগ্রসর করলে আর সহায়তা পেলো না, এটা অসম্ভব। কেবল একটু সাহসের পাকে অগ্রসর করো। সেইজন্য গাওয়া হয়েছে প্রথম শব্দটা কী আসে? সাহস বাচ্চাদের, সহায়তা বাবার। একে উল্টো করে দিও না - বাবার সহায়তা আর তারপর সাহস বাচ্চাদের।

বাবা তো মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন যে, বাঃ আমার আদরের বাচ্চারা বাঃ! নিশ্চয়ের সাথে সাহসের পাকে একটু অগ্রসর করলে তখন বাবা পদমণ্ডল সহায়তার জন্য প্রতিটি বাচ্চার জন্য সব সময় প্রস্তুত রয়েছেন।

আচ্ছা, নতুন বছরে আর কী করবে? এখনও পর্যন্ত সেবার একটি বিষয় থেকে গিয়েছে। সেটি কোনটি? গীতার ভগবান তো হয়ে যাবে, কিন্তু বাপদাদা বিগত বছরে প্রতিটি জোনকে বলেছিলেন যে, স্নেহী, সহযোগী, সম্পর্কে আসা আস্বা তো অনেক হয়ে গেছে আরো হবেও। কিন্তু এখন উত্তরাধিকারীদেরকে নিয়ে এসো। উত্তরাধিকারী কম আসছে। উত্তরাধিকারী কম তৈরী হচ্ছে, কারণ বাপদাদা প্রতিদিন প্রতিটি সেবা কেন্দ্রের রেজাল্ট দেখে থাকেন। তো চতুর্দিকের রেজাল্টে উত্তরাধিকারী কম রয়েছে। স্নেহী, সহযোগী ভালোই রয়েছে, কিন্তু তাদের অগ্রচালিত করো অথবা যে কোনো নতুন যারা তাদেরকে, লাস্টে যারা এসেছে, তাদেরকে ফাস্ট করে উত্তরাধিকারীর কোয়ালিটি বাবার সমুখে নিয়ে এসো। কেউ কেউ বেরিয়েও আসে, কিন্তু তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। যখন তোমরা চাও যে ২০০০ সালের মধ্যে পরিবর্তন হোক, তোমরা সকলেই যখন এমনটাই চাও, তবে উত্তরাধিকারী কতজনকে বানিয়েছো? সত্যযুগের প্রজাও রয়্যাল চাই। তার সংখ্যাও এখন কম। প্রজা তৈরী হয়েছে, এই যে এখন অনেক প্রকারের কনফারেন্স তোমরা করেছে বা বাইরে স্টেজে যে যে প্রোগ্রাম তোমরা পেয়েছো, এই বছর প্রভাব আর প্রজা এই রেজাল্টটা ভালো। কিন্তু বাপদাদা কী চান? এখন উত্তরাধিকারীর কোয়ালিটি তৈরী করো। এখানে উত্তরাধিকারী তৈরী করবে তবেই তো অ্যাডভান্স পাটিও প্রত্যক্ষ হবে আর বাবার নামের, প্রত্যক্ষতার জয়টাক চতুর্দিকে বাজবে। এখনও পর্যন্ত হওয়া রেজাল্ট বলছে, এরা ভালো কাজ করছে কিন্তু কেউ কেউ বলছে তোমরাই এ'সব করতে পারবে, কিন্তু পরম আত্মার দিকে অ্যাটেনশন যাবে, পরম আত্মার এই কার্য চলছে, সেটা এখন ইনকগনিটো (গুপ্ত) রয়েছে। বাচ্চারা নিজেদের শক্তিতে, স্নেহের দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য ভালো পুরুষার্থ করছে। কিন্তু এখন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কেবল স্নেহী আর সহযোগী, ততক্ষণ পর্যন্ত বাবার প্রত্যক্ষতা কার্যে পরিণত হবে না। খুব ভালো যে তোমরা এই পর্যন্ত আসতে পেরেছো, কিন্তু সকলের মুখ থেকে এবার এটা নির্গত হোক - "ব্যস্ এখন সময় এসে গেছে, বাবা এসে গেছেন, তবে বিনাশও এসে যাবে।" তো বাবা বলেন যে, বাবাকে জিজ্ঞাসা ক'রো না যে বিনাশ কবে হবে? বাবা তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমরা কবে তৈরী হবে? পর্দা খুলবে এবার? প্রস্তুত তোমরা? নাকি পর্দা খুলে গেলো আর তোমরা তখন তৈরী হয়েই চলেছো? অন্ততপক্ষে ১৬১০৮ পরিপক্ব রক্তকে তো প্রত্যক্ষ করো, মালা তো বানাও। বাবাও তো দেখুন যে বাচ্চারা তৈরী? এইটুকু মার্জিন রয়েছে, এর বেশী বলতে পারবেন না বাবা। ৯ লাখ এর কথা বলছেন না, ১৬১০৮ এর মালা বানাও। তো এই বছর বানাও, বাপদাদা দেখবেন যে, ১৬১০৮ এর নির্বিল্ল, অবিচল মালা প্রস্তুত হয়েছে নাকি এখনও একটু একটু টালমাটাল রয়েছে? একটু আধটু খেলা এখনও দেখাচ্ছে? পান্ডব কী মনে করে? বলো, তৈরী তোমরা? দাদীরা তো বলছেন - হ্যাঁ। সকল শক্তির হ্যাঁ বলছে? ১৬১০৮ তৈরী? আচ্ছা ১৮ তারিখে মালা বানিয়ে দিও। হাত তুলতে বলা হলে সভার অর্ধেকই বলবে ১৬ হাজারের মধ্যে রয়েছে। যারা মনে করে যে, আমরা ১৬ হাজারে রয়েছি, তারা দাদীদেরকে নিজের নোট লিখে দেবে যে, আমি ১৬ হাজারে আছি নাকি ১০৮ এ আছি? এরপর দাদীরা পাস করবেন। এই রকম ভেবো না যে, নোট লিখে তো দিয়ে দিয়েছি। আগে এনারা পাস করাবেন তারপর বাপদাদা পাস করাবেন, তারপর ফাইনাল রেজাল্ট বলা হবে। আচ্ছা।

চতুর্দিকের সকল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অগ্রসর হওয়া, সর্বদা ইকোনমির অবতারণা হয়ে সময়, সংকল্প, বাণী আর কর্মকে সঞ্চয়ের খাতাতে জমা করে থাকা, সাকার বা আকার রূপে নব বর্ষ পালনকারী হারানিধি বাচ্চারা, বাপদাদা দেখছেন যে, চতুর্দিকের বাচ্চারা, সাকারে নয়তো আকার রূপে মধুবনেই রয়েছে আর আকার রূপে পালন করছে। তো সকলকে বাপদাদা নব বর্ষের, শান্তিবনের স্থাপনার অভিনন্দন আর স্মরণের স্নেহ-সুমন প্রদান করছেন। সকল সন্তুষ্ট মণিদেরকে নমস্কার।

বরদান:- নিজের আদি অনাদি স্বরূপের স্মৃতির দ্বারা সর্ব বন্ধনকে সমাপ্তকারী বন্ধনমুক্ত স্বাধীন ভব আত্মার আদি অনাদি স্বরূপ হলো স্বাধীন সে। মালিক সে। এ তো পরবর্তীকালে পরাধীন হয়েছে। সেইজন্য নিজের আদি আর অনাদি স্বরূপকে স্মৃতিতে রেখে বন্ধনমুক্ত হও। মনের বন্ধনও যাতে না থাকে। যদি মনেরও বন্ধন থাকে তবে সেই বন্ধন আরও বন্ধনকে নিয়ে আসবে। বন্ধনমুক্ত অর্থাৎ রাজা, স্বরাজ্য অধিকারী। এইরকম বন্ধনমুক্ত স্বাধীন আত্মারাই পাস উইথ অনার হতে পারবে অর্থাৎ ফাস্ট ডিভিশনে আসবে।

স্নোগান:- মাস্টার দুঃখ হর্তা হয়ে দুঃখকেও আত্মিক সুখে পরিবর্তন করাই হলো সত্যিকারের সেবা।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দিনে শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করো, রাতে বসে জ্ঞানের চিন্তন করো, বাবাকে স্মরণ করো, বুদ্ধিতে স্বদর্শন চক্র ঘোরাও, তাহলেই নেশা চড়বে"

*প্রশ্নঃ - মায়া কোন্ বাচ্চাদেরকে স্মরণে বসতেই দেয় না?

*উত্তরঃ - যাদের বুদ্ধি কোনো না কোনো কিছুতে ফেঁসে থাকে, যাদের বুদ্ধির তালা লেগে রয়েছে, ভালোভাবে এই পড়া পড়ে না, মায়া তাদের স্মরণে বসতেই দেয় না। তারা মন্মনাভব থাকতে পারে না। তখন সার্ভিসের জন্যও তাদের বুদ্ধি চালিত হয় না। শ্রীমতে না চলার কারণে তারা নাম বদনাম করে দেয়, তারা ধোঁকা দেয় ফলে তাদের সাজাও খেতে হয়।

*গীতঃ- তোমাকে ডাকতে মন যে চায়...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীত শুনেছে। গড ফাদারকেই ডাকা হয়, কৃষ্ণকে নয়। বাবাকে বলছেন - এসো, পুনরায় কংসপুরীকে পরিবর্তন করে কৃষ্ণপুরী বানাও। কৃষ্ণকে তো ডাকবে না। কৃষ্ণপুরীকে তো স্বর্গ বলা হয়। এ কথা কেউই জানে না, কারণ কৃষ্ণকে সবাই দ্বাপরে নিয়ে গেছে। এই সব ভুল, শাস্ত্রের থেকে হয়েছে। বাবা এখন যথার্থ কথা বুঝিয়ে বলছেন। বাস্তবে তিনি সম্পূর্ণ দুনিয়ার বড়, গড ফাদার। সবাইকে সেই এক গড ফাদারকে স্মরণ করতে হবে। যদিও মানুষ থাইস্ট, বুদ্ধকে স্মরণ করে, প্রত্যেক ধর্মের মানুষ তাদের ধর্মস্থাপকদেরকে স্মরণ করে। এই স্মরণ করা শুরু হয়েছে দ্বাপর থেকে। ভারতে এই গায়নও আছে যে, দুঃখে সবাই স্মরণ করে কিন্তু সুখে কেউ করে না। পরের দিকেই স্মরণ করার নিয়ম শুরু হয়, কেননা দুঃখ আসতে থাকে। প্রথমে ভারতবাসীরাই স্মরণ করা শুরু করে। তাদের দেখে অন্য ধর্মের মানুষও তাদের ধর্মস্থাপকদের স্মরণ করতে লেগে যায়। বাবা ধর্ম স্থাপন করেন। মানুষ কিন্তু বাবাকে ভুলে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। লক্ষ্মী - নারায়ণের ধর্মের কথা তারা জানেই না। স্মরণ তো না লক্ষ্মী - নারায়ণকে আর না কৃষ্ণকে করতে হবে। স্মরণ একমাত্র বাবাকেই করতে হবে, যিনি আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন। এরপর যখন এরা ভক্তিমার্গে শিবের পূজা করতে শুরু করে, তখন মনে করে গীতার ভগবান কৃষ্ণ। তাঁকে তখন স্মরণ করতে থাকে। তাদের দেখে অন্যেরাও তাদের ধর্মস্থাপকদের স্মরণ করে। তারা ভুলে যায় যে, এই দেবতা ধর্ম ভগবান স্থাপন করেছিলেন। আমরা লিখতে পারি, গীতার রচয়িতা কৃষ্ণ নন, শিববাবা। তিনি হলেন নিরাকার। এ তো আশ্চর্যের কথা হলো, তাই না। কারোর কাছেই শিববাবার সঠিক পরিচয় নেই। তিনি হলেন তারার মতো। সব জায়গায় শিবের মন্দির আছে, তাই তারা মনে করে, এতো বড়, এ হলো এক অখণ্ড জ্যোতি তত্ত্ব কিন্তু তিনি তো মহাতত্ত্ব থাকেন, যেখানে আত্মারা থাকে। আত্মার রূপ স্টারের মতো, পরমপিতা, পরমাত্মাও স্টার কিন্তু তিনি নলেজফুল, বীজরূপ হওয়ার কারণে তাঁর মধ্যে শক্তি থাকে। আত্মার পিতা (বীজ) পরমাত্মাকে বলা হবে। তিনি হলেন নিরাকার। মানুষকে তো জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর বলা বলা যাবে না! তাই বোঝানোর জন্য বাচ্চাদের মধ্যে অথরিটির দরকার, যার বুদ্ধি অনেক বিশাল। তোমাদের সকলের মধ্যে মুখ্য হলেন মাস্টার, বন্দে মাতরম্ও গাওয়া হয়েছে। কন্যাদের দ্বারা বাণ নিষ্ক্ষেপ করানো হয়েছে। অধর কুমার, অধর কুমারীদের রহস্য কোথাও নেই। কেবল মন্দিরেই তা সিদ্ধ হয়। বরাবর জগদম্বাও আছেন কিন্তু তিনি জানেন না যে তিনি কে?

বাবা বলেন, আমি ব্রহ্মামুখ কমলের দ্বারা রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বলি। এই ড্রামাতে কি আছে তা মানুষের বুদ্ধিতে আসার প্রয়োজন। এ হলো বেহদের ড্রামা। আমরা এই ড্রামার অভিনেতা, তাই ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুদ্ধিতে থাকা উচিত। যাদের বুদ্ধিতে এ কথা থাকে, তাদের অনেক নেশা থাকে। সারাদিন শরীর নির্বাহ করলেও রাতে বসে স্মৃতিতে আনো - এই ড্রামা কিভাবে চক্র লাগায়? এ হলো মন্মনাভব। মায়া কিন্তু রাতেও বসতে দেয় না। অ্যাক্টরদের বুদ্ধিতে তো ড্রামার রহস্য থাকা উচিত তাই না! কিন্তু তা থাকা খুবই মুশকিল। কোথায় না কোথায় ফেঁসে যায়, তো বাবা বুদ্ধির তালা বন্ধ করে দেন। এ হলো অনেক বড় লক্ষ্য। ভালো পড়া যারা করে তারা তো অনেক টাকা বেতনও পায়, তাই না। এ হলো পড়া কিন্তু বাইরে গেলেই সব ভুলে যায় তখন নিজের মতে চলতে থাকে। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, শ্রীমতে চললেই তোমাদের কল্যাণ। এ হলো পতিত দুনিয়া। বিকারকে বিষ বলা হয়, সন্ন্যাসীরা যার সন্ন্যাস করে থাকে। এই রাবণ রাজ্য শুরুই হয় দ্বাপর থেকে, এই বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদি সব ভক্তিমার্গের সামগ্রী। সার্ভিসের জন্য বাচ্চাদের বুদ্ধি চালিত হওয়া উচিত। শ্রীমতে চললে ধারণাও হবে। বাচ্চারা জানে যে বিনাশ সামনে

উপস্থিত। সবাই দুঃখী হয়ে চিৎকার করবে - হে ভগবান, দয়া করো। গ্রাহি - গ্রাহি করার সময় ভগবানকে স্মরণ করবে। পার্টিশনের সময় কতো স্মরণ করতো - হে ভগবান দয়া করো, ক্ষমা করো। এখন কি রক্ষা করবে? যিনি রক্ষা করেন, তাঁকেই মানুষ জানে না তো রক্ষা কিভাবে করবে? বাবা এখন এসেছেন কিন্তু অতি কষ্টেই মানুষের বুদ্ধিতে এই কথা বসে। বাবা বোঝান - এমন এমন করে সেবা করো। বাবার কাছ থেকে এই শ্রীমত পাওয়া যায়। এমন বাবাকে চিনতে পারে না, এও কেমন ওয়ান্ডার (আশ্চর্যের)! কতখানি বোঝার মতো বিষয়! সারাদিন যেন শিববাবার স্মরণ বুদ্ধিতে থাকে। ইনিও তো তাঁরই রথ এবং সার্থী, তাই না!

বাবা দেখেন যে -- বাচ্চারা আজ খুবই ভালো নিশ্চয়বুদ্ধির, আবার কাল সংশয় বুদ্ধির হয়ে যায়। মায়ার তুফান লাগলে অবস্থার অবনতি হয়, তো বাবা এতে কি করতে পারেন। তোমরা জ্ঞানে এসেছো, সমর্পিত হয়েছো, তো তোমরা ট্রাস্টি হয়ে গেলে। তোমরা কেন চিন্তা করো? সমর্পণ করেছো, এরপর সার্ভিসও করতে হবে, তাহলে রিটার্নে অনেককিছু পাবে। আবার সমর্পিত হয়ে সার্ভিস যদি না করে, তাহলে তাদের খাওয়াতে তো হবে, তো ওই অর্থে খেতে খেতে সব শেষ করে দেয়, সার্ভিসই করে না। তোমাদের মানুষকে হীরের মতো বানানোর সেবা করতে হবে। মুখ্য হলো বাবার রুহানী সার্ভিস করতে হবে, যাতে মানুষ উঁচু হতে পারে। সার্ভিস না করলে দাস - দাসী হতে হবে। যারা ভালো পড়ে, তাদের অনেক সম্মান হয় আর যারা অনুত্তীর্ণ হবে, তারা গিয়ে দাস - দাসী হবে।

বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো আর উত্তরাধিকার নাও। ব্যস্, এই মন্মনাভব শব্দই সঠিক। ওশান অফ নলেজ (জ্ঞানের সাগর) বলেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। এমন কথা কৃষ্ণ বলতে পারে না, বাবাই বলেন - মামেকম্ (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো আর ভবিষ্যৎ রাজ্য পদকে স্মরণ করো। এ তো রাজযোগ, তাই না। এতে প্রবৃত্তি মার্গ সিদ্ধ হয়। এ কথা তোমরাই বোঝাতে পারো। তোমাদের মধ্যেও যারা সেবাপরায়ণ এবং তীক্ষ্ণ, তাদের ডাকা হয়। বোঝা যায় এরা খুবই হুঁশিয়ার হ্যান্ড। বাচ্চাদের যোগযুক্ত হতে হবে। শ্রীমতে যদি না চলে তাহলে নাম বদনাম করে দেয়। ধোকা দিলে তখন সাজাও খেতে হয়। ট্রাইবুনালও তো বসে তাই না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস :-

বাচ্চাদের সবার প্রথমে বাবার পরিচয় বোঝাতে হবে। অসীম জগতের বাবাই আমাদের পড়ান, গীতা পাঠ যারা করে তারা কৃষ্ণকে ভগবান বলে। তাদের বোঝাতে হবে যে, ভগবান তো নিরাকারকে বলা হয়। দেহধারী তো অনেকেই আছে। বিদেহী হলেন একজনই। তিনি হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু শিববাবা। এ কথা খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে বসাও। অসীম জগতের বাবার থেকে অসীমিত অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, তিনিই হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা আর ইনি হলেন জাগতিক বাবা। আর অন্য কেউই ২১ জন্মের অবিনাশী উত্তরাধিকার দেয় না। এমন কোনো বাবা নেই, যাঁর কাছ থেকে অমর পদ প্রাপ্ত করা যায়। অমরলোক হলো সত্যযুগ। এ হলো মৃত্যুলোক। তাই বাবার পরিচয় দিলে বুঝতে পারবে, বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, যাকে দৈবী স্বরাজ্য বলা হয়। এই স্বরাজ্য বাবাই দেন। তিনিই পতিত - পাবন, এমন গায়ন হয়, তিনি বলেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করে এই বাবাকে স্মরণ করো তাহলে পাপ কেটে যাবে। তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার যোগ্য হতে পারো। কল্প - কল্প বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো। এই স্মরণের যাত্রাতেই তোমাদের পবিত্র হতে হবে। এখন সেই পবিত্র দুনিয়া আসছে। পতিত দুনিয়ার বিনাশ হতে হবে। প্রথমে সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে পাকা করাতে হবে। যখন পাকাপাকি ভাবে বাবাকে জানতে পারবে, তখন বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাবে। এতে মায়া অনেক ভুলিয়ে দেয়। তোমরা বাবাকে স্মরণ করার অনেক চেষ্টা করো, তবুও আবার ভুলে যাও। শিববাবাকে স্মরণ করলেই তোমরা পাপমুক্ত হবে। সেই বাবা এনার দ্বারা বলেন, বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো। তবুও কাজকর্মে গেলে ভুলে যায়। এই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এই হলো পরিশ্রমের কথা। বাবাকে স্মরণ করতে করতে কর্মভীত অবস্থায় পৌঁছাতে হবে। কর্মভীত অবস্থা সম্পন্নদের বলা হয় ফুরিস্তা। তাই এই কথা খুব ভালোভাবে স্মরণ করো যে, কাকে কিভাবে বোঝাতে হবে। এ কথা পাক্কা নিশ্চিত যেন থাকে যে, আমরা আত্মা ভাইদের বোঝাই। সবাইকে বাবার খবর দিতে হবে। কেউ কেউ বলে, আমরা বাবার কাছে যাবো, দর্শন করবো কিন্তু এখানে দর্শন আদির তো কোনো কথাই নেই। ভগবান এসে শেখান আর মুখে বলেন যে, তোমরা তোমাদের নিরাকার বাবাকে স্মরণ করো। এই স্মরণ করলেই সমস্ত পাপ কেটে যায়।

যেখানেই কাজ - কারবারে থাকো না কেন, প্রতি মুহূর্তে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমাকে স্মরণ করো। নিরন্তর যারা স্মরণ করবে তারাই জয় পাবে। স্মরণ না করলে মার্কস কম হয়ে যাবে। এই পড়া হলোই মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার, যা এক বাবাই পড়ান। তোমাদের চক্রবর্তী রাজা হতে হবে তাই ৮৪ জন্মের চক্রকে স্মরণ করতে হবে। কর্মাজীত অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য পরিশ্রম করতে হবে। তা অন্ত সময় সম্পূর্ণ হবে। এই অন্ত যে কোনো সময় আসতে পারে তাই লাগাতার পুরুষার্থ করতে হবে। নিত্য যেন তোমাদের পুরুষার্থ চলতে থাকে। লৌকিক বাবা তোমাদের এমন কখনোই বলবেন না যে, দেহের সর্ব সম্বন্ধ ছেড়ে নিজেকে আল্লা মনে করো। শরীরের ভাব ছেড়ে আমাকে স্মরণ করো তো পাপ কেটে যাবে। এ তো বেহদের বাবাই বলেন যে, আমি এই একের স্মরণেই থাকো তো সব পাপ কেটে যাবে। তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এই কাজ তো খুশীর সঙ্গে করা চাই, তাই না। ভোজন গ্রহণ করার সময়ও বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। এই স্মরণে থাকার গুপ্ত অভ্যাস যদি তোমাদের চলতে থাকে তো খুবই ভালো। এতে তোমাদেরই কল্যাণ। নিজেকে দেখতে হবে যে, আমি বাবাকে কতো সময় ধরে স্মরণ করি? আচ্ছা - মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি স্মরণের স্নেহ-সুমন আর শুভরাত্রি। ওম শান্তি।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) মানুষকে হীরেতুল্য করে তোলার জন্যে রুহানী সার্ভিস করতে হবে। কখনোই সংশয় বুদ্ধি হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে।

২) শরীর নির্বাহের জন্যে কর্ম করতে করতেও বাবাকে স্মরণ করতে হবে। শ্রীমতকে নিজের কল্যাণ রয়েছে মনে করে এগিয়ে যেতে হবে। নিজের মত চালাবে না।

বরদান:- মন এবং বাণীর(মন্ডা আর বাচা) শক্তিকে যথার্থ এবং সমর্থ রূপে কার্যে প্রয়োগকারী তীর পুরুষার্থী ভব তীর পুরুষার্থী অর্থাৎ ফার্স্ট ডিভিশনে আসা বাচ্চারা সংকল্পশক্তি এবং বাণীর শক্তিকে যথার্থ এবং সমর্থ রীতিতে কার্যে ব্যবহার করে। তারা এই বিষয়ে শিখিল হয় না। তাদের এই স্লোগান সদা স্মরণে থাকে যে কম বলো, ধীরে বলো এবং মধুর ভাবে বলো। তাদের প্রতিটি কথা যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত হয়। তারা আবশ্যকীয় কথাই বলে, ব্যর্থ কথা, বিস্তারিতভাবে কথা বলে নিজের এনার্জি সমাপ্ত করে না। তারা সর্বদাই একান্তপ্রিয়ভাবে থাকে।

স্লোগান:- সম্পূর্ণ নষ্টমোহ সে-ই, যে আমিত্ব ভাবের অধিকারকেও ত্যাগ করে দেয়।

মাতেশ্বরী জীর মধুর মহাবাক্য

"মনের অশান্তির কারণ হলো কর্মবন্ধন আর শান্তির আধার হলো কর্মাজীত"

বাস্তবে প্রত্যেক মানুষের এই চাহিদা অবশ্যই থাকে যে, আমি যেন মনের শান্তি পাই, তাই মানুষ এতদিন অনেক প্রচেষ্টা করে এসেছে কিন্তু মনের শান্তি এখনও প্রাপ্ত হয়নি, এর যথার্থ কারণ কি? এখন এই কথাটা ভেবে দেখা অত্যন্ত জরুরী যে, মনের অশান্তির মূল কারণ কি? মনের অশান্তির মূল কারণ হলো - কর্মবন্ধনে আটকে যাওয়া। যতক্ষণ না মানুষ এই পাঁচ বিকারের কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাচ্ছে ততক্ষণ মানুষ এই অশান্তির হাত থেকেও মুক্তি পাবে না। যখন কর্মবন্ধন ছিল হয়ে যায় তখন মনের শান্তি অর্থাৎ জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে পারবে। এখন চিন্তা করতে হবে - এই কর্মবন্ধন ছিল হবে কীভাবে? আর তা ছিল করাবেন কে? এ তো আমরা জানি যে কোনো মনুষ্য আল্লাই অন্য কোনো মনুষ্য আল্লাকে মুক্তি দিতে পারে না। এই কর্মবন্ধনের হিসেব - নিকেশ ছিল করান একমাত্র পরমাত্মা, তিনি এসেই জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারা আমাদের কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করেন, এই কারণেই পরমাত্মাকে সুখদাতা বলা হয়। যতক্ষণ না প্রথমে এই জ্ঞান হয় যে আমি আল্লা, আমি প্রকৃতপক্ষে কার সন্তান, আমার প্রকৃত গুণ কি? যখন এই কথা বুদ্ধিতে এসে যাবে তখনই কর্মবন্ধন ছিল হবে। এখন এই জ্ঞান আমরা পরমাত্মার কাছেই প্রাপ্ত করি আর পরমাত্মার দ্বারাই কর্মবন্ধন মুক্ত হই। আচ্ছা। ওম শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান হলো মাখন আর ভক্তি হলো ঘোল। বাবা তোমাদেরকে জ্ঞান রুপী মাখন প্রদান করে বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। সেইজন্য কৃষ্ণের মুখে মাখন দেখানো হয়”

*প্রশ্নঃ - নিশ্চয়বুদ্ধি পরথ (লক্ষণ) কি কি? নিশ্চয়ের আধারে কি কি প্রাপ্ত হয়ে থাকে?

*উত্তরঃ - ১) নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চারা বহিঃ শিখায় সমর্পিত সত্যিকারের বহিঃপতঙ্গ হবে, ওরা কেবল আশেপাশে ঘুরবে না। যারা বহিঃ শিখায় সমর্পিত হয়ে যায়, তারাই রাজত্বে আসে। যারা কেবল ঘোরাঘুরি করে তারা প্রজাততে চলে যায়। ২) নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন বাচ্চরাই প্রতিজ্ঞা করে যে - চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আমি আমার ধর্মকে ত্যাগ করবো না। ওরা সত্যিকারের প্রীত বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে দেহ এবং দেহের সকল ধর্মকে ভুলে কেবল বাবাকেই স্মরণ করে।

*গীতঃ- ওই আকাশ সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসো....

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ। ভগবান বলা হয় নিরাকার পরমপিতাকে। ভগবানুবাচ কে বলেছেন? সেই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। নিরাকার বাবা উপবিষ্ট হয়ে নিরাকার আত্মাদেরকে বোঝাচ্ছেন। নিরাকার আত্মা এই শরীর রুপী কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা শোনে। আত্মাকে মেল কিংবা ফিমেল বলা যাবে না, আত্মাকে আত্মা-ই বলা হয়। স্বয়ং আত্মা-ই এই অরগ্য্যাক্সের দ্বারা বলে - আমি এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। সকল মানুষ-ই হলই ব্রাদার্স। যখন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা-র সন্তান সকলে, সেই হিসেবে সবাই পরস্পর হলো ভাই-ভাই। আর প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হিসাবে আমরা সবাই ভাই-বোন। এটাই সর্বদা সবাইকে বোঝাতে থাকে। ভগবান হলেন রক্ষক। তিনি ভক্তদেরকে ভক্তির ফল প্রদান করেন ।

বাবা বোঝাচ্ছেন, কেবল আমিই হলাম সকলের সদগতি দাতা। সকলকে শিক্ষক রূপে শ্রীমৎ দিই এবং সকলের সদগুরুও আমি। তাঁর কোনো বাবা, টিচার, কিংবা সন্ধুর নেই। প্রাচীন ভারতের রাজযোগ তো কেবল এই বাবা-ই শেখান, কৃষ্ণ শেখায় না। কৃষ্ণকে বাবা বলা হয় না। তাকে দিব্যগুণধারী স্বর্গের রাজকুমার বলা হয়। পতিত-পাবন সদগতিদাতা তো একজনকেই বলা হয়। এখন তো সকলেই দুঃখী, ব্রষ্টাচারী এবং পাপী আত্মা। এই ভারতই সত্যযুগে দিব্য এবং শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। তারপর এটাই ব্রষ্টাচারী আসুরিক রাজ্য হয়ে যায়। তখন সবাই বলে - হে পতিত-পাবন, তুমি এসে রামরাজ্য স্থাপন কর। সুতরাং এখন এটা হল রাবণরাজ্য। যদিও রাবণকে দহন করা হয়, কিন্তু কোনো বিদ্বান, আচার্য, পণ্ডিত রাবণকে জানে না। সত্য থেকে ত্রেতাযুগ পর্যন্ত রামরাজ্য আর দ্বাপর থেকে কলিযুগ পর্যন্ত রাবণরাজ্য। ব্রহ্মার দিন অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের দিন এবং ব্রহ্মার রাত অর্থাৎ বি.কে.দের রাত। এখন রাত শেষ হয়ে দিন আসছে। বিনাশ কালে বিপরীত (প্রীতিহীন) বুদ্ধির গায়ন রয়েছে। তিন রকমের সৈন্য রয়েছে। পরমপিতাকে মোস্ট বিলাভ ড গড ফাদার, ওশান অফ নলেজ ইত্যাদি বলা হয়। তাহলে তিনি অবশ্যই নলেজ দেবেন। তিনি হলেন সৃষ্টির চৈতন্য বীজ। সুপ্রিম সোল অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান। তবে তিনি সর্বব্যাপী নন। সর্বব্যাপী বললে তো তাঁর নিন্দা করা হয়। বাবা বলছেন, গ্লানি করতে করতে ধর্মগ্লানি হয়ে গেছে এবং ভারত কাঙাল, ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। এইরকম সময়েই আমাকে আসতে হয়। এই ভারতই হল আমার বার্থ প্লেস (জন্মভূমি)। সোমনাথের মন্দির, শিবের মন্দির সব এখানেই রয়েছে। আমি আমার জন্মভূমিটাকেই স্বর্গ বানাই। তারপর রাবণ নরক বানায়। অর্থাৎ রাবণের মত অনুসারে চলে নরকবাসী, আসুরিক সম্প্রদায় হয়ে গেছে। তারপর আমি তাদেরকে পরিবর্তন করে শ্রেষ্ঠাচারী দৈব সম্প্রদায় বানাই। এটা হল বিষয় সাগর, ওটা হল ক্ষীর সাগর। ওখানে সর্বদা ঘিয়ের নদী বহিত। সত্য এবং ত্রেতাযুগে ভারত সর্বদা সুখী এবং সলভেন্ট (সম্পত্তিবান) ছিল, হীরে-মানিকের মহল ছিল। এখন তো ভারত ১০০ শতাংশ ইনসালভেন্ট (দেউলিয়া) হয়ে গেছে। আমি এসেই ১০০ শতাংশ সলভেন্ট এবং শ্রেষ্ঠাচারী বানাই। এখন তো এতটাই ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে যে নিজের দিব্য-ধর্মটাকেই ভুলে গেছে।

এখন বাবা বসে থেকে বোঝাচ্ছেন যে ভক্তিমার্গ হলো ঘোল আর জ্ঞানমার্গ হলো মাখন। কৃষ্ণের মুখেই মাখন দেখানো হয়। অর্থাৎ সে নিশ্চয়ই বিশ্বের রাজা ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিল। বাবা এসে অসীমিতের উত্তরাধিকার দেন অর্থাৎ বিশ্বের মালিক বানান। কিন্তু নিজে মালিক হন না। যদি মালিক হই, তাহলে তো মায়ার কাছে পরাজিত হতেই হবে। মায়ার কাছে তোমরাই পরাজিত হও এবং তোমরাই আবার বিজয় লাভ করো। এই দুনিয়া ৫ বিকারের মধ্যে ফেঁসে

আছে। আমি এখন তোমাদেরকে মন্দিরে থাকার যোগ্য বানাচ্ছি। সত্যযুগ হলো অনেক বড় মন্দির। তাকে শিবালয় বলা হয়। অর্থাৎ শিববাবার দ্বারা স্থাপিত স্থান। কলিযুগকে বেশ্যালয় বলা হয়, এখানে সবাই বিকারী। বাবা এখন বলছেন, দেহের সকল ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। তোমাদের মতো বাচ্চাদের এখন বাবার সাথে প্রীতি রয়েছে। তোমরা আর অন্য কাউকে স্মরণ করো না। বিনাশকালে তোমারা প্রীত বুদ্ধি সম্পন্ন। তোমরা জানো যে পরমপিতা পরমাত্মাকেই শ্রী শ্রী ১০৮ বলা হয়। ১০৮ এর মালাও জপ করা হয়। উপরে রয়েছে শিববাবা। তারপর মাতা-পিতা অর্থাৎ ব্রহ্মা-সরস্বতী, তারপর আরো অনেক সন্তান যারা ভারতকে পবিত্র বানায়। রুদ্রাঙ্ক মালার গায়ন রয়েছে। রুদ্র যজ্ঞও বলা হয়। এটা অনেক বড় রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী যজ্ঞ। অনেক বছর ধরে চলছে। যত ধর্ম ইত্যাদি রয়েছে সব এই যজ্ঞে বিনাশ হয়ে যাবে। তবেই এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে। এ হলো অবিনাশী বাবার অবিনাশী যজ্ঞ। এতে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। অনেকে জিজ্ঞাস করে যে বিনাশ কবে হবে। আরে, যে স্থাপন করে তাকে তো আবার পালনও করতে হয়। এটা হলো শিববাবার রথ। শিববাবা এই রথের সারথি। এছাড়া আর কোনো ঘোড়া গাড়ির ব্যাপার নেই। ওরা তো বসে বসে ভক্তিমার্গের বিভিন্ন জিনিস বানিয়েছে। বাবা বলেন, আমি এই প্রকৃতিকে আধার নিয়ে থাকি।

বাবা বোঝাচ্ছেন, প্রথমে অব্যভিচারী ভক্তি ছিল, পরে কলিযুগের অন্তিমে একেবারে ব্যভিচারী হয়ে গেছে। তারপর বাবা এসে মাখন প্রদান করেন। কিন্তু রাবণরাজ্যে আবার ঘোল শুরু হয়ে যায়। এইগুলো সব বোঝার বিষয়। নতুন বাচ্চারা তো এইসব বিষয় বুঝবে না। পরমপিতা পরমাত্মাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। বাবা বলছেন, এই ভক্তিমার্গের দ্বারা কেউই আমাকে পায় না। আমি যখন আসি, তখনই আমি ভক্তদের ভক্তির ফল দিই। আমি লিবারেটর (মুক্তিদাতা) হয়ে সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে শান্তিধাম এবং সুখধামে নিয়ে যাই। নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্ত্রী, সংশয়বুদ্ধি বিনাশন্ত্রী। বাবা হলেন জ্যোতি। কোনো কোনো পতঙ্গ তাতে সম্পূর্ণ অর্পিত হয়ে যায়, কেউ কেউ আবার তার চারপাশে ঘোরাঘুরি করে চলে যায়। কিছুই বুঝতে পারে না। যেসব বাচ্চারা অর্পিত হয়ে যায়, তারাই বুঝতে পারে যে আমরা বরাবর বেহদের বাবার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাই। যারা কেবল ঘোরাঘুরি করে চলে যায়, তারা তো ক্রমানুসারে প্রজা হবে। যারা অর্পিত হয়ে যায়, তারাই ক্রমানুসারে উত্তরাধিকার পায়। পুরুষার্থের দ্বারা-ই প্রাপ্তি হয়। কেবল বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর। এরপর এই জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হয়ে যাবে এবং তোমাদের সদগতি হয়ে যাবে। সত্য কিংবা ত্রেতাযুগে কোনো গুরু-গোসাই থাকবে না। এখন সবাই সেই বাবাকে স্মরণ করে। কারণ তিনি হলেন ওশান অফ নলেজ। তিনি সকলের সদগতি করেন। তারপর হাহাকার বন্ধ হয়ে জয়জয়কার হয়ে যাবে। তোমরা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। তাই তোমরা এখন ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী হয়েছ। তোমরা এখন রচনা এবং রচয়িতার সমস্ত জ্ঞান শুনছ। এইগুলো কোনো সংশয়পূর্ণ কথা নয়। গীতা আসলে ভগবানের গাওয়া। কিন্তু এতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে খন্ডন করে দিয়েছে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন সকলের কল্যাণ করতে হবে। তোমরা হলে শিবশক্তি সেনা। বন্দে মাতরম্ গান করা হয়। বন্দনা তো কেবল পবিত্র আত্মার করা হয়। কন্যা পবিত্র হওয়ায় সবাই তার বন্দনা করে। কিন্তু শ্বশুর গৃহে গিয়ে যখন বিকারী হয়ে যায় তখন সে সকলের কাছে মাথা নত করে। সবকিছু পবিত্রতার ওপরেই নির্ভরশীল। ভারতে পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম ছিল। এখন অপবিত্র গৃহস্থ ধর্ম রয়েছে। কেবল দুঃখ আর দুঃখ। সত্যযুগে এইরকম হয় না। বাবা বাচ্চাদের জন্য হাতে করে স্বর্গ নিয়ে এসেছেন। ঘর-গৃহস্থ থেকেও বাবার কাছ থেকে জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার নিতে পারো। বাড়ি ঘর ত্যাগ করার কোনো ব্যাপার নেই। সন্ন্যাসীদের নিবৃত্তিমার্গ একেবারে আলাদা। এখন বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে - বাবা, আমি পবিত্র হয়ে অবশ্যই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হব। এরপর চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ধর্ম ত্যাগ করা যাবে না। ৫ বিকারকে দান করলেই মায়ার গ্রহণ কেটে যাবে এবং ১৬ কলা সম্পূর্ণ হবে। সত্যযুগে তো সবাই ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী...। এখন শ্রীমৎ অনুসারে চলে পুনরায় সেইরকম হতে হবে।

ভগবান হলেন দীননাথ। ধনী ব্যক্তি এই জ্ঞান বুঝতে পারবে না। কারণ ওরা মনে করে যে আমার তো অনেক সম্পত্তি রয়েছে, আমি তো স্বর্গেই রয়েছি। তাই যারা অবলা, অবোধ তারাই এই জ্ঞানকে নিয়ে থাকে। ভারত এখন গরিব। এদের মধ্যেও যারা গরিব এবং সাধারণ, তাদেরকেই বাবা আপন সন্তান বানান। ওদের ভাগ্যেই রয়েছে। সুদামার উদাহরণ কথিত আছে। ধনী ব্যক্তিদের তো বোঝার মতো সময়ই নেই। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের (ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি) কাছে কন্যারা গিয়ে বলতো যে অসীম জগতের বাবাকে জানলে আপনি হিরেতুল্য হয়ে যাবেন, আপনি ৭ দিনের কোর্স করুন। তিনি বলতেন, এটা তো খুবই ভালো কথা, কিন্তু রিটায়ার হওয়ার পরে করবো। আর রিটায়ার হওয়ার পরে বলতেন, আমার শরীর খারাপ। বড় বড় ব্যক্তিদের সময়ই থাকে না। আগে ৭ দিনের কোর্স করলে তবেই নারায়ণী নেশা আসবে। এমনি এমনি তো হবে না। ৭ দিনের পরেই বোঝা যায় যে এই ব্যক্তি যোগ্য কি না। যদি যোগ্য হয়, তাহলে পুরুষার্থ করে

পড়াশুনা করতে লেগে যাবে। যতক্ষণ না এই ভাড়িতে পাকাপাকি ভাবে রঙ লাগছে, ততক্ষণ বাইরে গেলেই রঙ একেবারে মিলিয়ে যায়। তাই পাকাপাকি ভাবে রঙ লাগাতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শিবশক্তি হয়ে বিশ্বের কল্যাণ করতে হবে। পবিত্রতার আধারে কড়িতুল্য মানুষদেরকে হিরেতুল্য বানাতে হবে।

২) শ্রীমতে চলে বিকার গুলির দান করে সম্পূর্ণ নির্বিকারী ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে হবে। বহিঃশিখার উপরে সমর্পিত বহিঃপতঙ্গ হতে হবে।

বরদান:- পরিস্থিতি গুলিকে সাইড সীন মনে করে অতিক্রমকারী স্মৃতি স্বরূপ সমর্থ আত্মা ভব স্মৃতি স্বরূপ আত্মা সমর্থ হওয়ার কারণে পরিস্থিতি কে খেলা মনে করে। যত বড় পরিস্থিতিই হোক না কেন সমর্থ আত্মার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এই পরিস্থিতি গুলি সব পথের সাইড সীন। লোকেরা পয়সা খরচ করে সাইড সীন দেখতে যায়। সুতরাং স্মৃতি স্বরূপ সমর্থ আত্মার জন্য পরিস্থিতি বলো, পেপার বলো, বিল্ল বলো সব সাইড সীন। আর স্মৃতিতে আছে যে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সাইড সীন অসংখ্য বার অতিক্রম করে এসেছি, নাথিং নিউ।

স্লোগান:- অন্যদের কারেকশন করার পরিবর্তে বাবার সাথে কানেকশন জুড়ে নাও তাহলেই বরদানের অনুভূতি হতে থাকবে।

মাতেশ্বরীজীর মধুর মহাবাক্য :-

“কেবল ‘ওম্’ শব্দ উচ্চারণ করে কোনো লাভ নেই”

ওম্ শব্দকে বারবার উচ্চারণ করা মানে ওম্ জপ করা। যে সময় ওম্ শব্দ উচ্চারণ করছে, তো ওম্ এর অর্থ এটা নয় যে কেবল ওম্ এর উচ্চারণ করো। কেবল ওম্ শব্দ উচ্চারণ করলে জীবনে কোনো লাভ হয় না। ওম্ শব্দের অর্থ স্বরূপে স্থির হলে, ওম্ শব্দের অর্থকে জানলেই মানুষ শান্তি প্রাপ্ত করে। মানুষ তো অবশ্যই চায় যে আমি শান্তি পাই। শান্তি স্থাপনের জন্য অনেক সন্মেলনও করে। কিন্তু তার রেজাল্ট এমন হয় যেটা আরো দুঃখ এবং অশান্তির কারন হয়ে যায়। এর প্রধান কারণ এটাই যে মনুষ্যাত্মা যতক্ষণ না ৫ বিকারকে নষ্ট করছে, ততক্ষণ দুনিয়ায় কখনোই শান্তি স্থাপন হবে না। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে আগে নিজের ৫ বিকারকে বশীভূত করতে হবে এবং পরমাত্মার সাথে নিজের অর্থাৎ আত্মার সংযোগ স্থাপন করতে হবে। তাহলেই শান্তি স্থাপন হবে। তাই মানুষ নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করুক যে আমি কি আমার পাঁচ বিকারকে নষ্ট করেছি? ওদের ওপরে বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করেছি? যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে আমি আমার ৫ বিকারকে কিভাবে বশ করব, তখন তাদেরকে বলা হয় যে প্রথমে জ্ঞান এবং যোগের ধূপ জ্বালাও। সেই সঙ্গে পরমপিতা পরমাত্মার মহাবাক্য হল - আমার সাথে বুদ্ধি যুক্ত করে, আমার শক্তি নিয়ে আমাকে অর্থাৎ সর্বশক্তিমান প্রভুকে স্মরণ করলে বিকারগুলো ক্রমশঃ দূর হতে থাকবে। এখন এতখানি সাধনা চাই যে, স্বয়ং পরমাত্মা এসে আমাদেরকে এসে শেখাচ্ছেন। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের বিচার-বুদ্ধিকে এত শুদ্ধ এবং স্বচ্ছ করে, যাতে শ্রীমংকে যথাযথ ভাবে ধারণ করে বাবার নাম উচ্ছ্বল করতে পারো”

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের কোন্ অবস্থাই বাবাকে শো' (প্রত্যক্ষতা) করাবে?

*উত্তরঃ - বাচ্চাদের অবস্থা যখন নিরন্তর হাসিখুশি, অচল-অটল, স্থির এবং অলৌকিক নেশায় পরিপূর্ণ থাকবে, তখনই বাবার শো' (প্রত্যক্ষতা) করতে পারবে। এইরকম একরস অবস্থা সম্পন্ন সচেতন বাচ্চারা ই সবাইকে যথাযথ ভাবে বাবার পরিচয় দিতে পারবে।

*গীতঃ- মরণ তোমার পথেই...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনলো। বলা হয় - তোমার দুয়ারে এসেছি জীবিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করতে। কার দুয়ারে এসেছি? এক্ষেত্রেও এটাই বোঝা যায় যে গীতার ভগবান কৃষ্ণ হলে এইরকম কথা বলা হত না। কৃষ্ণ তো এখানে থাকতে পারেন না। তিনি তো সত্যযুগের প্রিন্স। কৃষ্ণ কোনো গীতা শোনাননি। গীতা শুনিয়েছেন পরমপিতা পরমাত্মা। সবকিছু এই একটা বিষয়ের ওপরেই নির্ভরশীল। ভক্তিমার্গে তোমরা কতকিছু করতে। কিন্তু সেইসব করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এইগুলো তো এক সেকেন্ডের বিষয়। কেবল এই একটা বিষয় প্রমাণ করার জন্যই বাবাকে কত পরিশ্রম করতে হয়। কত নলেজ দিতে হয়। স্বয়ং ভগবান যে প্রাচীন জ্ঞান দিয়েছিলেন, সেটাই হল আসল জ্ঞান। সবকিছুই গীতা সম্বন্ধীয়। পরমপিতা পরমাত্মা এসেই দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করার জন্য জ্ঞান এবং সহজ রাজযোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেটা এখন লুপ্তপ্রায়। মানুষ তো মনে করে যে কৃষ্ণ পুনরায় এসে গীতা শোনাবেন। কিন্তু গোলার চিত্র দেখিয়ে তোমাদেরকে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে হবে যে এই গীতাজ্ঞান আসলে জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মা দিয়েছেন। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য আলাদা, আর পরমপিতা পরমাত্মা-র মাহাত্ম্য আলাদা। কৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রিন্স, যিনি সহজ রাজযোগ শিখে রাজ্য ভাগ্য পেয়েছিলেন। পড়াশোনা করার সময়ে তার নাম-রূপ অন্যরকম ছিল, আর যখন সে রাজ্য ভাগ্য পেয়েছিল, তখন অন্যরকম ছিল। এইসব বিষয় প্রমাণ করে বোঝাতে হবে। কৃষ্ণকে কখনোই পতিত-পাবন বলা যাবে না। কেবল বাবা-ই হলেন পতিত-পাবন। এখন শ্রীকৃষ্ণের আত্মা পুনরায় রাজযোগ শিখে ভবিষ্যতের নুতন দুনিয়ার প্রিন্স হচ্ছেন। এটা প্রমাণ করার জন্যই যুক্তির প্রয়োজন। ফরেনারদেরকেও এটা প্রমাণ করে বোঝাতে হয়। গীতাই হল নম্বর ওয়ান। গীতাই হল সকল শাস্ত্রের জননী। কিন্তু এই মাতার জন্ম কিভাবে হয়েছে? পিতাই তো মাতাকে অ্যাডপ্ট করে। গীতাজ্ঞান কে শুনিয়েছিলেন? এমন নয় যে যীশুখ্রীষ্ট বাইবেলকে অ্যাডপ্ট করেছিল। যীশুখ্রীষ্ট যে শিক্ষাগুলো দিয়েছিল, সেগুলোকে নিয়েই বাইবেল বানিয়ে অধ্যয়ন করে। তাহলে গীতার জ্ঞান কে দিয়েছিলেন, যেটাকে পরবর্তীকালে বই বানিয়ে পাঠ করা হয়? এর উত্তর কেউই জানে না। অন্যান্য সকল শাস্ত্রের ব্যাপারে জানে। কিন্তু এই সহজ রাজযোগের শিক্ষা কে দিয়েছিলেন, সেটাই প্রমাণ করতে হবে। দুনিয়া তো দিনে দিনে আরো তমোপ্রধান হচ্ছে। এইসব কথা কেবল স্বচ্ছ বুদ্ধিতেই ধারণ হবে। যে শ্রীমং অনুসারে চলে না, তার ধারণা হবে না। শ্রীমং তো এটাই বলবে যে তুমি একদম বোঝাতে পারো না। নিজেকে কখনো জ্ঞানী মনে করো না। আগে তো এই মুখ্য বিষয়কে প্রমাণ করতে হবে যে গীতার ভগবান হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। দুনিয়ার মানুষ তো তাঁকে সর্বব্যাপী, ব্রহ্মতত্ত্ব অথবা সাগরের মতো বলে দেয়। যা মুখে আসে তাই বলে দেয়। সবই অর্থহীন। সমস্ত ভুল গীতা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। কারণ কৃষ্ণকে গীতার ভগবান বলে দিয়েছে। তাই বোঝানোর জন্য প্রয়োজনে গীতার সাহায্য নিতে হবে। বেনারসের গুপ্তাজীকেও বলা হতো যে বেনারসেও এটা প্রমাণ করে বোঝাও যে কৃষ্ণ গীতার ভগবান নয়। বিভিন্ন ধরনের সম্মেলন হয়। তাতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ উপস্থিত হয়ে শান্তি স্থাপনের উপায় খোঁজে। কিন্তু শান্তি স্থাপন করা তো ওইসব পতিত মানুষদের হাতে নেই। পতিত-পাবনকেই আহ্বান করা হয়। তাই ওইসব পতিতরা কিভাবে শান্তি স্থাপন করতে পারবে? হয়তো সকলেই আহ্বান করে, কিন্তু পতিত থেকে পবিত্র বানাতে সক্ষম সেই বাবাকে কেউই জানে না। ভারত আগে পবিত্র ছিল, এখন পতিত হয়ে গেছে। তাহলে পতিত-পাবন কে? এটা কারোর বুদ্ধিতে আসে না। বলে দেয় - রঘুপতি রাঘব...। কিন্তু এটা ওই রামের বিষয় নয়। মিথ্যা আহ্বান করে। কিছুই জানে না। কে গিয়ে এইসব বিষয় বোঝাবে? খুব ভালো বাচ্চা দরকার। বোঝানোর জন্য খুব ভালো যুক্তির প্রয়োজন। বড় গোলার চিত্রও বানানো হয়েছে যার দ্বারা প্রমাণিত হবে যে স্বয়ং ভগবান এই গীতা রচনা করেছেন। ওরা তো বলে যে সকলেই ভগবান। বাবা বলছেন, তোমরা আসলে অবোধ। আমি এসে পবিত্র রাজ্য স্থাপন করলাম, আর আমার বদলে শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। পতিতকেই পবিত্র বানিয়ে প্রথম প্রিন্স বানাই। ভগবানুবাচ -

আমি কৃষ্ণের আত্মাকে অ্যাডস্ট করে ব্রহ্মা বানিয়ে তার দ্বারা জ্ঞান দিই। এরপর সে এই জ্ঞানের দ্বারা সত্যযুগের ফাস্ট প্রিন্স হয়ে যায়। এইসকল বিষয় অন্য কারোর বুদ্ধিতে নেই।

তোমাদেরকে আগে এই ভুলটিকে প্রমাণ করতে হবে এবং বোঝাতে হবে যে শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা হল সকল শাস্ত্রের মাতা-পিতা। গীতার রচয়িতা কে? যেমন খ্রীশ্চীষ্ট বাইবেলের জন্ম দিয়েছেন। তাই ওটা হল খ্রিস্টান ধর্মের শাস্ত্র। তাহলে বাইবেলের পিতা কে? খ্রীশ্চীষ্ট। ওখানে কিন্তু মাতা-পিতা বলা হবে না। ওই ক্ষেত্রে তো মাদারের কোনো ভূমিকাই নেই। এখানে এনারা হলেন মাতা-পিতা। কৃষ্ণের ধর্মের সাথে খ্রিস্টানরা রেস করেছে। ওরা খ্রীশ্চীষ্টকে মানে। গৌতম বুদ্ধও ধর্ম স্থাপন করেছিল। তাই বৌদ্ধদেরও শাস্ত্র রয়েছে। কিন্তু গীতার জ্ঞান কে শুনিয়েছিলেন? সেটা থেকে কোন্ ধর্ম স্থাপন হয়েছিল? এইসব কথা কেউই জানে না। কখনোই এইরকম বলে না যে পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা এই জ্ঞান দিয়েছেন। এখন এমনভাবে গোলার (সৃষ্টিচক্র) ছবি বানানো হয়েছে, যার দ্বারা বোঝা যাবে যে পরমপিতা পরমাত্মা-ই হলেন গীতা-জ্ঞান-দাতা। রাধা-কৃষ্ণ তো সত্যযুগে থাকবে। তারা তো নিশ্চয়ই নিজেকে নিজেই জ্ঞান দেয়নি। জ্ঞান দেওয়ার জন্য অন্য কাউকে প্রয়োজন। কেউ না কেউ তো আছেন, যিনি তাদেরকে উত্তীর্ণ করিয়েছেন। এই রাজস্ব প্রাপ্ত করার জ্ঞান কে দিলেন? আপনা-আপনি তো ভাগ্য তৈরি হয়নি। হয় বাবার দ্বারা অথবা টিচারের দ্বারা ভাগ্য তৈরি হয়। বলা হয়, গুরু গতি করেন। কিন্তু এই গতি-সদগতি কথার অর্থও বোঝে না। যারা প্রবৃত্তি মার্গের, তাদের সদগতি হয়। গতি মানে - সবাই বাবার কাছে ফিরে যায়। এইসব কথা কেউই বোঝে না। ওরা তো ভক্তিমার্গে অনেক বড় বড় দোকান খুলে বসে আছে। এই একটাই হল সত্যিকারের জ্ঞানমার্গের দোকান। বাকি সব ভক্তিমার্গের দোকান। বাবা বলেন, এই সমস্ত বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি সব ভক্তিমার্গের সামগ্রী। এইরকম জপ-তপ করলে কিংবা বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে আমি প্রাপ্ত হই না। আমি তো বাচ্চাদেরকে জ্ঞান প্রদান করে পবিত্র বানাই। আমি হলাম সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গতিদাতা। ভায়া গতি হয়ে, আমাদেরকে সদগতিতে যেতে হবে। সবাই তো সত্যযুগে আসবে না। এই ড্রামা তো বানানোই আছে। আগের কল্পে তোমাদেরকে যা যা শিখিয়েছিলাম, যেসব ছবি বানানো হয়েছিল, সেইগুলোই আবার রিপিট হচ্ছে।

মানুষ বলে, তিনটে ধর্মের পায়ায় এই সৃষ্টি দাঁড়িয়ে আছে। দেবী-দেবতা ধর্ম রূপী একটা পায়্যা ভেঙে গেছে। তাই এই সৃষ্টির টাল-মাটাল অবস্থা। আগে কেবল একটাই রাজস্ব ছিল যাকে অদ্বৈত রাজ্য বলা হত। পরে ওই একটা পায়্যা লুপ্ত হয়ে তিনটে পায়্যা হয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে একটুও শক্তি নেই। নিজেদের মধ্যে কেবল লড়াই ঝগড়া লেগে থাকে। নাথকেই জানে না। তাই অনাথ হয়ে গেছে। বোঝানোর জন্য ভালো যুক্তির প্রয়োজন। প্রদর্শনীতেও এটা বোঝাতে হবে যে গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয়, পরমপিতা পরমাত্মা। এই ভারতই হলো তাঁর জন্মভূমি। কৃষ্ণ তো সাকার শরীরধারী। কিন্তু তিনি হলেন নিরাকার। তাঁর মহাস্ব্য একেবারে আলাদা। এমনভাবে যুক্তি সহকারে কার্টুন বানাতে হবে যাতে প্রমাণিত হয় যে গীতা জ্ঞান কে দিয়েছেন? অন্ধ মানুষের সামনে বড় আয়না রাখতে হবে। খুব বেশি গভীরে যাওয়ার দরকার নেই। সব থেকে কড়া ভুল হলো এটাই। পরমপিতা পরমাত্মা-র মহাস্ব্য সবথেকে আলাদা। কিন্তু তার বদলে কৃষ্ণের মহিমা করেছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবির নীচে রাধা-কৃষ্ণের ছবি আছে। এরাই বড় হয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগে এবং রাম-সীতা ত্রেতাযুগে ছিল। শ্রীকৃষ্ণই হল প্রথম সন্তান। তাকেই আবার দ্বাপরযুগে নিয়ে গেছে। ভক্তিমার্গে এইগুলো হওয়ার ছিল। বিদেশী মানুষেরা এই বিষয়ে অতটা জানে না। ড্রামা অনুসারে কারোর কাছেই এই জ্ঞান নেই। বলা হয়- জ্ঞান হলো দিন, আর ভক্তি হল রাত্রি। ব্রহ্মার দিন, আর ব্রহ্মার রাত্রি। সত্যযুগ কে স্থাপন করেন? ব্রহ্মা-ই বা এলেন কোথা থেকে? সূক্ষ্মবতনে ব্রহ্মা কিভাবে এলেন? পরমপিতা পরমাত্মা-ই এই সূক্ষ্মসৃষ্টি রচনা করেন। ওখানে ব্রহ্মাকে দেখানো হয়। কিন্তু ওখানে তো ব্রহ্মা প্রজাপিতা নন। তাহলে প্রজাপিতা ব্রহ্মা নিশ্চয়ই অন্য কেউ। তিনি কোথা থেকে এলেন, সেটা কেউই বুঝতে পারে না। কৃষ্ণের অন্তিম জন্মে পরমাত্মা ওনাকে নিজের রথ বানিয়েছেন। এই জ্ঞান কারোর বুদ্ধিতেই নেই।

এ হলো এক মহান ক্লাস। টিচার তো অবশ্যই বুঝতে পারে যে কোন্ স্টুডেন্ট কেমন। তাহলে কি বাবা বুঝতে পারবেন না? এটা হলো অসীম জগতের বাবার ক্লাস। এখানকার ব্যাপার একেবারে আলাদা। শাস্ত্রতে তো প্রলয় ইত্যাদি দেখিয়েছে এবং অনেক সংশয়পূর্ণ কথাবার্তা লিখে দিয়েছে। ওদের অনেক অহংকার রয়েছে। কেমন ভাবে বসে রামাই, মহাভারত ইত্যাদি শোনায়। কৃষ্ণ তো গীতা শোনায়নি। সে গীতাজ্ঞান শুনে রাজস্ব পেয়েছিল। প্রমাণ করে বোঝাতে হবে যে ইনি হলেন গীতার ভগবান। এইগুলো হলো এনার গুণ আর এইগুলো হলো কৃষ্ণের গুণ। এইসব ভুলগুলোর জন্যই ভারত আজ কড়িতুল্য হয়ে গেছে। তোমরা মাতা-রা দুনিয়ার মানুষকে বোঝাতে পারো যে, তোমরা এতদিন বলতে যে মাতা-রা হল নরকের দ্বার। কিন্তু পরমাত্মা তো জ্ঞানের কলস মাতাদের ওপরেই রেখেছেন। তাই মাতা-রাই হল স্বর্গের দ্বার। তোমরা এতদিন কেবল নিন্দাই করেছে। কিন্তু যে বলবে তাকে খুব হুঁশিয়ার হতে হবে। সমস্ত পয়েন্ট নোট করে বোঝাতে হবে।

ভক্তিমার্গ আসলে গৃহীদের জন্য। এটা হল প্রবৃত্তি মার্গের সহজ রাজযোগ। আমরা প্রমাণ করে বোঝানোর জন্য এসেছি। বাচ্চাদেরকে শো' (প্রত্যক্ষতা) করতে হবে। সর্বদা হাসিখুশি, অচঞ্চল, স্থির এবং অলৌকিক আনন্দে থাকতে হবে। ভবিষ্যতে অবশ্যই মাহাত্ম্য প্রকাশ পাবে। তোমরা সবাই ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। তাদেরকেই কুমারী বলা যাবে, যারা বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করায়। কুমারীদের মাহাত্ম্য অনেক বেশি। মাম্মা হলেন মুখ্য কুমারী। চাঁদের কাছাকাছি তো বড় নক্ষত্রও প্রয়োজন। ইনি হলেন জ্ঞানসূর্য। আর ইনি হলেন গুপ্ত মাম্মা, এই মাম্মা হলেন আলাদা (জ্ঞান সূর্য = শিব, যিনি হলেন বাবা, চাঁদ = ব্রহ্মা, যিনি হলেন মা)। তোমরা বাচ্চারাই এই রহস্যটা বুঝে তারপর অন্যদের বোঝাতে পারবে। ওই মাম্মার নাম আলাদা। তারই মন্দির রয়েছে। এই গুপ্ত বৃদ্ধা মায়ের (ব্রহ্মা মা) কোনো মন্দির নেই। এই মাতা-পিতা কস্মাইন্ড থাকেন। এটা দুনিয়ার মানুষ জানে না। কৃষ্ণ তো এখানে থাকতে পারে না। সে তো সত্যযুগের প্রিন্স। কৃষ্ণের মধ্যে ভগবান আসতে পারে না। খুব সহজেই বোঝানো যায়। গীতার ভগবানের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি হলেন পতিত-পাবন, সমগ্র দুনিয়ার গাইড এবং মুক্তিদাতা। ছবি দেখেই মানুষ বুঝতে পারবে যে পরমাত্মার মাহাত্ম্য অবশ্যই আলাদা। সকলেই এক - এটা তো কখনোই সম্ভব নয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের অচল-অটল, এবং অলৌকিক আনন্দে পরিপূর্ণ অবস্থা বানাতে হবে। সর্বদা হাসিখুশি মুখে থাকতে হবে।

২) জ্ঞানের শুদ্ধ নেশাতে থেকে বাবার শো' (প্রত্যক্ষতা) করাতে হবে। গীতার ভগবানকে প্রমাণিত করে বাবার সত্যিকারের পরিচয় দিতে হবে।

বরদান:- স্মৃতি স্বরূপ হয়ে বিস্মৃতদের স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়ে প্রকৃত সেবাধারী ভব
নিজের স্মৃতি স্বরূপ ফিচার্সের দ্বারা অন্যদেরও স্মৃতি স্বরূপ বানানো, এটাই হলো প্রকৃত সেবা। তোমাদের ফীচার্স অন্যদের স্মৃতি যেন ফিরিয়ে দেয় যে, আমি হলাম আত্মা, ললাটে যেন দেখতে পায় ঝলমলে আত্মা বা মণিকে। যেমন সাপের মণি দেখে সাপের প্রতি কারোর মনোযোগ যায় না, তেমনই অবিনাশী ঝলমলে উজ্জ্বল মণিকে দেখে দেহ বোধ যেন ভুলে যায়, অ্যাটেনশান যেন স্বতঃতই আত্মার প্রতি যায়। বিস্মৃতদের যেন স্মৃতি ফিরে আসে -- তখনই বলা হবে প্রকৃত সেবাধারী।

স্লোগান:- অবগুণ ধারণকারী বুদ্ধির নাশ করে সতোপ্রধান দিব্য বুদ্ধি ধারণ করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের রুহানী পান্ডা হয়ে যাত্রা করতে হবে ও করাতে হবে, স্মরণ-ই হলো তোমাদের যাত্রা, স্মরণ করতে থাকো তাহলেই খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকবে"

*প্রশ্নঃ - নিরাকারী দুনিয়ায় গেলেই কোন্ সংস্কারটি সমাপ্ত হয়ে যায় এবং কোন্ সংস্কারটি রয়ে যায় ?

*উত্তরঃ - সেখানে জ্ঞানের সংস্কার সমাপ্ত হয়ে যায়, প্রালঙ্কের সংস্কার রয়ে যায়। যে সংস্কার গুলির আধারে তোমরা, বাচ্চারা সত্যযুগে প্রালঙ্ক ভোগ করো, সেখানে আবার পড়াশোনার বা পুরুষার্থের সংস্কার থাকে না। প্রালঙ্ক প্রাপ্ত হয়ে গেলে তখন জ্ঞান অবলুপ্ত হয়ে যায়।

*গীতঃ- রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ো না....

ওম্ শান্তি । এখানে সম্মুখে শিব ভগবানুবাচ রয়েছে । গীতায় দেখানো হয় - শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ কিন্তু কৃষ্ণ তো সেই নাম-রূপে সম্মুখে হতে পারবেন না। ইনি তো সম্মুখে বলেন, নিরাকার ভগবানুবাচ। কৃষ্ণ উবাচ বললে তো সাকার হয়ে যাবে। যারা বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে, তারা এমন বলবে না যে ভগবানুবাচ, কারণ সাধু, সন্ন্যাসী, মহাত্মা ইত্যাদি সব সাকারে বসে আছে। এরপর বাবা বলেন - হে রুহানী পথিক। রুহানী পিতা নিশ্চয়ই রুহ অর্থাৎ আত্মাদের বলবেন যে বাচ্চারা, ক্লান্ত হয়ো না। যাত্রায় যখন কেউ ক্লান্ত হয়ে যায় তো ফিরে আসে। সেটা হলো দৈহিক যাত্রা। বিভিন্ন মন্দিরে দৈহিক তীর্থ যাত্রা করতে যাওয়া হয়। কেউ শিবের মন্দিরে যায়, সেখানে সব দৈহিক চিত্র রাখা থাকে ভক্তি মার্গের। এখানে তো সুপ্রিম রুহ বা সুপ্রিম আত্মা পরম পিতা পরমাত্মা আত্মাদের বলেন যে হে বাচ্চারা, এবারে একমাত্র আমার সঙ্গে বুদ্ধি যোগ লাগাও এবং জ্ঞানও প্রদান করেন। তীর্থ স্থানে ব্রাহ্মণরা বসে কথা কীর্তন করে। তোমাদের তো একটি সত্য নারায়ণের কথা আছে, নর থেকে নারায়ণ হওয়ার। তোমরা জানো প্রথমে সুইট হোম যাবো তারপরে বিষ্ণুপুরীতে আসবো। এই সময় তোমরা আছো ব্রহ্মাপুরীতে, যাকে পিতৃ গৃহ বলা হয়। তোমাদের কাছে কোনো গহনা ইত্যাদি কিছুই নেই কারণ তোমরা আছো পিতৃ গৃহে। তোমরা জানো শ্বশুর গৃহে আমরা অসীম সুখের অধিকারী হবো। এখানে কলিযুগী শ্বশুর গৃহে তো অসীম দুঃখ আছে। তোমাদের তো যেতে হবে ঐ পারে সুখধামে। এখান থেকে ট্রান্সফার হতে হবে। বাবা সবাইকে চোখের পাতায় বসিয়ে নিয়ে যান। দেখানো হয়েছে কিনা কৃষ্ণের পিতা কৃষ্ণকে ঝুড়িতে বসিয়ে ঐ পারে নিয়ে গেছে সুতরাং ইনি অসীম জগতের পিতা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের ঐ পারে শ্বশুর ঘরে নিয়ে যান। প্রথমে নিজের নিরাকারী ঘরে নিয়ে যাবেন তারপরে শ্বশুর ঘরে পাঠিয়ে দেবেন। তখন সেখানে গিয়ে এইসব কথা পিতার গৃহ, শ্বশুর গৃহের কথা ভুলে যাবে। সেটা হল নিরাকারী পিতার গৃহ, সেখানে এই জ্ঞান বিস্মৃত হয়, নলেজের সংস্কার বেরিয়ে যায়, বাকি পড়ে থাকে প্রালঙ্কের সংস্কার। তখন বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের কেবল প্রালঙ্ক-ই স্মরণে থাকে। প্রালঙ্ক অনুসারে গিয়ে সুখের জন্ম নেবে। সুখধামে যেতে হবে। প্রালঙ্ক প্রাপ্ত হলেই জ্ঞান শেষ। তোমরা জানো প্রালঙ্কের সময় আবার সেই অ্যাক্ট চলবে। তোমাদের সংস্কার হয়ে যাবে প্রালঙ্কের। এখন হল পুরুষার্থের সংস্কার। এমন নয় পুরুষার্থ ও প্রালঙ্ক দুইয়ের সংস্কার সেখানে থাকবে। না, সেখানে এই জ্ঞান থাকবে না। সুতরাং এ হলো তোমাদের আত্মিক (রুহানী) যাত্রা, তোমাদের চিহ্ন পান্ডা হলেন বাবা। যদিও তোমরাও রুহানী পান্ডা হয়ে সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। তারা হল দৈহিক পান্ডা, তোমরা হলে রুহানী পান্ডা। তারা অমরনাথে খুব ধুমধাম করে যায়, দলে দলে বিশেষ করে অমরনাথে। বাবা দেখেছেন কত সাধু সন্ন্যাসীরা বাজনা ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে যায়। সঙ্গে ডাক্তারও নিয়ে যায় কারণ সেখানে তখন খুব ঠান্ডার সময়। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তোমাদের যাত্রা তো হলো খুব সহজ। বাবা বলেন স্মরণে থাকা-ই হলো তোমাদের যাত্রা। স্মরণ হলো মুখ্য। বাচ্চারা স্মরণ করতে থাকলে তো খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকবে। সাথে অন্যদেরও যাত্রায় নিয়ে যেতে হবে। এই যাত্রা একবারই করা হয়। দৈহিক যাত্রা তো ভক্তি মার্গে আরম্ভ হয়। তাও প্রারম্ভে শুরু হয় না। এমন নয় হঠাৎ করে মন্দির, চিত্র ইত্যাদি নির্মাণ হবে। সেসব তো ধীরে ধীরে বহু কাল ধরে সময় তৈরি হয়েছে। সর্ব প্রথমে শিবের মন্দির তৈরি হবে। তারাও প্রথমে সোমনাথের মন্দির তৈরি করে তখন আর কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন থাকেনা। এইসব মন্দির ইত্যাদি পরে তৈরি হয়েছে, সময় লাগে। তারপরে ধীরে ধীরে নতুন শাস্ত্র, নতুন চিত্র, নতুন মন্দির ইত্যাদি তৈরি হয়। সময় লাগে কারণ পড়ার জন্য মানুষও তো চাই তাইনা। মঠ ইত্যাদি যখন বৃদ্ধি হবে, তখন চিন্তা ভাবনা করা হবে শাস্ত্র তৈরি করবার। সুতরাং এত এত তীর্থ স্থান, মন্দির, চিত্র ইত্যাদি তৈরি হয়েছে, সময় তো লাগবে তাইনা ! যদিও বলা হয় যে ভক্তিমার্গ দ্বাপর থেকে শুরু হয় কিন্তু সময় তো লাগে, তাই না ! তারপরে আত্মার কলা অর্থাৎ গুণ বা কোয়ালিটি কমতে থাকবে। প্রথমে অব্যভিচারী ভক্তি, তারপরে ব্যভিচারী ভক্তি হয়ে যায়। এইসব কথা ভালোভাবে চিত্র দ্বারা প্রমাণ করে বলা হয়।

যারা বুঝতে পারে তাদের বুদ্ধিতে এই চলতে থাকবে যে এমন এমন চিত্র তৈরি হোক, এইভাবে বোঝানো হোক। সবার বুদ্ধিতে চলবে না। নম্বর অনুসারে তো আছেই। কারো যদি বুদ্ধি না চলে তবে পদ মর্যাদাও তেমনই প্রাপ্ত হবে। বোঝা যায় - এর পদ কি হবে? যত এগোবে তোমরা তত বুঝতে পারবে। যখন যুদ্ধ ইত্যাদি লাগবে তখন প্রাক্টিক্যাল দেখবে। তখন খুব দুঃখ হবে। সেই সময় তো এই রুহানী পড়া হবে না। যুদ্ধের সময় হাহাকার হবে, কিছুই শুনতে পারবেনা। কি হবে তা জানা নেই। পার্টিশনের সময় কি হয়েছিল, দেখেছিলে তাই না! বিনাশের এই সময়টি খুব কঠিন। হ্যাঁ, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি অনেক হবে, ফলে জানতে পারবে কত পড়া করেছে। খুব দুঃখ হবে এবং সাক্ষাৎকারও হবে - দেখা পড়া ছেড়ে দিয়ে তোমাদের এই অবস্থা হয়েছে। ধর্মরাজ সাক্ষাৎকার না করিয়ে সাজা দেবেন কিভাবে? সবকিছু সাক্ষাৎকার করাবেন। তখন কিছুই করার থাকবে না। বলবে হায় আমার ভাগ্য। কিছু উপায় করার সময় তো চলে যাবে। তাই বাবা বলেন এখনই পুরুষার্থ কেন করো তোমরা। সার্ভিস করলেই বাবার হৃদয়ে স্থান পাবে। বাবা বলেন অমুক বাচ্চারা ভালো সার্ভিস করে। মিলিটারিতে সৈনিক মারা গেলে তাদের আত্মীয় স্বজনের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এখানে তোমাদের পুরস্কার প্রদান করেন অসীম জগতের বাবা। বাবার কাছে ২১ জন্মের জন্যে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। এই কথা তো প্রত্যেকের নিজের হৃদয়ে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে আমি কতখানি পড়াশোনা করি। ধারণা হয় না অর্থাৎ ভাগ্যে নেই। বলবে কর্ম এমন করেছে। খুব খারাপ কর্ম যারা করে তারা কিছুই প্রাপ্ত করতে পারবে না।

বাবা বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের এই আত্মিক যাত্রায় নিজের সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে আনতে হবে। তোমাদের কর্তব্য হলো প্রত্যেককে এই যাত্রার কথা জানানো। বলা, আমাদের এ হল আত্মিক যাত্রা। ওটা হল দৈহিক যাত্রা। দেখানো হয় যে, রেপ্তনের দিকে একটি ছম্ ছম্ পুকুর আছে, যেখানে স্নান করলে পরী হয়ে যায়। কিন্তু কেউ পরী ইত্যাদি তো হয়না। এ হল জ্ঞান স্নান করার কথা, যার দ্বারা তোমরা বহিস্তের বিবি (স্বর্গের পরী) হয়ে যাও এবং জ্ঞান-যোগবলের দ্বারা বৈকুণ্ঠ আসা যাওয়া তো তোমাদের জন্যে কমন ব্যাপার। তোমাদের বাধা দেওয়া হয়, ক্ষণে ক্ষণে ধ্যানে (ট্রান্সে) যেও না, অভ্যাস হয়ে যাবে। সুতরাং এ হলো জ্ঞানের মান সরোবর, পরম পিতা পরমাত্মা এসে এই মনুষ্য তন এর দ্বারা জ্ঞান প্রদান করেন, তাই মান সরোবর বলা হয়। মান সরোবর শব্দটি সাগর থেকে বের হয়েছে। জ্ঞান সাগরে স্নান করা তো ভালো কথা। স্বর্গের রানীকে মহারানী বলা হয়। বাবা বলেন যে তোমরাও স্বর্গের মালিক হও। বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ থাকে। সকলের জন্যে দয়া অনুভব হয়, সাধু সন্ন্যাসীদের জন্যেও দয়া অনুভব হয়। এই কথা তো গীতায়ও লেখা আছে যে সাধুদেরও উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হয় - জ্ঞান যোগের দ্বারা। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে বোঝানোর উৎসাহ চাই। বলা - তোমরা সবকিছুই জানো কিন্তু সেসব হলো ঘোল এর সমান, বাকি মাখন যিনি খাওয়ান তাঁর কথা তোমরা জানো না। বাবা কতো ভালো করে বোঝান। কিন্তু এই কথা কারো বুদ্ধিতে ঢুকলে তো ভালো তাইনা। বাবার পরিচয় পেলে মানুষ হীরে সম হয়ে যায়, না জানলে কড়ি সম হয়ে থাকে, একেবারে পতিত হয়। বাবাকে জানলেই পবিত্র হয়। পতিত দুনিয়ায় কেউ পবিত্র হতে পারেনা। অতএব যে মহারথী বাচ্চারা আছে, তারা ভালো ভাবে বোঝাতে পারবে। অনেক ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা নামটিও বিখ্যাত। প্রজাপিতা ব্রহ্মার এই হল মুখ বংশী সন্তান। ব্রহ্মাকেই ১০০ ভূজা, ১০০০ ভূজা দেখানো হয়। এই কথাও বোঝানো হয় যে এত ভূজা হতে পারেনা। যদিও ব্রহ্মা হলেন বহু সন্তানের পিতা। তাহলে ব্রহ্মা কার সন্তান? ওনারও পিতা আছেন তাইনা। ব্রহ্মা হলেন শিববাবার সন্তান। এনার পিতা আর কে হতে পারে? কোনও মানুষ তো হতে পারবেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর হলেন সূক্ষ্মলোক বাসী, এমন গায়ন হয়। তাঁরা তো এখানে আসতে পারবেন না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো অবশ্যই এখানেই হবেন। সূক্ষ্ম বতনে তো প্রজা রচনা করবেন না। সুতরাং পরম পিতা পরমাত্মা এসে এই ব্রহ্মা মুখ দ্বারা শক্তিসেনা রচনা করেন। সর্ব প্রথমে পরিচয় দিতে হবে আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখ বংশী। তোমরাও ব্রহ্মার সন্তান কিনা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সকলের পিতা। তারপরে তাঁর থেকে আরও বংশ বিস্তার হয়, নাম পরিবর্তন হয়। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। প্রাক্টিক্যাল দেখা প্রজাপিতা ব্রহ্মার কত সন্তান আছে। সন্তান নিশ্চয়ই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। ব্রহ্মার কাছে কোনো প্রপাটি নেই, প্রপাটি আছে শিববাবার কাছে। ব্রহ্মা কেয়ার অফ শিব। বেহদের বাবার কাছেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা দ্বারা শিববাবা বসে পড়ান। আমরা দাদুর কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। বাবা বোঝান তো ভালো ভাবে, কিন্তু যোগ নেই। নিয়ম অনুযায়ী না চললে বাবা কি করতে পারেন। বাবা বলেন তাদের ভাগ্য। যদি বাবাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তবে বাবা বলতে পারেন - এই অবস্থায় তোমাদের কি পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে? নিজের মনও সায় দেয় যে, আমি কতটা সার্ভিস করি? শ্রীমৎ অনুযায়ী কতখানি চলি? শ্রীমৎ বলে মন্মানাভব। সবাইকে বাবার ও অবিনাশী উত্তরাধিকারের পরিচয় দিতে থাকি, ঢাক বাজাতে থাকি। বাবা ইশারা দিতে থাকেন যে, গভর্নমেন্টকেও তোমাদেরই বোঝাতে হবে। যাতে তারাও বুঝতে পারে যথার্থই ভারতের শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পরমপিতা পরমাত্মা সর্বশক্তিমানের সঙ্গে যোগ নেই। তাঁর সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়ে তোমরা একবারে বিশ্বের মালিক হও, মায়াকে তোমরা পরাজিত কর। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে তোমাদের মায়াকে পরাজিত করতে হবে। আমাদের সাহায্য করেন বাবা।

অনেক বোঝানো হয়, ধারণা করা উচিত। বাবা বুঝিয়েছেন ধন (জ্ঞান ধন) দিলেও শেষ হবে না। সার্ভিস করলে তবেই বাবার হৃদয়ে বসতে পারবে। তা নাহলে অসম্ভব। এর মানে এই নয় যে বাবা ভালোবাসেন না। বাবা সার্ভিসেবলকে ভালোবাসেন। পরিশ্রম করা উচিত। সবাইকে যাত্রা করার উপযুক্ত করতে হবে। মন্মনাভব। এই হল রুহানী যাত্রা, আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে। শিব পুরীতে এসে তারপরে বিষ্ণুপুরীতে চলে যাবে। এইসব কথা কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো। আর কেউ মন্মনাভবের অর্থ বোঝেনা, যদিও পড়ে তো সবাই। বাবা মহামন্ত্র দেন, আমাকে স্মরণ করো তো তোমরা বিকর্মজিত হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞান স্নান করতে হবে। ভালোবেসে সার্ভিস করে বাবার হৃদয় আসনে বসতে হবে। পুরুষার্থের সময় উদাসীন হবে না।

২) বাবার চোখের পলকে বসে কলিযুগী দুঃখধাম থেকে সুখধামে যেতে হবে, তাই নিজের সর্বস্ব ট্রান্সফার করতে হবে।

বরদানঃ:- জীবনে দিব্য গুণ সমন্বিত ফুলের বাগানের (ফুলবাড়ী) দ্বারা অবস্থাপন্ন অবস্থার অনুভবকারী এভার হ্যাপী ভব

সদা অবস্থাপন্ন অর্থাৎ ভরপুর, সম্পন্ন। পূর্বে কাঁটার জঙ্গলে ছিল জীবন, এখন পুষ্পময় অবস্থাপন্নতায় এসে গেছো। জীবনের সামনে সর্বদা এখন দিব্য গুণ গুলির সুন্দর বাগান। সেইজন্য এখন যারাই তোমাদের সম্পর্কে আসবে, তাদের কাছেও ফুলের সুরভিত আসতে থাকবে আর তোমাদের সুসম্পন্নতা দেখে তারাও খুশী হয়ে যাবে, শক্তির অনুভব করবে। সুসম্পন্নতা অন্যদেরকেও শক্তিশালী বানায় আর খুশীতে নিয়ে আসে। সেইজন্য তোমরা বলে থাকো যে আমরা হলাম এভার হ্যাপী।

স্নোগানঃ:- মাস্টার সর্বশক্তিমান সে, যে মায়ার বুদ্ধবুদ্ধ গুলিতে ভীত হওয়ার পরিবর্তে সে'গুলিকে নিয়ে খেলা করে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent

5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;